বার্ষিক প্রতিবেদন

२०२२-२०२७



অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে...



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকিটিসেস (সিদীপ)

বার্ষিক প্রতিবেদন

२०२२-२०२७



অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে...



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকিটিসেস (সিদীপ)

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

সভ্যতার বিকাশে পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে শিশুকিশোরদের মাঝে জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়াতে, পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে, সৃজনশীলতা উৎসাহিত করতে এবং নানারকম ক্ষতিকারক আসজি থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখতে সিদীপ একটি পাঠাগার কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে।



আগ্রহের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ২১টি শাখা থেকে বইসংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত বইয়ের তালিকা প্রেরণসাপেক্ষে মুক্তপাঠাগার স্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে বাজেট অনুমোদনপূর্বক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

সংস্থার শিক্ষাসুপারভাইজারগণ নিজ নিজ এলাকার বইপ্রেমী মানুষদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে স্থানীয় কোনো স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি মুক্তপাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তাদের সম্মতি সাপেক্ষে সংস্থা থেকে একটি বইয়ের তাক নির্মাণ করে উক্ত স্কুল বা কলেজের দেয়ালে স্থাপন করা হয়। এটি সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার'। যেখান থেকে ছাত্রছাত্রী বাধাহীনভাবে পড়ার জন্য বই নিতে পারে ও ইচ্ছেমতো ফেরত দিতে পারে। এ পর্যন্ত ১১টি জেলায় ২৫টি স্কুলে এ মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে।



এ পাঠাগার কার্যক্রম শুরু করার আগে শিক্ষাসুপারভাইজারদের নিয়ে বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও পাঠাগার তৈরির পরিকল্পনা বিষয়ে একটি রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে শিক্ষাসুপারভাইজারগণ বই পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন এবং পাঠাগার তৈরির ব্যাপারে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা বর্ণনা করেছিলেন। অতঃপর শিক্ষাসুপারভাইজারদের



অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, এমআরএ-র ইভিসি ও পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন

চলতি বছর ৩ জুন অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এবং এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ অর্থরিটি-র সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সিদীপের আণ্ডলিয়া শাখার বিভিন্ন প্রকল্প, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন। এসময় এমআরএ-র নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, এমআরএ-র পরিচালক মো. নূরে আলম মেহেদী এবং এমআরএ-র সিনিয়র সহকারি পরিচালক সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং অভিনব এই পাঠাগার আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।





এরপর ১৪ জুন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ঢাকার আশুলিয়ায় সিদীপের কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সবশেষে তিনি দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এভ কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং এ উদ্ভাবনীমূলক সৃজনশীল উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আরও দেখুন : পৃষ্ঠা ৬৭

মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠচর্চা বাড়াতে ও তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ সকল পাঠাগারের পাঠকদের মধ্য থেকে সেরা পাঠক/পাঠিকা নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেরা পাঠক/পাঠিকাকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্কুলে তিনজন করে সেরা পাঠক/পাঠিকা নির্বাচিত হয় এবং তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'ইস্টিশন', বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং আশরাফ আহমেদের 'একান্তরের হজমিওয়ালা' বইগুলো প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলো পাঠ করে শিক্ষার্থীরা রচনা লিখবে এবং সেখান থেকে আবার প্রতিটি বইয়ের ওপর ৩ জন করে মোট ৯ জনকে সেরা রচনালেখক হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। যাতে পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।



সিদীপ আড়াইহাজার শাখায় রোকনউদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চে বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে শিক্ষাথীদের হাতে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরন্ধার তুলে দেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য মো. নজকল ইসলাম বাবু'র সহধর্মিণী ডা. সায়মা আফরোজ ইভা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মৃদুল কান্তি পাল ও অন্যান্য শিক্ষক এবং সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান, বিএম ইউনুস আলী এবং শিক্ষা সুপারভাইজার হাছিনা নার্গিস উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ও প্রয়াসের উদ্যোগে



সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' ও স্থানীয় 'প্রয়াস' পাঠগারের যৌথ আয়োজনে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুরে ১৭ জুন অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন-২০২৩। কাশিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলনকক্ষে দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান হয়। এতে পাবনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পনেরটি পাঠাগারের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক মফিদুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে ও সহযোগী অধ্যাপক মাহবুব হোসেনের



সঞ্চালনায় এক আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্তপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল ও ডিজিটাল স্কুলের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বই ও পাঠাগার নিয়ে বিশেষ আলোচনা। কবি ও লেখক আলমগীর খানের সভাপতিত্বে ও সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলমের সঞ্চালনায় পাঠাগার আন্দোলন, সংকট, উত্তরণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পাবনা সরকারি বুলবুল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মীর মঞ্জুর এলাহী, কথাসাহিত্যিক আখতার জামান, কবি সৈকত হাবিব, সিম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আব্দুছ ছাত্তার খান, শিক্ষাবিদ গোলাম রসুল এবং কবি ও গীতিকার হুমায়ূন কবীর।

এই সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক ছিলো জ্ঞানের ফেরিওয়ালা বলে খ্যাত বর্ষীয়ান পাঠাগার-ব্যক্তিত্ব জনাব এম এল নজরুল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান। সম্মাননাপত্রটি পাঠ করে শোনান কবি ও গীতিকার আলাউল হোসেন এবং এটি তাঁর হাতে তুলে দেন জনাব মীর মঞ্জুর এলাহী।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে পাবনা জেলার পাঠাগারসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপিত হলো। দেশকে এগিয়ে নিতে, জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ গড়তে নতুন প্রজন্মকে বইপাঠে অভ্যস্ত ও পাঠাগারমুখী হতে হবে। তাঁরা আরও বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে পাঠাগার হতে পারে গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। সবার চিস্তাচেতনাকে সঠিক পথে ধাবিত করতে পাঠাগার যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।



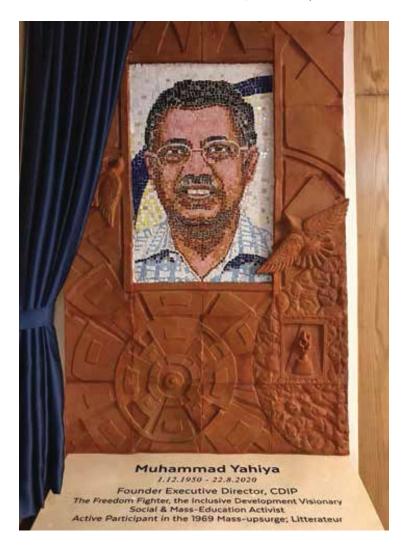


প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ সাল

সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান এ এইচ আলমগীর
জনাব মো. ইকবাল করিম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
জনাব মো. হাসান আলী
ড. এটিএম ফরিদ
ড. জলিলুর রহমান খান
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব সালেহউদ্দীন আহমেদ
জনাব সৈয়দ ফখকল হাসান মুরাদ
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (০১.১২.১৯৫০-২২.০৮.২০২০) প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

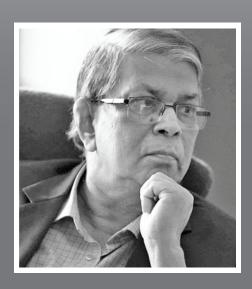


২২ জানুয়ারি ২০২৩এ সিদীপ ভবনে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ম্যুরাল উদ্বোধন করেন মরহুমের সহধর্মিণী নাঈমা খাতুন, সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মাসুদা বানু ফারুক রত্না। ম্যুরালটি নির্মাণ করেছেন শিল্পী রুপাই সোহাগ, ধারণা ও পরিকল্পনায় জাহিদুল ইসলাম ও তত্ত্বাবধানে আইআরসি।

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২০২২এর ২২ আগস্ট ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পারিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সব শাখার সকল কর্মী বিনম্ম শ্রদ্ধায় তাদের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালককে স্মরণ করেন। বিকেলে প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে তাঁর স্মরণে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।





২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য আমাদের অতি আপনজন ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসানের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন টিম

ফজলুল বারি
শাহজাহান ভূঁইয়া
মিফতা নাঈম হুদা
আলমগীর খান
মনজুর কাদের আজাদ
মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম
নুজহাত তাবাসসুম সাফা
এম. সায়মন কবীর
মোহাইমেন আল রশিদ
মাহবুবুর রশীদ অরিস
রাজিয়া সুলতানা কামনা



বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

হাতে হাতে
আপোর যাত্রী হই

অপ্রত্ত্বীত্রনুলা জায়নোর পথে...

ক্রেমানার ফর ভেডলপথেই ইনোভেদন এড গ্রাকটিনেন (দিনীল)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

প্রচ্ছদ : শিল্পী সামী আজফার প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২৩

ডিজাইন ও প্রোডাকশন ● ইন্ফ্রা-রেড কমিউনিকেশনসূ লি, irc.com.bd

সূচনা ১০ (10)

Introduction 78

আর্থিক সেবা ২১ (21)

Financial Services 89

সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ ২৭ (27)

Protective security of CDIP members 95

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ৩১ (31)

Education Support Program 99

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ৩৬ (36)

Healthcare Support Program 101

সমৃদ্ধি কর্মসূচি 8২ (42)

ENRICH PROGRAM 105

গবেষণা ও প্রকাশনা ৪৯ (49)

সাফল্যগাথা ৫৭ (57)

Research and Publication 113

Success Story 117

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৬০ (60)

Human Resource Management 111

ডিজিটাইজেশন ৬৯ (69)

Digitization 118

অন্যান্য কার্যক্রম ৭১ (71)

Financial Statement & Audit Report 119



চেয়ারম্যানের কথা

সিদীপের এবারকার বার্ষিক প্রতিবেদনটি কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা এ সুন্দর প্রতিবেদনটি তৈরি করতে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সিদীপের এক বছরের সামগ্রিক কার্যক্রম এতে বিস্তারিত ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সিদীপ মূলত একটি মাইক্রোফাইন্যাস অর্গানাইজেশন হিসেবে কাজ করে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সিদীপের কার্যক্রম ও কর্ম-এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য বছরে ঋণ কার্যক্রম নতুন ৩টি জেলায় (নওগাঁ, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ) সম্প্রসারিত হয়েছে, সদস্য ও ঋণী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ প্রদানের পরিমাণ বেড়েছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র ও গরীব সদস্যদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ বছর মোট ২,৬৩,৭৮৬ জন সদস্যের নিকট ২,৩৬৩.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ১,৩৭,১১৬ জন (৫২%) হতদরিদ্র ও গরীব সদস্যদের ঋণ দেয়া হয়েছে ৭২৫.৮৪ (৩০.৭%) কোটি টাকা। ৮২,০৩১ (৩১.১%) জন উদ্যোক্তাকে দেওয়া হয়েছে ১,৪৩৪.১৬ (৬০.৮০%) কোটি টাকা এবং অন্যান্য প্রকল্প সদস্য ৪৪,৬৩৯ (১৬.৯%) জনকে দেওয়া হয়েছে ২০৩.৮ (৮.৫%) কোটি টাকা। সিদীপ তার সদস্যদের সুরক্ষায় সৃষ্ট কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে হঠাৎ বিপদে (যেমন মৃত্যু, দুর্ঘটনা, রোগব্যাধি কিংবা ঋণের টাকায় পরিচালিত প্রকল্প ইত্যাদি) পড়ে যাওয়া সদস্যদের এ বছর ৫০ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা দান করেছে। যা ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের দুঃখকষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখছে।

আমাদের গর্বের দুটি কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) ও শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোক। এরপর এবার সংযোজিত হল সিদীপের আরেকটি অভিনব প্রয়াস, মুক্তপাঠাগার স্থাপন। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে'র শুভ সূচনা হয়েছিলো গত অর্থবছরে। এটি গ্রামপর্যায়ে সিদীপের কর্ম-এলাকায় অবস্থিত কোনো একটি স্কুল-কলেজে স্থাপন করা হয়। মূলত গ্রামে আমাদের শিক্ষসুপারভাইজারগণ পড়ুয়া লোকজনের কাছ থেকে পাঠাগারের জন্য উপহার হিসেবে বই সংগ্রহ করেন। আমাদের সংস্থা থেকে একটি বইয়ের শেলফ বানিয়ে আগ্রহী স্কুল বা কলেজে দেয়া হয় এবং

সংগৃহীত বইগুলো সে শেলফে সাজিয়ে রাখা হয়। যে কোনো শিক্ষার্থী স্কুল চলাকালে এখান থেকে তার পছন্দমতো বইটি বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারে ও পড়া শেষে ইচ্ছেমতো রেখে দিতে পারে কোনো তদারকি ছাড়াই। এই হচ্ছে মুক্তপাঠাগারের মূল ধারণা। এ পর্যন্ত দেশের ১১টি জেলায় মোট ২৫টি স্কুলে এরূপ মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। শুধু মুক্তপাঠাগার স্থাপন করাতেই আমাদের কাজ শেষ হয় না। এরপর আয়োজিত হয় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও তাদেরকে পুরস্কার প্রদান। এভাবে মুক্তপাঠাগার বই পড়া ছাড়াও নানারকম কার্যক্রমে সারা বছরই সক্রিয় থাকে যা শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে এবং তাদের সূজনশীলতার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য পরিচালিত আমাদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে এ বছরে আরও ১০টি শাখায় ২০০টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এতে করে মোট ১৩৮টি শাখায় ২.৭১১টি শিক্ষাকেন্দ্রে এবার শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারে পৌছেছে। কোভিড-১৯এর ধকল কাটিয়ে এ কর্মসূচি আবার পূর্ণোদ্যমে সচল হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে নিয়োজিত চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্যসহকারিগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামের দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখছেন। সংস্থার আইটি বিভাগ নতুন নতুন উপায়ে আর্থিক ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তি সহজ ও তুরান্বিত করে তুলছে।

গত বছর থেকে আমাদের শিক্ষাসুপারভাইজারগণ শিসক এলাকায় তাল ও শজনে গাছ লাগানোর জন্য অভিভাবকদের উৎসাহিত করার কাজ শুরু করেছেন। তাদের কাছ থেকে সাডা পেয়ে এবার তাল ও শজনে চাষ নিয়ে একটি প্রস্তিকা প্রকাশ করা হল। প্রস্তিকাটিতে বজ্র থেকে নিরাপত্তায় তালগাছের ভূমিকা, তাল ও শজনের চাষ পদ্ধতি, এদের পুষ্টিগুণ এবং তাল ও শজনে দিয়ে বিভিন্ন খাবার তৈরি বিষয়ে লিখেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ। আমাদের দৃষ্টিতে এ বইটি সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণে গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

আলোচ্য বছরে সিদীপের নতুন অফিসঘর স্থাপনের জন্য বাবর রোডে দুটি ভবনসহ জমি কেনা ও রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় এ বছরের শেষ নাগাদ অফিস স্থানান্তরিত হতে পারে।

আলোচ্য বছরে আমাদের পরিচালনা বোর্ডের ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় সিদীপের সকল কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং বোর্ড সদস্যগণ মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য বছরে সিদীপের সর্বশেষ অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হয়েছে এবং সকল স্তরের কর্মীদের জন্য নতুন বেতন ক্ষেল প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সিদীপের সাধারণ পরিষদে যোগ দিয়েছেন। তাছাডা সাধারণ বডির সকল সদস্যকে নিয়ে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি সম্মানিত সকল সদস্যকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তাছাড়া, সিদীপের এই অগ্রগতিতে যারা আমাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষ করে এমআরএ, পিকেএসএফ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সংস্থার সকল কার্যক্রমের সকল স্তরের কর্মীদের। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। সিদীপ এগিয়ে যাক তার অভিষ্ট লক্ষ্যে।

ফজলুল বারি চেয়ারম্যান



মুখবন্ধ

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস সফলভাবে ২৮ বছরের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ২০২২-২৩ একটি ব্যতিক্রমী পরীক্ষার বছর হিসেবে অব্যাহত ছিল এবং আমি আমার দলকে নিঃশর্তভাবে সমস্ত চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে ওঠার জন্য অভিনন্দন জানাই। কোভিডের সাথে স্বাস্থ্যের ধাক্কা এখনও চারপাশে লুকিয়ে আছে এবং ডেংগুর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। অর্থনৈতিক গতিশীলতায় পরিবর্তন, সদস্য ডাইনামিক্সে পরিবর্তন, একটি তরুণ-বয়সী প্রাণবস্ত কর্মীবাহিনী আমাদের অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে আমরা আমাদের কার্যক্রমসমূহকে আশাবাদী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু ব্যয়সঙ্কোচন করে বছরের জন্য একটি শক্তিশালী আর্থিক কর্মক্ষমতা অর্জন করেছি।

আমরা এখনও ৩.৫% ঋণগ্রহীতা বৃদ্ধি, ১৫.৫% পোর্টফোলিও বৃদ্ধি এবং ১৯.৩% সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমিতিসুলভ কার্যক্রম প্রহণ করতে পেরেছি। ২০টি নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সার্বিক কর্মক্ষমতা ও সঙ্গতি অর্জনের আগ পর্যন্ত আরও নতুন শাখা খোলা বন্ধ রাখা হয়েছে। আমি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি অর্জনের অনুশীলনে গর্ববাধে করছি এবং আমাদের নতুন শাখা ব্যবস্থাপকগণ যথাযথভাবে নির্বাচিত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

আমাদের ক্ষুদ্রঋণ নেতৃত্ব আরো দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার আলোকে আমরা ৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মাইক্রোফাইন্যান্সের একজন নতুন প্রধানকে নিয়োগদান করেছি। মাইক্রোফাইন্যান্সের সাবেক প্রধান বর্তমানে কর্মসূচিসমূহের প্রধান হিসেবে সংস্থায় আরো বিস্তৃত ভূমিকা পালন করছেন। মানবসম্পদ বিভাগ ফিল্ড অফিসারদের সাথে সরাসরি সংযোগ রক্ষা করে তাদের চাহিদাগুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অটোমেশনটি ডিজিটাইজেশন টিম দারা পরিচালিত হচ্ছে, ফিনান্স সার্বক্ষণিক কাজ করছে আর অডিট টিম নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমি অবশ্যই উল্লেখ করব যে, গবেষণা ও প্রকাশনা টিম আমাদের কার্যক্রম নথিভুক্ত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাণ্ডলোর কাছে প্রকল্প-প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য একটি ছোট দল গঠন করে প্রশংসনীয় কাজ করছে। এই বছরের মধ্যে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট এজেভাগুলোকে আরও কার্যকর করার জন্য আমাদের অর্গানোগ্রাম আপডেট করেছি।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), নেটওয়ার্কিং সংস্থা, ব্যাঙ্কিং এবং নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, সেক্টরাল প্রতিনিধিদের পাশাপাশি আমাদের সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ব্যতিক্রমী সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই বছর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব (এফআইডি), এমআরএ-র ইভিসি এবং পিকেএসএফ-এর এমডি আলাদা অনুষ্ঠানে আমাদের ফিল্ড অপারেশন পরিদর্শন করায় আমরা সম্মান বোধ করছি। আমরা তাদের সময় প্রদান এবং সুচিন্তিত পরামর্শের মূল্যায়ন করেছি. যা আমরা ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে চাই। বর্তমান পরিচালনা পরিষদের ৩ বছরের মেয়াদ সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ায় আমি বোর্ড সদস্যদের কাছে তাদের মেয়াাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আমরা আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াাহিয়ার চেতনা ধারণ করি। আমাদের মুক্তপাঠাগারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচেছ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতার সম্মানে এর ভূমিকা সম্প্রসারিত করতে চাই।

আগামী বছরটি আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। আমরা এমনকি আরো বেশি চলার পথের সুনির্দিষ্ট অভিমুখ প্রহণ করছি। সিদীপ কর্মীরা আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত।

মিফতা নাঈম হুদা নির্বাহী পরিচালক

রপকল্প

আমাদের রূপকল্প হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অন্গ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট <mark>উদ্যোক্তাদের আমাদের</mark> সার্বিক উন্নয়ন প্র<mark>চেষ্টা</mark>য় সহায়তা করা। আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

নবধারা প্রবর্তন টেকসইতা অন্তর্ভুক্তিকরণ ন্যায়পরায়ণতা সততা ও নিষ্ঠা দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা মানবিক মর্যাদা

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৯ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্লে দেয়া হলো।

জনাব ফজলুল বারি জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক আহমেদ কামাল অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ জনাব সৈয়দ সাঈদউদ্দিন আহ্মেদ জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ ডঃ এটিএম ফরিদ জনাব নার্গিস ইসলাম জনাব শামা রুখ আলম অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না জনাব এম খায়রুল কবীর

জনাব মাহমুদুল কবীর জনাব শফিকুল ইসলাম জনাব সালেহা বেগম অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার জনাব ফাহমিদা করিম জনাব ম্যালভিন এফ আলম জনাব সৈয়দ সাকিফুল হাসান জনাব যুবায়ের এম শোয়েব জনাব মোহাম্মদ রাসেল আমিন ডাঃ মুনীর আহমেদ জনাব মো: আব্দুস সাত্তার সরকার ডাঃ সাদিয়া এ চৌধুরী জনাব নাজমুস সালেহীন জনাব সোহেলীয়া নাজনীন হক



২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সিদীপের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

চেয়ারম্যান

জনাব ফজলুল বারি

ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া

সদস্য

জনাব শামা রুখ আলম ডঃ এটিএম ফরিদ অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না জনাব ফাহমিদা করিম

সচিব/নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এভ প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৫টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



জনাব ফজলুল বারি চেয়ারম্যান



জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ভাইস চেয়ারম্যান



জনাব শামা রুখ আলম সদস্য



ডঃ এটিএম ফরিদ সদস্য



অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী সদস্য



জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না সদস্য



জনাব ফাহমিদা করিম সদস্য



জনাব মিফতা নাঈম হুদা সচিব

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক
জনাব এস. এ. আহাদ	পরিচালক-ফাইন্যাস এন্ড ডিজিটাইজেশন
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	পরিচালক-প্রোত্মাম
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	জিএম এন্ড হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস
জনাব মো: ইব্রাহিম মিঞা	জিএম এন্ড হেড অব এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন
জনাব সজীবুর রহমান	জিএম এন্ড হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম
জনাব অমিত কুমার রায়	এজিএম এভ হেড অব ডিজিটাইজেশন
জনাব মো: আমিনুল ইসলাম	ম্যানেজার এন্ড হেড অব অডিট

উধ্বতন কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	পদবি
ডা. এ. কে. এম আব্দুল কাইয়ুম	ডিজিএম (স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি)
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম (মাইক্রোফিন্যাস প্রোগ্রাম)
জনাব আবু খালেদ	এজিএম (মাইক্রোফিন্যাস প্রোগ্রাম)
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	এজিএম (মাইক্রোফিন্যাস প্রোগ্রাম)
জনাব আবু সালেহ নুর মহাম্মদ	এজিএম (মাইক্রোফিন্যাস প্রোগ্রাম)
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম (আইটি)
জনাব সচ্চিদানন্দ দাস	এজিএম (ফাইন্যাস এভ একাউন্টস)
জনাব মো: বদরুল আলম	ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)
জনাব ফারহানা ইয়াসমিন	ম্যানেজার (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট)

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ ২০২২-২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থবছরটিতে যৌবনোদ্দীপ্ত আটাশ বছর পূর্ণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে নতুন মাইলফলক যোগ করার মাধ্যমে সিদীপ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। গ্রাম পর্যায়ের প্রান্তিক দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে সংস্থার নানামুখী কাজের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ৩০টি জেলার ১৬৬টি উপজেলায় ১,৭৪৮টি ইউনিয়নে মোট ৮,০৯৫টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ২২৬টি (২০১টি মূল ব্রাঞ্চ ও ২৫টি বড় ব্রাঞ্চের সম্প্রসারিত রূপ ব্রাঞ্চ-২ বা তাদের দ্বৈত শাখাসহ) ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরের ২,৮৮,৫৭৪ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,৯৮,৫৬৫ জনে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২,৩৬৩.৮০ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১,৯৬১.২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৫৩%। এ বছর সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ের হার ৯৮.১৯%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ১২৫৬.৭৯ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৫১.৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.৫০%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬৯.৩৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৯০.৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৫৫৯.৯০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৬০.১৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৬৩.১৩ কোটি টাকা–যা মোট ঋণস্থিতির ৪.৩৫%।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ৭০.০৫ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে। বর্তমান খেলাপির পরিমাণ কু-ঋণ সঞ্চিতির ৯০.১২%।

ব্রাঞ্চণ্ডলোয় কার্যক্রমের পরিমাণগত বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মীদের কাজের মানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬.৪২ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২.৪৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.১৪ কোটি টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪৮.৪৮ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

বর্তমানে ১৩৮টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে ২,৭১১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ১ম, ২য় ও প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির প্রায় ৫৮ হাজার শিশুকে স্কুলের পড়া তৈরিতে পাঠসহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি সিদীপ শিশুদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে কাজ করছে।

স্বাছ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১৯টি জেলায় ১১৯টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৪,৮০৬ জন শিশুসহ সর্বমোট ২২৬,৮৭৯ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে–যার মূল কথা উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিষ্ণৃতি

সিদীপ তার মাসিক সদস্যদের জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" ব্যবহার করে মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদানের সুবিধা চালু করেছে যা সদস্যদের জন্য চার্জবিহীন। কাগজবিহীন অফিসের ধারণাকে বহন করে ডিজিটাইজেশন বিভাগ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমাধান তৈরি করছে।

মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ

এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৫,৪৬৫ জন হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ৫৪৭ জনকে নিয়োগ, ২৯৪ জনকে পদোন্নতি এবং ৪৬১ জনকে স্থায়ী করা হয়েছে। এছাড়া ৬৩,৭৮৯ জনকে নানরকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে একটি আন্তর্জাতিক নিউজলেটারে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সিদীপের নিয়মিত প্রকাশনা শিক্ষালোকের ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষ' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

"হাতে হাতে বই, আলোর যাত্রী হই" এই প্রতিশ্রুতি বুকে ধারণ করে ১১টি জেলায় সংস্থার কর্ম-এলাকায় অবস্থিত ২৫টি স্কুল/কলেজে এ পর্যন্ত মোট ২৫টি (গত অর্থবছরের দুটিসহ) 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' পাঠগার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে পাঠ-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন করে ছাত্রছাত্রীকে বই পুরস্কার দেয়া হয়। পাঠাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার রক্ষ্যে পাবনার কাশিনাপুরে স্থানীয় পাঠাগার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এবার একটি স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থার পরিচালনায় ব্রাক্ষণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় ঋদ্ধ করার উদ্যোগ চলছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে 'সিদীপ'-এর অডিট করেছে। সিদীপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবছরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ২৪২টি সাধারণ অডিট এবং ২১৭টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১২৩.৯৫% যা বিগত বছরে ছিল ১৩২.১৭%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ৩৬৪.৬৭ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৭৯.৭৫ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বত্ত তৈরি হয়েছে ৮৪.৯২ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৪৫১.৫৭ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ১১৬.৫৮ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৫৬৮.১৫ কোটি টাকা।

জুন ২০২৩এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ১৩১১.১৪ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ১৭৩৬.৮৯ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৭৫.৪৯% যা বিগত বছরে ছিল ৭৬.১৬%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ২৮.৫৭% যা বিগত জুন ২০২২এ ছিল ২৭.৯০%।

জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সিদীপ

SUSTAINABLE GALS DEVELOPMENT GALS





























সিদীপের কার্যক্রম আর্থিক সেবা





নতুন এলাকায় ২০টি ব্রাঞ্চ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা

७ ०ि	১৬৬ ₽	Ა ঀ8৮€	৮০৯৫৳	২২৬ _{টি}
জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম	ব্রাঞ্চ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

সিদীপ শুরু থেকেই দারিদ্র্য দূরীকরণে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির আর্থিক সক্ষমতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঋণসেবা প্রদান করে আসছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ, এসএমএপি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ, স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ, সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বদ্ধির লক্ষ্যে "বিবর্তন" ঋণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan I

এছাড়া সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সিদীপ নিজস্ব অর্থায়নে Water and Sanitation (WCAD Model) ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। দারিদ্যু দূরীকরণে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ঋণসহায়তা প্রদান করে, যার মাধ্যমে সংস্থা ২৬,৬৬,৫৪,০০০ টাকা বিতরণ করে ৩,৩১৫টি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে।

বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রকল্পে কী পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার উপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়।

তবে অতিমারি কোভিড-১৯ এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ অস্বাভাবিক বিশ্ব-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশও বাদ যায়নি। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও অনেকক্ষেত্রে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করায় অনেক সদস্যের আয় কমে গেছে। এর প্রভাব পড়েছে সদস্যদের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে। যাদের প্রকল্প নষ্ট হয়ে গেছে তারা নতুন করে প্রকল্প শুরু করার মত আর্থিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত তাদের কষি কাজে বিনিয়োগ করার মত পুঁজিও হাতে ছিল না। বৈশ্বিক মন্দার কারণে অনেক প্রবাসী কর্মী প্রবাসে তাদের কাজ হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় Livelihood Restoration Ioan (LRL), আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL) এবং পিকেএসএফের সহযোগিতায় MDP-AF এই তিনটি ঋণ প্রোডাক্টের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই ঋণের মাধ্যমে তারা নতুন করে প্রকল্পের কাজ শুরু করে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করছেন এবং প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় কিছু সংখ্যক লোকেরও কর্মসংস্থান হয়েছে। কৃষি কাজে এই ঋণ বিনিয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদন ভাল হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিধি ও সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মানকেও আপোশহীনভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গত অর্থবছরের সাথে চলতি অর্থবছরের ঋণকার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের

পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক চিত্র এবং উৎপাদনশীলতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র.	<u></u>	ক্রমপুঞ্জিভূ	ত অবস্থান	বৰ্তমান	
নং	বিবরণ	অর্থবছর ২০২ ১ -২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩	অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
>	OTR (On Time Recovery Rate)	৯৯.০৯	केट. उक	-0.5	চলতি অর্থবছরেও বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কর্মসূচি পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা হলেও সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে উৎপাদনশীলতায় তেমন নেতি বাচক প্রভাব পড়েনি।
২	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.৩৬	১৯.৪৫	০.০৯	-
•	PAR (Portfolio at Risk)	৫.৩৬	৫.২৬	-0.5	এ
8	মোট কর্মী : এফও (%)	৬০.৬৯	৫১.৩৩	-৯.৩৬	ঐ
¢	সদস্য: ঋণী (%)	৮২.৩৬	৮৩.৭০	٥٥.٤	-
৬	কর্মী প্রতি সদস্য	২৩৯.২৮	264.60	১৯.২২	এ অর্থবছরে ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ খোলাতে কর্মী : সদস্য তুলনামূলক ভাবে অগ্রগতি কম হয়েছে।
9	কর্মী প্রতি ঋণী	১৯৭.০৮	২১৬.৩৫	১৯.২৭	এ অর্থবছরে ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ খোলাতে কর্মী : ঋণী তুলনামূলকভাবে গড় অগ্রগতি কম হয়েছে।
ъ	কর্মী প্রতি সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৩৮.৯২	86.86	৯.৫৬	-
৯	কৰ্মী প্ৰতি ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	\$.08	১.২৬	0.22	-
20	ঋণস্থিতির বিপরীতে সঞ্চয়ের হার	৩৭.৩৪	৩৮.১৬	0.52	এ অর্থ বছরে ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ খোলাতে সঞ্চয় : ঋণস্থিতি তুলনামূলকভাবে গড় অগ্রগতি কম হয়েছে।
77	ঝুঁকিপূৰ্ণ ঋণী (%)	\$0.50	৯.৯৮	-0.69	-

নোট: মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের সর্বমোট কর্মী ২,২৫০ জন , মোট মাঠকর্মী ১২৭৩ জন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মীর সংখ্যা ১,১৫৫ জনকে নিয়ে সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ বের করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	বিবরণ	অবস্থান: জুন ২০২২	অবস্থানঃ জুন ২০২৩	হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
2	ব্রাঞ্চ	২০৬	২২৬	২০	৯.৭১%
২	মোট স্টাফ	১,৯৮৭	২২৫০	২৬৩	১৩.২৪%
•	মোট মাঠ কর্মী (এফও)	১,২০৬	১,২৭৩	৬৭	৫.৫৬%
8	সদস্য সংখ্যা	২,৮৮,৫৭৪	২,৯৮,৫৬৫	৯,৯৯২	৩.৪৬%
¢	ঋণী সংখ্যা	২,৩৭,৬৭৪	২,৪৯,৮৮৯	১ ২,২১৫	¢.\$8%
৬	মোট সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	৪৬৯.৩৪	০৫.৯৩	৯০.৫৬	১৯.২৯%
٩	মোট ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১,২৫৬.৭৯	১,৪৫১.৫৬	১৯৪.৭৭	\$6.60%
ъ	বকেয়া (জন)	২৫,৭৯১	২৪,৯৪২	(৮৪৯)	-৩.২৯%
৯	বকেয়া (কোটি টাকা)	৬০.১৫	৬৩.১৩	২.৯৮	8.৯৫%
20	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	১,৯৬১.২০	২,৩৬৩.৮০	8०२.७०	২০.৫৩%
77	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	0.08	0.08	-	0.00%
> 2	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১২৩.৬৯%	১৩৬.৫৪	১২.৮৫	১০.৩৯%

নোট: এ অর্থবছরে নতুন ২০টি ব্রাঞ্চ সম্প্রসারিত করায় ব্রাঞ্চ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০১টি। বিভক্তিকরণ ২৫টি ব্রাঞ্চসহ সিদীপের মোট ব্রাঞ্চ সংখ্যা ২২৬টি।

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে এবং তাদের বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের বিতরণ তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র.		জুলাই '২১ হ	তে জুন '২২ পৰ্যত	য় ঋণ বিতরণ	জুলাই '২২ হতে জুন '২৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ			
অ: নং	বিবরণ	জন	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	জন	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	
۵	জাগরণ (সাধারণ)	\$,00,608	৬০৪.৪৮	৩৬৫.৩২	১,৩৫,২৯৪	৭২৩.০৩	৩৯৮.৬৬	
২	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৭৫,৮৩০	১,১৭৪.৭৩	৭৬৯.০৮	৮২,০৩১	১,৪৩৪.১৬	১১০.৯১	
•	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	১,৩০১	২.২৯	১.৩৯	১,৮২২	২.৮১	১.৫২	
8	সুফলন (মৌসুমী)	৫,২০৯	\$8.00	৬.৩১	৫,৩৭৯	১৬.০০	১৩.৯৪	
œ	এসএমএপি (কৃষিখাত)	১৩,৮৬২	8\$.9&	২৫.১৫	٩,১৮٩	83.93	২৭.৭৪	
৬	সমৃদ্ধি-আইজিএ	১,৩৮০	৮.৩৭	৫.১৬	১,৩০২	৮.২২	8.98	
٩	সোলার	0	0	٥.٥٤	o	o	o	
ъ	জীবনমান উন্নয়ন ঋণ (SLDP)	১১,৪৩৯	২৪.৯৭	১৬.৮৬	১৭,৯৩০	৩৯.৮৭	২৩.৮১	
৯	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প ঋণ (MDP-AF)	>,०৫०	৩১.২৫	২০.০৯	\$,২००	৩৮.৫৯	২৭.৩৩	
20	স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ (SDL)	0	0	0	0	0	0	
77	Livelihood Restoration loan (LRL)	১,২৭৩	৭.৩8	৩.৬৪	\$,888	৯.১২	8.28	
35	আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL)	৬০	०.२४	০.৭৬	৫,৬১০	७ ०.००	₹8.08	
20	WS-WCAD	১০,২৮৬	২৬.৬৭	১৯.২১	o	0	১.৩৯	
\$8	BD Rural WASH for HCD project	৩৯	0.30	0.30	৩,৬১৩	٩.٩২	<i>٠.</i> ১٩	
26	বিবর্তন ঋণ	১,৯৯৯	২৫.০০	২৩.৭৩	৯৭৩	১ ২.৫৭	৮.০৬	
১৬	সুপার-লোন	o	0	0	۵	٥.٥٥	٥.٥٥	
	মোট	২,৫৪,২৬২	১,৯৬১.২০	১,২৫৬.৭৯	২,৬৩,৭৮৬	২,৩৬৩.৮০	১,৪৫১.৫৬	

খাতভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১-'২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-'২৩ অর্থবছরে ঋণী সংখ্যা, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জাগরণ ঋণবিতরণ সংখ্যা ৪,৭৬০. ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ১১৮.৫৫. ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ৩৩.৩৪। অগ্রসর ঋণবিতরণ সংখ্যা ৬,২০১, ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ২৫৯.৪৩, ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ১৪৩.৪১। বুনিয়াদ ঋণবিতরণ সংখ্যা ৫২১, ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ০.৫২ ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ০.১৩। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর (MDP-AF) ঋণবিতরণ সংখ্যা ১৫০, ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ৭.৩৪ ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ৭.২৪। সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণবিতরণ সংখ্যা (৭৮), ঋণবিতরণ (কোটি

টাকায়) (০.১৫) ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ০.৪২। জীবন মান উন্নয়ন ঋণ (SLDP) ঋণ বিতরণ সংখ্যা ৬,৪৯১, ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) ১৪.৯০ ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ৬.৯৫। LRL ঋণবিতরণ সংখ্যা ১৭১, ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ১.৭৮ ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ০.৬০। RRSL ঋণ বিতরণ সংখ্যা ৫,৫৫০, ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ২৯.৭২ ও ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ২৩.২৮। পাশাপশি সুফলন ও এসএমএপি ঋণের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল খাতের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় এ বছরে ঋণবিতরণ সংখ্যা ৯,৫২৪ ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়) ৪০২.৬০ এবং ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) ১৯৪.৭৭ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমের মাসওয়ারি সার্বিক তথ্য

			সঞ্চয় স্থিতি	মাসের ঋণ বিতরণ	ঋণস্থিতি (আসল).	খেলাপি স্থিতি (আসল)	
মাসের নাম	মোট সদস্য	ঋণী সংখ্যা	(কাটি টাকায়) (আসল) (কোটি টাকায়)		(কোটি টাকায়)	জন	টাকা (কোটি)
জুলাই '২২	২,৮৯,৩৫৪	২,৩৭,২৭১	890.२४	১ ২৩.৮০	১,২২২.৪৮	২৫,৪৯১	৩৫.৫୬
আগস্ট '২২	২,৯২,২১২	২,৩৮,৩৮৪	899.\$@	২০২.৮৩	১,২৫৩.২৬	২৫,১১৪	৫৯.৪৫
সেপ্টেম্বর '২২	২,৯৪,৪০১	২,৩৮,৭২১	8৮২.৯o	১৯৯.৫০	১,২৭৬.৯৬	২৪,৯২১	৫৯.৪২
অক্টোবর '২২	২,৯৭,৩৫০	২,৪০,১৩১	866.90	১৯৬.৮৯	১,২৯৯.২৬	২৪,৬৮৩	৫৯.৬৩
নভেম্বর '২২	२,৯৭,२১०	২,৪২,৩৩৭	৪৯৪.৩৮	২১৬.৭১	১,৩৩২.৭৩	২৪,৩৯৩	৫৯.৯১
ডিসেম্বর '২২	২,৯৭,৬৪৬	২,৪২,৭১১	৪৯৯.৯১	১ ৮২.৬8	\$,000.86	২৪,২৬৭	৬০.৩৭
জানুয়ারি '২৩	২,৯৯,০৬০	২,৪৫,০৮৩	ረ ୬.୬୦୬	২১৭.৮৯	১,৩৬৬.৫০	২ 8,8 ১১	৬১.৪৬
ফেব্রুয়ারি '২৩	৩,০০,৭২৮	২,৪৬,৮৪৫	%\$0. 50	১৯৮.৪৯	3,088.06	২ 8,২०8	৬২.৪৪
মাৰ্চ '২৩	७,०১,१৫২	২,৪৬,৯৫১	৫২২.০৩	২০৩.৪১	১,৪০০.৪৯	২৪,০৩৭	৬৩.৪২
এপ্রিল '২৩	৩,০১,৭৩৭	২,৪৬,৯৭৩	<i>৫২</i> ৬.০০	\$\$5.₽¢	১,৪০২.১৯	२८,८०४	৬৫.০৩
মে '২৩	২,৯৭,২২২	২,৪৭,৯৮১	৫৩০.৪৭	২০৪.৩৬	১,৪০৬.৮৩	২৪,৪৭৬	৬৩.৯৬
জুন '২৩	২,৯৮,৫৬৫	২,৪৯,৮৮৯	৫৫৩.৮৫	২৩৫.৪৩	১,৪৫১.৫৬	২৪,৯৪২	৬৩.১৩

নতুন ঋণ প্রোডাক্ট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা । এর আওতায় দুইটি মূল লক্ষ্য রয়েছে: (১) ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও সামর্থ্যাধীন (স্বল্পমূল্যের) খাবার পানিতে সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক অভিগম্যতা অর্জন এবং (২) ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো। এ লক্ষ্যদ্বয়কে বিবেচনায় রেখে সিদীপ BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্যদ্রীকরণে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও তাদেরকে পুনকজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এই ঋণের আওতায় জুন '২৩ পর্যন্ত উক্ত ঋণ বাবদ ৩,৬৫২ জনকে ৭৮,০০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার ঋণস্থিতি ৫১,৬৭১,৭৬২ টাকা।

খেলাপি স্থিতি (আসল)

গত বছরের তুলনায় এ বছর খেলাপির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ৮৪৯ জন এবং টাকার পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমাণ ২.৯৮ কোটি। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সংস্থা বছরব্যাপি নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা অব্যাহত আছে। এ বছরেও সকল পর্যায় থেকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে খেলাপি অনেকটাই

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে মোট খেলাপির পরিমাণ ২৪,৯৪২ জন, টাকার পরিমাণ ৬৩.১৩ কোটি। এর বিপরীতে ঋণক্ষয় সঞ্চিতি করা আছে ৭০.০৫ কোটি টাকা। এ বছর ১০১ জনের বিপরীতে ২৫,০৯,৪১৮ টাকা ঋণ অবলোপনের জন্য পরিচালনা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

সঞ্চয় সেবা কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বন্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ): সমিতির সাপ্তাহিক সভায় কিস্তির সাথে এবং যারা মাসিক সদস্য তারা মাসিক কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন।

ষ্বেচ্ছা সঞ্চয়: সদস্যগণ সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তির সাথে তাদের ইচ্ছা ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সঞ্চয় জমা করতে পারেন, এছাড়াও যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করার পাশাপাশি সমিতির সভায় এক কিন্তির সমপরিমাণ এবং অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসে এসে প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (MTS): সদস্যগণ ১০০ টাকা থেকে গুণিতক হারে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারেন। এই সঞ্চয় সাপ্তাহিক সদস্যগণ মাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে এবং মাসিক সদস্যগণ মাসিক কিন্তি প্রদানের সময় জমা করে থাকেন।

ছায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর): নির্দিষ্ট মেয়াদে এককালীন জমা করার জন্য সদস্যগণ একটি হিসাব খুলতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হিসাব খুললেও সদস্যের জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় হিসাবটি বন্ধ করে তিনি টাকা উত্তোলন করতে পারেন। এইক্ষেত্রে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা প্রাপ্য হবেন।

ডাবল মুনাফা ও মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কীম: সংস্থার ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ও বর্তমানে সদস্যদের সঞ্চয়ী চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আমাদের প্রচলিত চার ধরনের সঞ্চয়ের পাশাপাশি আরো দুই প্রকার সঞ্চয় চালু করা হয়েছে। যেমন: ১. ডাবল মুনাফা সঞ্চয় স্কীম ২. মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কীম। প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সঞ্চয়ের প্রোডাক্ট অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্য

ক্র.		অগ্রগতির ক্রমণ	পুঞ্জিভূত অবস্থান	বর্তমান অর্থবছরে		
নং	বিবরণ	জুন ২০২২ (কোটি টাকা)	জুন ২০২৩ (কোটি টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধি	অগ্রগতির হার%	
7	বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ)	২৭৪.৫৭	৩১ ০.২৭	৩৫.৭	٥٥.٥١%	
٧	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৬৮.৩৫	৭৮.৫২	۶٥.১٩	\$8.55%	
9	মেয়াদী সঞ্চয় (মাসিক MTS)	১০৭.৪৯	১৩৩.১২	২৫.৬৩	২৩.৮৫%	
8	স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর)	\$9.84	১ ২.৭১	-2.60	-১২.৫৯%	
¢	ডাবল মুনাফা সঞ্চয় স্কীম	-	\$ ২.৭৭	\$ ২.৭৭	0	
૭	মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কীম	-	৬.৪৬	৬.৪৬	0	
	মোট	8৬8.৯৫	৫৫৩.৮৫	૦໔.૪૪	১৯.১২%	

সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ

সদস্য বা সদস্যের স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মৃত্যুবরণ করলে ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে যে টাকা আদায় হয় তা থেকে দাফন-কাফন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রবুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য বা তার স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ এই তহবিল থেকে মওকুফ করা হয়। ঋণ গ্রহণের পর বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি

(ক্যানসার, কিডনি ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন, হার্ট সার্জারি বা রিং প্রতিস্থাপন, গলব্লাডার স্টোন অপারেশন, লিভার সিরোসিস ও ব্রেইন টিউমার), কুষ্ঠরোগ, দীর্ঘদিন অসুস্থ (প্যারালাইসিস) হয়ে পড়ে থাকলে এবং ঋণ পরিশোধ করার মত আর্থিক সক্ষমতা না থাকলে সঞ্চয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ঋণস্থিতি মওকুফ করা হয়।

ঋণগ্রহীতার জরায়ু অপারেশন, সিজারিয়ান অপারেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিকিৎসা বাবদ এককালীন ৫,০০০ টাকা, সদস্য বা সদস্যের স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মারত্মক কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে ৩,০০০ টাকা, কোভিড-১৯এর পরীক্ষা বাবদ খরচ এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিলে ১০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

কোন সদস্য একাধারে ৮ দফা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি প্রদান করলে প্রণোদনা/অবসরকালীন ভাতা হিসাবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেওয়া হলো।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে মৃত্যুজনিত ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩)

ক্র.	. সহযোগিতার কারণসমূহ দাফন-কাফন		***	ণ সমন্বয়	সর্বমোট		
নং		জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
2	সদস্যের মৃত্যু	<i></i> ৫৭৩	২৮,৬৫,০০০	('b'b'	৩,১৮,০১,৬৯০	১,১৬১	৩,৪৬,৬৬,৬৯০
২	সদস্যের স্বামীর মৃত্যু	১,৩৬০	৬৮,০০,০০০	১,৪০৬	৭,৪৫,০৩,২০৯	২,৭৬৬	৮,১৩,০৩,২০৯
•	আইনানুগ অভিভাবকের মৃত্যু	৯	86,000	> 2	৭,৩৫,৮২৪	২১	٩,৮٥,৮২৪
	সর্বমোট	১,৯৪২	৯৭,১০,০০০	২,০০৬	১০ ,৭০ ,৪০ ,৭২৩	৩,৯৪৮	১১ ,৬৭ ,৫০ ,৭২৩

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩)

ক্র.নং	অনুদান প্রদানের বিষয়	সহযোগিতা	র কারণসমূহ	জন	সর্বমোট (টাকা)
۵		দুরারোগ্য ব্যাধি		70	৩,৭১,৬৯২
২		জরায়ু অপারেশন		89	२,১৫,०००
•		সিজারিয়ান অপারেশন		৫৩৬	২৬,৮০,০০০
8	চিকিৎসা ব্যয়	শারীরিক অক্ষমতা		29	৫,৭২,১৯৫
(r)		দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাসপ	াতালে চিকিৎসা	೨	৮৩,৭২৩
৬		দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ (প্যার	ালাইসিস)	৯	२,२०,०১১
٩		মানসিক বিকারগ্রস্ত		٥	3,30,036
			মোট	৬২৩	৪২,৫২,৬৩৯
ъ	আগুনে পোড়া	ঘরবাড়ি		৯	৫,৮৩,৭৮৯
			মোট	৯	৫,৮৩,৭৮৯
৯	কোভিড-১৯	কোভিড চিকিৎসা		-	-
			মোট	-	-
> 0	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	বন্যা, খরা, পশুমৃত্যু		৬	২,৬৯,৪২৩
			মোট	৬	২,৬৯,৪২৩
			সর্বমোট	৬৩৮	63,00,69

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আকারের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন এবং বহুমূখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প (এসএমএপি)

কৃষিতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। যারই ধারাবাহিকতায় জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সিদীপ এসএমএপি (SMAP = Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project) প্রকল্পটি ২০১৫ সাল থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রাণীসম্পদের উন্নয়নের জন্য সিদীপ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান করে থাকে। কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানের জন্য সিদীপ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে, যেমন- উপজেলা কৃষি বা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন প্রদান, উঠান









বৈঠক, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, স্টাফ ট্রেইনিং, সদস্যদের প্রকল্পের জীবনচক্র অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদান, হোয়াটস্অ্যাপ বা ইমো গ্রুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান, সমিতি বা মাঠে সরাসরি উপস্থিত থেকে কৃষকদের সেবা প্রদান, উপজেলা কৃষি বা প্রাণীসম্পদ অফিসে কৃষকদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, প্রদর্শনী প্লট তৈরি, বহুমূখীকরণের মাধ্যমে ফসল উপাদন, মাঠ দিবস ইত্যাদি কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. এসএমএপি প্রকল্পের ঋণসেবা কার্যক্রম

ক্র.নং	এসএমএপি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য	পরিমাণ
2	এসএমএপি কার্যক্রম চলমান রয়েছে	১৪৫ ব্রাঞ্চে
২	কারিগরি সহায়তা সেবায় যুক্ত টেকনিক্যাল পার্সনের সংখ্যা	১০ জন
•	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	৪১.৭০ কোটি টাকা
8	এ যাবত ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	২,৫১.০৯ কোটি টাকা
¢	এ অর্থবছরে ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪১.৭০ কোটি টাকা
৬	এ যাবত ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	২০৯.৩৯ কোটি টাকা
٩	অবশিষ্ট ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪১.৭০ কোটি টাকা

খ. কারিগরি সহায়তা সেবা কার্যক্রম

ক্র.নং	এসএমএপি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য	পরিমাণ		
2	টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন (জন)			\$0,00 @
ર	স্টাফ ট্রেইনিং (সংখ্যা)			৬৪৭
•	উঠান বৈঠক (সংখ্যা)	৬২৬		
8	হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোগ্রুপে যুক্ত করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	४१२		
¢	টিএসএস প্রদান করা হয়েছে (জন)	এসএমএপি	নন-এসএমএপি	নতুন
		৩৮৯৬	₽ 5 28	৬৭০
৬	প্রদর্শনী প্লট (সংখ্যা)	80		
٩	উপজেলা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ অফিসে যোগাযোগ (সংখ্যা)	980		
ъ	মার্কেট লিংকেজে সহায়তা করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	\$86		
৯	প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (জন)			২৯৬৪
٥٥	বহুমুখীকরণের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লট (সংখ্যা)	২৬		
77	পাবলিক রিলেশন কার্যক্রম (সংখ্যা)			১০২
25	সফল কৃষকের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা (জন)			\$\$90
20	কৃষকের সাথে মতবিনিময় (জন)			১৯৫০
\$8	আবহাওয়াজনিত বিভিন্ন তথ্য কৃষকদেরকে প্রদান (জন)			১ ৩৪২
\$&	মাঠ দিবস (সংখ্যা)			১৩

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)



 বর্তমানে সিদীপের ২০১টি শাখার মধ্যে ১৩৮টি শাখায় এ কর্মসুচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের জুন মাসে এসব শাখায় ২ <mark>,৭১১টি</mark> শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল



১৩৯ জন

২,৭১১ জন

৫৭,৫৮১ জন ৩০,৯২৩ জন

শিক্ষা সুপারভাইজার

শিক্ষিকা

মোট শিক্ষার্থী

বালিকা

২৬,৬৫৮ জন

৫১৮ জন

১০,৬৬৬ জন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী

সিদীপ পরিবারের সন্তান

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) বাংলাদেশের শিশুশিক্ষায় এক অভিনব সংযোজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মা-বাবা যদি নিরক্ষর হন তা হলে ক্লাসের পড়া তৈরিতে সে ঘর থেকে কোনো সহায়তা পায় না এবং ফলে পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এই ছেলেমেয়েকে সহায়তা দেয়ার জন্য

২০০৫ সালে সলিমগঞ্জ শাখায় প্রথম এ কর্মসূচি যাত্রা শুরু করে। পাঁচজন কলেজপড়্য়া ছাত্রীকে দিয়ে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। পরে পাশের ভোলাচং শাখায়ও পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। কলেজপড়য়া ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষিত গৃহবধূরাও শিক্ষিকা হিসেবে এ কর্মসূচিতে যোগ দেন। শিক্ষিকাগণ মূলত তাদের বাড়ির উঠানেই



শিক্ষাকেন্দ্র

শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে থাকেন। সেই বছরই মাওনা শাখায় আরো ১২টি এবং চারগাছ শাখায় আরো ২০টি– মোট ৪২টি শিক্ষাকেন্দ্র গঠিত হয়। এরপর কয়েক বছরেই সিদীপের তখনকার সব শাখায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়। এক সময় এই কর্মসূচিটি নজর কাড়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ)। তারা ২০১১ সালে তাদের ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে একই কর্মসূচি শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে ৬ হাজারের বেশি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। একই বছর বেসরকারি সংস্থা 'আশা' সিদীপের এই শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ৯০০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে। 'আশা' বর্তমানে সারাদেশে ৮ হাজারের বেশি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। এতদিনে পিকেএসএফের প্রায় আডাই'শ সহযোগী সংস্থা সারা দেশে এই কাজটি করছে।



প্রকৃতি পাঠ

শুরুতে এ কর্মসূচিতে প্রাইমারি স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে কেবল ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়া হতো। পরবর্তীতে শিশুদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে আরো কিছু অধ্যায় যোগ করা হয়; যার ভেতর রয়েছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা ও পরিষ্কার-পরিচছনুতা; সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রবীণ সংবর্ধনা এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন; প্রকৃতি পাঠ এবং মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন। শিসকের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠদান করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও শিসকের শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরেও শিক্ষিকা ও শিক্ষাসুপারভাইজারগণ এই সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় করেছেন এবং তাদের অনেকেই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সিদীপ শিক্ষিকা সমিতিতে শিক্ষিকাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯৭ লাখ ৯১ হাজার ৬১৭ টাকা। এখানে শিসকের একজন শিক্ষিকা-উদ্যোক্তার কাহিনি তুলে ধরা হলো:



শিক্ষিকা নাছরিন আক্তার সীমার আর্থিক স্বয়ম্ভরতার কথা

কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলায় সিদীপের বারেরা শাখার কর্ম-এলাকায় বালিবাড়ী গ্রামের শিসক শিক্ষিকা নাছরিন আন্তার সীমা। ২০১২ সাল থেকে তিনি তার বাড়ির উঠানে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছেন। এক ছেলে ও এক মেয়ের মা সীমার স্বামী মো. রুহুল আমীন ছোট এক কোম্পানির বিপণন বিভাগে খুবই কম বেতনে চাকরি করেন। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। সীমা সব সময়েই ভাবতেন কী করে বাড়তি কিছু আয় করে পরিবারে আরো একটু সচ্ছলতা আনা যায়। সেই চিন্তা থেকেই তিনি উঠানস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। যে বছর শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন সেই বছরই তিনি তার গ্রামের মহিলা সমিতির সদস্য হয়ে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে পারিবারিক কাজে বিনিয়োগ করেছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধ করে সঞ্চয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর কয়েক বছর পর তিনি সেলাইয়ের কাজ শেখেন। কিন্তু পারিবারিক অনটনের কারণে সেলাইয়ের কাজ শিখেও কাপড় কিনে পোশাক তৈরি করে আয় করতে পারছিলেন না। এর মধ্যে তার শাখায় সিদীপ শিক্ষিকা

সমিতি গঠিত হলে এক সময় তিনি আগের সমিতি থেকে সঞ্চয় তুলে শিক্ষিকা সমিতিতে যোগ দিয়ে সঞ্চয় করতে থাকেন। এরপর একদিন বারেরা শাখার শিক্ষা সপারভাইজার তার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে তার সেলাই দেখে তাকে শিক্ষিকা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে পোশাক তৈরি করে বিক্রি করার পরামর্শ দেন। এরপর সীমা ২০২২ সালের আগস্টে শিক্ষিকা সমিতি থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাপড কিনে তার ব্যবসায় খাটান। তিনি থান কাপড় কিনে খুচরা দামে কাপড় বিক্রি করতে থাকেন, একই সঙ্গে সেই কাপড দিয়ে পোশাক তৈরি করেও বিক্রি করতে থাকেন। অনেকে তার কাছ থেকে কাপড় কিনে তাকে দিয়েই পোশাক সেলাই করান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বেশ ভালো লাভের মুখ দেখতে থাকেন। তিনি এখন তার এই ব্যবসাটা আরো বড করতে চান। সেলাই শেখার সময় তিনি বুটিকের কাজও শিখেছিলেন। ইচ্ছে আছে বটিকের কাজও করবেন। পোশাক তৈরির আরো একটি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। পোশাকনির্ভর এই ব্যবসাটা আরো বড় করতে চান তিনি। এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি তার পরিবারের অভাব দূর করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন।

জেলেপাড়ায় উঠানস্কুলের শিক্ষিকা রিংকু দাস

<mark>রিংকু দাস। বাবা বজ্রহরি দাস,</mark> মা স্বর্গীয় <mark>ননীবালা দাস।</mark> ৫ ভাই ২ বোনের <mark>মধ্যে রিংকু সবার ছোট। সীতাকুণ্ডের গুলিয়াখালী জেলেপাড়ার শিসক</mark> <mark>শিক্ষিকা। নিজেও এই জেলে</mark> পরিবারের সন্তা<mark>ন। অন্য কোনো ভাই-বোন</mark> <mark>লেখাপড়া করেনি। ছোটবেলা থেকেই মনের ভেতরে</mark> লালন করে আসছেন <mark>উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে</mark> ঘিরে রেখেছিল <mark>আর্থ-সামাজিক বাধার দেয়াল। জেলেপাড়া</mark>র ছেলেরা খুব অল্প বয়সেই <mark>বাপ-দাদার পেশায় জড়িয়ে যা</mark>য়। তবে মেয়েরা কিছুকাল পড়াশোনা <mark>চালিয়ে যেতে পারে– যদি</mark> নিজের ইচ্ছে এবং পরিবারের সম্মতি থাকে। কিন্তু তাদের পড়াশোনার চৌহদ্দি বড়জোর নবম/দশম শ্রেণি। লেখাপড়ার <mark>আকাজ্ফা যতোই থাকুক, নবম শ্রেণির চৌকাঠ পেরিয়ে দশম শ্রেণিতে</mark> <mark>উঠতেই তাদের বাধ্য হয়ে বসতে হয় বিয়ের পিঁডিতে।</mark>

রিংকু দাস স্পর্ধার সঙ্গে গুলিয়াখালী জেলেপাড়ার অচলায়তন ভেঙেছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানো জেলে পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনাকে বিলাসিতা মনে করা হলেও রিংকুর শিক্ষাকাজ্জা দমিয়ে রাখা যায়নি। অদম্য ইচ্ছেশক্তির জোরে জেলেপাড়ার সবাইকে চমকে দিয়ে এসএসসি পাস করেছিলেন এবং এসএসসি পাস করার পর ভর্তি হয়েছিলেন কলেজে। কিন্তু একাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর মায়ের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। অন্ধকার নেমে এসেছিল পরিবারে। জগতের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার মা। পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তবে কলজে খামচে ধরা সেই শোক এক সময় তিনি কাটিয়ে উঠতে





পেরেছিলেন। লক্ষ্য অর্জনে অন্ড রিংকু পড়াশোনায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর পরেই পরিবার থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বিয়ে করার জন্য। বলে দেয়া হয়েছিল– তারা আর তার পড়ার খরচ চালাতে পারবেন না। এবার সত্যিই দিশা হারিয়ে ফেলেছিলেন রিংক।

ঠিক এমনই এক অসহায় অবস্থায় সিদীপের সীতাকুণ্ড শাখার শিক্ষাসুপারভাইজারের কাছ থেকে প্রস্তাব পান শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির (শিসক) একজন শিক্ষিকা হিসেবে জেলেপাড়ায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! পানিতে পড়ে খড়কুটো আঁকডে ধরার মতো প্রস্তাবটি লুফে নিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালের মার্চ মাসে শিসকের একজন শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়ে তাদের গুলিয়াখালী জেলেপাড়ায় চালু করেছেন একটি শিক্ষাকেন্দ্র। অল্পদিনেই তার শিক্ষাকেন্দ্র জেলেপাড়ার শিশুদের কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে। জেলেপাড়ার অভিভাবকদের মাসে ৫০০/৬০০ টাকা খরচ করে সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর সঙ্গতি নেই। সে ক্ষেত্রে রিংকু তার শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ থেকে ৫০ টাকার বিনিময়ে পড়ান বলে তারা তাদের সম্ভানদের তার শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাতে থাকেন। শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠার পর বেশ কিছু টিউশনিও জুটে যায়।

শিক্ষিকা হিসেবে সিদীপ থেকে পাওয়া মাসিক সম্মানি, শিক্ষার্থীদের ফি এবং টিউশনি থেকে আয়ে এখন তিনি ভালোভাবেই তার পড়ার খরচ চালাতে পারছেন। এইচএসসি পাস করে স্লাতকে পড়ছেন। জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদেরও তিনি উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। এর বাইরে সিদীপ শিক্ষিকা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে তিনি সঞ্চয় করে চলেছেন। মনের নিভূত আকাজ্ফা– সঞ্চয়ের এই টাকা তিনি বিয়ের গয়না কেনার জন্য খরচ করবেন।

নিজের অবস্থা তুলে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে রিংকু বলেন– 'সিদীপের মাধ্যমে মাত্র কলেজে পড়েই আমি গ্রামে শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি, যা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি আমার গ্রামের নিরক্ষর মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চাই। গ্রামের উন্নয়নে মেয়েদের এগিয়ে আনতে চাই। আশা করি, সিদীপ ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ করবে।'

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি



🏮 ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় শিশুসহ মোট 💐 🔱 , ৮৭৯ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন



२०५,४०७ जन

২০,০৭৬ জন

8,৮০৬ জন

মহিলা

পুরুষ

শিশু

১১৬ দিন

৮,৯১১ জন

৬,৫০৩ জন

১,৫৪৬ জন

১,988 জন

মোবাইল স্বাস্থ্যক্যাম্প

রোগী রেজিস্ট্রেশন

চোখের রোগী

চশমা প্রদান

ডায়াবেটিস পরীক্ষা

সিদীপ ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতাভুক্ত কিছু কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ১৯টি জেলায় ১১৯টি শাখায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে ২ জন অপ্টোমেট্রিস্টসহ ১২৩ জন উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং ১৮৭ জন হেলথ ভলান্টিয়ার (Health Volunteer) কর্মরত রয়েছেন। স্বাস্থ্য সচেতনতাবৃদ্ধিসহ আগাম রোগনির্ণয়, রোগপ্রতিরোধ ও রোগনিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্যু বিমোচনে অবদান রাখা সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সংস্থার বিভিন্ন সমিতি ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে



১৩8,৮৭৫ জন

৮৩,০৪২ জন

২,৪৫৯ জন

ফিল্ড মোবাইল ক্লিনিক

ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিক

স্যাটেলাইট ক্লিনিক

১৯৫,৫২৯ জन २৫,२२० জন

৬,১৩০ জন

সিদীপের সদস্য

সিদীপ পরিবারের সদস্য সিদীপের সদস্য নন

স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, আগত রোগীদের প্রাথমিক হেলথ স্ক্রিনিং (ওজনমাপা, ব্লাড প্রেসার মনিটরিং, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভধারণ সনাক্তকরণ, রে-থেরাপি, নেবুলাইজেশন, ড্রেসিং, টেলিমেডিসিন সেবা), বিএমডিসির নীতিমালা অনুসরণ করে নির্ধারিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান, প্রাথমিক চক্ষুসেবার অংশ হিসাবে ভিশন কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল অ্যাকুইটি পরিমাপ করা ইত্যাদি সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মূল উপকরণ। প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য টিম গঠন করে মোবাইল স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে চক্ষুপরীক্ষা ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক সাধারণ রোগসমূহের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত হেলথ ভলান্টিয়ারগণ নিজ কর্ম-এলাকায় বাড়ি ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ লোককে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তাদের ওজন মাপেন, রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করেন, ডায়াবেটিস ও প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা, রোগীর ধরন বুঝে পরামর্শ

দেন ও চিকিৎসার জন্য রোগীকে উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের নিকট পাঠান। উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ মাঠপর্যায়ে হেলথ ভলান্টিয়ারদের কর্মকাণ্ড সুপারভিশন ও মনিটরিং করে থাকেন এবং রিপোর্ট প্রদান করে থাকেন।

চলতি অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ৯১১ জন রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়, ৬০ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয় ও ১৩১ জনের ডায়াবেটিস ক্রিনিং করা হয়। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২২ উপলক্ষে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সিদীপের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ডায়াবেটিস ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ১,৭৩৮ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়; তাদের মধ্য থেকে ১,০৫৩ জনকে সুস্থ (ডায়াবেটিসমুক্ত), ৩৬৯ জনের প্রি-ডায়াবেটিস এবং ৩১৬ জনের ডায়াবেটিস শনাক্ত করা হয়। ২০২৩এর ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি শ্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন লালপুর (গোপালপুর) উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামীমা সুলতানা

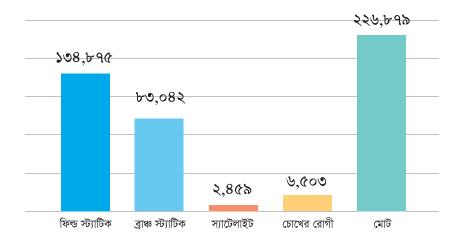
উপলক্ষে উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ তাদের সংশ্লিষ্ট শাখাসমুহে উঠানস্কুলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়া ও স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সংস্থার ৩৪টি ব্রাঞ্চে OTC Drug বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে আরো কিছু OTC Drug অন্তর্ভুক্ত করে সেবার মান বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৫টি OTC Drug বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো। এর আওতায় মোট ৫,৭৫,৭১৫ টাকার ওমুধ বিক্রয় করা হয়।

জেন্ডারভিত্তিক সেবাপ্রাপ্ত রোগীর বিন্যাস

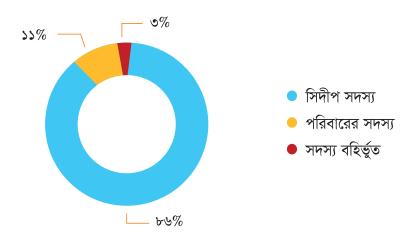


মোট ২২৬,৮৭৯

ক্লিনিকভিত্তিক সেবাপ্রাপ্ত রোগীর বিন্যাস



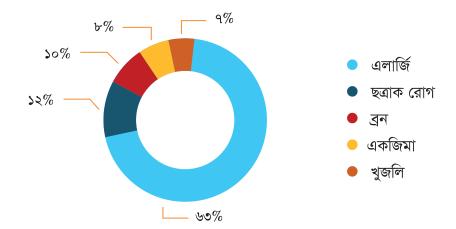
সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে রোগীর বিন্যাস



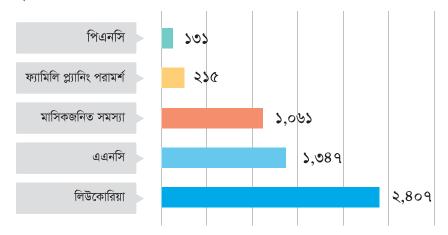
সেবাপ্রাপ্ত অসংক্রামক রোগীর বিন্যাস



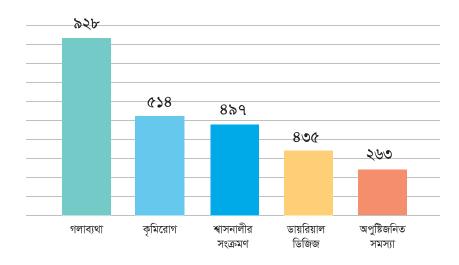
সেবাপ্রাপ্ত চর্ম রোগীর বিন্যাস



সেবাপ্রাপ্ত মাতৃ রোগীর বিন্যাস



সেবাপ্রাপ্ত শিশু রোগীর বিন্যাস



২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যক্যাম্পের অর্জন						
অর্থবছর ২০২২-২৩	রেজিস্ট্রেশনকৃত রোগীর (সংখ্যা)	চশমা বিক্রি (সংখ্যা)	ডায়াবেটিস পরীক্ষা (সংখ্যা)			
আগস্ট '২২	১৩২৭	১৫৫	₹28			
সেপ্টেম্বর '২২	988	১৬০	208			
অক্টোবর '২২	ppo	788	262			
নভেম্বর '২২	४०१	১৬৫	২৪৬			
ডিসেম্বর '২২	996	226	\$28			
জানুয়ারি' ২৩	৯৮৩	727	২২৩			
ফেব্রুয়ারি' ২৩	2007	২ ২8	২২৬			
মার্চ' ২৩	৫০১	কচ	\$ 09			
মে' ২৩	>> 4A	200	3 48			
জুন' ২৩	৬২১	3 08	৮৫			
মোট সেবা	४,७३३	১,৫৪৬	3,988			

সমৃদ্ধি কর্মসূচি



'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ' চেতনাকে সামনে রেখে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উনুয়ন ও দারিদ্যু দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় "দারিদ্য দ্রীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" শীর্ষক কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকার দুটি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত २८७ । ইউনিয়ন দুটি হলো: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকা মূলগ্রাম ইউনিয়ন এবং একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সংস্থার রতনপুর ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকা রতনপুর ইউনিয়ন। এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস যার মাধ্যমে উল্লিখিত দুটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভীতি দূর করার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার সামগ্রিক भारनान्नुयन कतात लक्ष्य निरय नित्रक्षत ও দतिप পরিবারের শিশুসন্তান যারা শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ৩০টি করে শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১.৪৭৯ জন (ছাত্র ৭২২ জন ও ছাত্রী ৭৫৭ জন) শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে।

শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌতিক পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, সূজনশীল কাজের মাধ্যমে শ্রেণির পাঠকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করা. শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং ব্যবহারিক কৌশল বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৭-১৮ মে ২০২৩এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৮-২৯ মে ২০২৩এ শিক্ষিকাদের ২ দিনব্যাপী 'বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট



উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) মাস্টার ট্রেইনারগণ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাডা প্রতি মাসে শিক্ষিকাদের রিফেশার আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মূলগাম ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে মোট ৯,০২৫টি পরিবার এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে মোট ৬,৮১১টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন স্বাস্থ্যপরিদর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রত্যেকে প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন



স্বাস্থ্যসহকারীর সহায়তায় নিয়মিত উঠান বৈঠক করা হয়। এ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, মা ও শিশুর যত্ন, টিকা গ্রহণ, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক গ্রহণ ও বহুবিবাহের কুফল, গর্ভবতী পরিচর্যা, শিশুর যত্ন, শিশু শিক্ষা এবং কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার উপায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প পরিচালনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে মূলগ্রাম ইউনিয়নে গত ১৫ ও ২৪ আগস্ট ২০২২ এবং রতনপুর ইউনিয়নে গত ১৫ ও ২৫ আগস্ট ২০২২এ বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১০০ জনকে এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৫০ জনকে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৩ ও ১৪ জুন ২০২৩এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১২ ও ১৩ জুন ২০২৩এ ২ দিনব্যাপী 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়।

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের চিত্র নিম্নের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো।



ক্ৰ. নং	বিবরণ	মূলগ্রাম ইউনিয়ন	রতনপুর ইউনিয়ন	মোট
2	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (সংখ্যা)	৯৬	৯৬	১৯২
ર	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	২,৫২৩	२,8১०	৪,৯৩৩
6	স্ট্যাটিক ক্লিনিক (সংখ্যা)	888	৩৮৬	৮৩০
8	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	৩,৭০২	৩,৫৯৭	৭,২৯৯
¢	ডায়াবেটিক কার্যক্রম (জন)	৩,88১	৩,২০০	৬,৬৪১
હ	কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ (জন)	৬,০৫৬	৮,৭০০	১৪,৭৫৬
٩	পুষ্টিকণা বিতরণ (জন)	\$28	২০৪	৩২৮
ъ	আয়রন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ (জন)	১,৯৪২	১,০৫৬	২,৯৯৮
৯	ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ (জন)	২,০৫০	৯২৫	২,৯৭৫

স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন

'সেবা নিন সুস্থ থাকুন' এই লক্ষ্যে সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২২.০৯.২০২২, ২৫.১১.২০২২, ২০.০২.২০২৩ ও ২০.০৬.২০২৩ তারিখে এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৭.০৯.২০২২, ১৫.১২.২০২২, ১৪.০২.২০২৩ ও ১১.০৬.২০২৩ তারিখে দিনব্যাপী সাধারণ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৫৮৫ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৭০৭ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সমন্বয়ে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম'-এর আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৮ মে ২০২৩এ ও রতনপুর ইউনিয়নে ১১ মে ২০২৩এ বিশেষ চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। চক্ষক্যাম্পে অত্যাধনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা, সঠিক চশমা বাছাইকরণ এবং ন্যায্যমূল্যে চশমা ও আইড্রপ প্রদান করা হয়। এছাড়া ছানি অপারেশনযোগ্য রোগীদের বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত ছানিপড়া রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৩০ জন রোগী ও রতনপুর ইউনিয়নে ২৩৯ জন চোখের রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৫ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ২৫ জন ছানিপড়া রোগীর অপারেশন করা হয়।



ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণখাতের আওতায় ১,০৩৩ জনকে (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৩৭৯ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ৬৫৪ জন) মোট ৭.৬৭.৬৮.০০০ টাকা (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৩,১৬,৪২,০০০ টাকা ও রতনপুর ইউনিয়নে ৪,৫১,২৬,০০০ টাকা) ঋণ বিতরণ করা হয়। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণের বর্তমান ঋণস্থিতি ৪,৪৫,৭৭,২৮১ টাকা (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১.৮৩.৫৫.২৪২ টাকা ও রতনপুর ইউনিয়নে ২.৬২.২২.০৩৯ টাকা)।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমভুক্ত সদস্যদের গৃহীত ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হলো: উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ, জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নিজ নিজ ইউনিয়নের উপসহকারি কষি অফিসারবন্দ। চলতি অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ঋণগ্রহণকারী নির্বাচিত মোট ১০০ জনকে এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ১০০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো 'উন্নয়নে যুব সমাজ'। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো যুবদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা। নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে ইউনিয়নের যুবদের 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ৪টি ব্যাচে মোট ১০০ জন করে যুব উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২ দিনব্যাপী ভিডিওভিত্তিক এ প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য পিকেএসএফ থেকে প্রশিক্ষণসূচি এবং অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ-ভিডিও সরবরাহ করেছেন। সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন এবং প্রত্যেককে সনদপত্র প্রদান করা হয়।





এছাড়া প্রতি মাসে ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ এবং দুস্থদের সহায়তা প্রদানে উদ্বন্ধ করা হয়।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসহ সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। এ সকল দিবসে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্য, যুব ও প্রবীণ সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, সংস্থার কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের স্বতঃস্কৃত্ত অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। চলতি অর্থবছরে উদ্যাপিত দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ০১ অক্টোবর ২০২২, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
- ১৮ অক্টোবর ২০২২, শেখ রাসেল দিবস
- ০১ নভেম্বর ২০২২, জাতীয় যুব দিবস
- ০২ জানুয়ারি ২০২৩, জাতীয় সমাজ সেবা দিবস
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ১৪ মে ২০২৩, মা দিবস
- ১৭ মার্চ ২০২৩, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
- ০৫ জুন ২০২৩, বিশ্ব পরিবেশ দিবস





ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন

ইউনিয়নের শিক্ষাকেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৯ মার্চ ২০২৩এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২১ মার্চ ২০২৩এ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আওতায় মোরগ লড়াই, অংক দৌড়, দড়ি লাফ, দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় ইত্যাদি খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



পাশাপাশি ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে 'আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করা হয়। মাসব্যাপী আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৬ মে ২০২৩এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২০ জুন ২০২৩এ। আনন্দঘন পরিবেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণ আয়োজনের মাধ্যমে মাসব্যাপী 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' সম্পন্ন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান, মেম্বারবৃন্দ, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যবন্দ, স্কুল-কলেজের শিক্ষকমণ্ডলি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

হতদরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করে দেয়া হয়েছে, যা মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে দুটি ইউনিয়নে স্থাপনকৃত ৫০টি করে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

ভিক্ষুকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১২ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৪ জনকে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দুটি ইউনিয়নেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রবীণ কর্মসচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর রয়েছে, যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে পত্রিকা পডেন, টিভি দেখেন, দাবা-ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলেন। এছাড়াও এখানে গল্প করাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।





প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সংকার বাবদ মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১০ জনকে ২০,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৫ জনকে ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা এবং হুইল চেয়ার বিতরণ

২২ জুন ২০২৩এ মূলগ্রাম ইউনিয়নে এবং ২৫ জুন ২০২৩এ রতনপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৫ জন করে মোট ১০ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ১০ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্বরূপ সকলকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি ইউনিয়নে ৪ জন করে মোট ৮ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।



প্রবীণদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২২ জুন ২০২৩এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৫ জুন ২০২৩এ প্রবীণদের অংশগ্রহণে 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণদের নিয়ে ফুটবল ম্যাচসহ বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



গবেষণা ও প্রকাশনা



গবেষণা

পরিবেশ রক্ষা, বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা উদ্যোগ হিসেবে তাল ও শজনে চাষ



পরিবেশ দৃষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধের এবং সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা হিসেবে গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকার নিকটবর্তী সিদীপের ১৭টি ব্রাঞ্চের শিক্ষাসুপারভাইজারদের সঙ্গে একটি মতবিনিময়মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের এ কার্যক্রম শুরু হয় গত বছরের জুলাই মাস থেকে। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তারা নিজ নিজ এলাকায় ৩ হাজারের বেশি অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে তাল ও শজনে চাষে উৎসাহিত করেছেন। দেখা যায়, ঐসব এলাকায় ৩ হাজারের বেশি নতুন শজনে গাছ ও প্রায় ২০০ তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। কিছু কিছু গাছ নষ্ট হওয়ার পরও প্রায় ৩ হাজার নতুন শজনে ও তাল গাছ মানুষকে পুষ্টি প্রদানে ও তাদের আয় বর্ধনে যে সহায়তা করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বৃহত্তর ফল হিসেবে পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে এ কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এসব ব্রাঞ্চ হলো: সোনারগাঁ এরিয়ার সোনারগাঁ, মদনপুর, গাউসিয়া, আড়াইহাজার, গোপালদি শাখা; নবীগঞ্জ এরিয়ার সিদ্ধিরগঞ্জ, নবীগঞ্জ, ভবেরচর, মদনগঞ্জ শাখা; মুঙ্গিগঞ্জ এরিয়ার মুঙ্গিগঞ্জ সদর, আন্দুল্লাহপুর, টঙ্গিবাড়ি শাখা; এবং আশুলিয়া এরিয়ার আশুলিয়া, নয়ারহাট, কাশিমপুর, বোর্ডবাজার ও পুবাইল শাখা।

জুম মিটিংয়ে শিক্ষাসুপারভাইজারদের সঙ্গে আলোচনা করে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জানা যায়। এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর ও বিস্তৃত আকারে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ কাজের পরিধারণ করা হচ্ছে ও পরিশেষে মূল্যায়ন করা হবে। উদ্দেশ্য, মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে স্ব-উদ্যোগে এসব গাছ রোপণ করবে।

বিদেশি সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ শক্তিতে সিদীপের সফল বেড়ে ওঠা



চাঁদপুরে তাড়াপাল্লা গ্রামে সিদীপ সদস্যের বাড়িতে অধ্যাপক মেসবাহ কামাল

বিদেশি সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ শক্তিতে উন্নয়নসংস্থা সিদীপের সফল বেড়ে ওঠা নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর্রডিসি (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ) Institutional Development Centre of Development Innovation and Practices (CDIP): An Investigative Research শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করছে। ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহ কামালের নেতৃত্বে এ গবেষণা কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে ২০২৩এর ফেব্রুয়ারি থেকে। গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের কাজটি নিশ্চিত করার জন্য এমআরএ কর্তক মনোনীত একজন সদস্যসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠিত কমিটি রয়েছে ও তা নিয়মিত কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক নিউজলেটারে গবেষণা-প্রবন্ধ ও সমাজকর্ম সমোলনে পাবলিকেশন পার্টনার

সিদীপের শিক্ষাকার্যক্রমের আলোকে early childhood development বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা নিয়ে সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভূঁইয়া এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের লেখা Matching Child Development Facing the Volatile Shocking Future শীৰ্ষক প্রবন্ধ CSWPD কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের Community Talks নিউজলেটারে প্রকাশিত হয়েছে।

১১-১৩ মে KIB-তে সিএসডব্লিউপিডি আয়োজিত সমাজকর্ম বিষয়ক ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (WSWD 2023) অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'শিক্ষালোক' অংশগ্রহণ করেছে Publication Partner হিসেবে।



জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' ও রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে আলোচনা

২৩ ডিসেম্বর ২০২২, সিদীপ সেমিনার কক্ষে 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' ও 'শिक्षालाक'त वाराजित विकानी जगमी महस्त वसूत जन्मिन उ অব্যক্ত বইয়ের শততমবার্ষিকী এবং নারীজাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মবার্ষিকী ও 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। জগদীশচন্দ্র নিয়ে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান এবং রোকেয়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম। আলোচনা করেন লেখক শাহজাহান ভুঁইয়া, আশরাফ আহমেদ, খান মো, রবিউল আলম, মাসুদা ফারুক বানু রত্না, সালেহা বেগম, শিশির মল্লিক ও শাহেরীন আরাফাত। জগদীশচন্দ্র ও রোকেয়ার লেখা থেকে পাঠ করেন মো. মাহবুব উল আলম ও মিঠুন দেব। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন আলমগীর খান ও নাজনীন সাথী। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য তরুণ বিজ্ঞানী আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জনের অকাল মৃত্যুত দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।



শিক্ষালোক-এর পঞ্চম লেখক-শিল্পী সম্মিলন

সিদীপের সেমিনার ও সভাকক্ষে ১৮ মার্চ ২০২৩এ শিক্ষালোক-এর পঞ্চম লেখক-শিল্পী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেছেন. বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদের দেশ দিয়েছে। কিন্তু এখনও ঔপনিবেশিক ভাষা বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে আরেকটি ভাষা আন্দোলন করতে হবে। তারা আরও বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও আমরা একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে খুবই কম বরাদ্দ দেয়া হয়। এটা খুবই হতাশাজনক। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

সভায় আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কুদরতে খোদা, সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, সাম্প্রতিক দেশকাল সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন

পলাশ, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, কবি সৈকত হাবিব, লেখক আরশাদ সিদ্দিকী, গবেষক সালেহা বেগম প্রমুখ। সভার প্রথম পর্বে ভাষা, দ্বিতীয় পর্বে মুক্তপাঠাগার এবং তৃতীয় পর্বে নৈতিকতার ওপর আলোচনা করা হয়।



'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' স্থাপন

গত অর্থবছরে নাটোরের লালপুরে সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও রাজশাহীতে বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের পর এ পর্যন্ত ১১টি জেলায় আরও ২৩টি স্কুলে মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। মুক্তপাঠাগার স্থাপনে ইচ্ছুক শিক্ষাসুপারভাইজারসহ মোট ৪৪ জন শিক্ষাসুপারভাইজারকে নিয়ে ২০২২এর ৩ ও ৬ নভেম্বর মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। চলতি অর্থবছরে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে এণ্ডলো হলো:

ক্র. নং	বিদ্যালয়ের নাম	শাখার নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
۵	ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	পুঠিয়া	পুঠিয়া	রাজশাহী
২	দেবোত্তর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	দেবোত্তর	আটঘরিয়া	পাবনা
•	বোয়াইলমারি উচ্চ বিদ্যালয়	বালুচর	ভাঙ্গুড়া	পাবনা
8	সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এন্ড কলেজ	বনপাড়া	বনপাড়া	নাটোর
œ	এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়	চারগাছ	কসবা	ব্রাক্ষণবাড়িয়া
৬	ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	ভাঙ্গুরা	ভাঙ্গুরা	পাবনা
٩	রাজাপুর ডিগ্রী কলেজ	রাজাপুর	বড়াইগ্রাম	নাটোর
ъ	রাবেয়া মান্নান ভূইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	নয়নপুর	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯	দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	সিংড়া	সিংড়া	নাটোর
20	হাজীগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	হাজীগঞ্জ	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
22	কুটি অটলবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়	কুটি	কসবা	ব্রাক্ষণবাড়িয়া
75	বৈদ্যের বাজার নেকবর আলী মুঙ্গী (এনএএম) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সোনারগাঁ	সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ
20	সফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সিদ্ধিরগঞ্জ	সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
\$8	রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস স্কুল	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ
36	ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	রায়পুর/গৌরীপুর	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
১৬	চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়	বারইয়ারহাট	মিরসরাই	চউগ্রাম
۵۹	হায়দারাবাদ হাজী ইয়াকুব আলী উচ্চ বিদ্যালয়	হায়দারাবাদ	মুরাদনগর	কুমিল্লা
\$ b	গৌরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া	পাবনা
১৯	কাশীনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাশীনাথপুর	সাঁথিয়া	পাবনা
২০	দোসাইদ এ কে উচ্চ বিদ্যালয়	আশুলিয়	সাভার	ঢাকা
২১	দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২২	কাশিমপুর হাই স্কুল এভ কলেজ	কাশিমপুর	কাশিমপুর গাজীপুর	
২৩	হাজী আব্দুল মালেক উচ্চ বিদ্যালয়	নবীগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ

মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান

যেসব স্কুলে মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪টি স্কুল/কলেজে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো: হাজীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল, রাবেয়া মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়, এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এণ্ড কলেজ, সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর ডিগ্রী কলেজ, ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়াইলমারী উচ্চ বিদ্যালয়, বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, দেবোত্তর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, রোকন উদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং বৈদ্যেরবাজার নেকবর আলী মুন্সী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।







টাঙ্গাইলে পাঠাগার সম্মেলনে মুক্তপাঠাগারের অংশগ্রহণ



২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২২, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুরের নিভৃত গ্রাম অর্জুনায় হাজী ইসমাইল খাঁ বেসরকারি কারিগরি কলেজে সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সমাজের আলোকিত মানুষদের এক মহামিলনমেলা, পাঠাগার সম্মেলন ২০২২। তিনদিনব্যাপি আয়োজিত এ মেলায় সংস্থার পক্ষ থেকে একটি বইয়ের স্টল দেয়া হয় এবং সংস্থার পক্ষ থেকে দুজন প্রতিনিধি এতে যোগ দেন।

অদৈত মেলা ২০২৩এ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের অংশগ্রহণ

তিতাস বিধৌত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃতি সন্তান, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের রচয়িতা অমর কথাশিল্পী অদৈত মল্লবর্মণের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস আবৃত্তি সংগঠন চলতি বছর ১-৩ জানুয়ারি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে আয়োজন করে তিনদিন ব্যাপি অদৈত মেলা-২০২৩। মেলায় অদৈতের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ছিল নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। তারমধ্যে লোকজ সঙ্গীত, নৃত্য ও দেশ-বিদেশের আবৃত্তিশিল্পীগণের কবিতা পাঠ উল্লেখযোগ্য। এ মেলায় সিদীপ বইয়ের স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করে।



শিক্ষাসুপারভাইজারদের রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার

অর্থবছরে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষাসুপারভাইজারদের জন্য "বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও এলাকায় একটি মুক্তপাঠাগার তৈরিতে আমার পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি রচনা-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিলো। ৩ ও ৬ নভেম্বর ২০২২এ রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২২ জন প্রতিযোগীকে ১ম, ২য় ও ৩য় এবং সেরা ও ভাল ক্যাটেগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন সিদীপের চেয়ারম্যান ফজলুল বারি, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম ভূদা, সাধারণ পরিষদের সদস্য সালেহা বেগম, প্রকৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কবি সৈকত হাবিব, পাবনা বিজ্ঞান ও



প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড: মো: আমিন উদ্দিন মুধা, পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যাসোমিয়েট প্রফেসর সমাজকর্মী মো: হাবিবুর রহমান ও সিদীপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মুক্তপাঠাগারকে বই উপহার

ক্রমিক	দাতার নাম	বইয়ের সংখ্যা
2	বিজ্ঞানি ও লেখক আশরাফ আহমেদ	২ 00
2	প্রকৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কবি সৈকত হাবিব	২৫০
9	লেখক ও গবেষক সালেহা বেগম	> @
8	লেখক মনজুর শামস	88
Č	সিদীপ ডিজিটাইজেশন ডিপার্টমেন্ট	٩٥
ઝ	আইআরসি-র স্বত্বাধিকারী প্রকাশক জাহিদুল ইসলাম Lorem ipsu	۶৫۰ ım
	সর্বমোট	৭২০টি



বই উপহার দিচ্ছেন প্রকৃতি প্রকাশনীর স্বত্যাধিকারী কবি সৈকত হাবিব

প্রকাশনা

শিক্ষালোক



এ অর্থবছরে সিদীপের শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল: মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান বিজ্ঞানি জামাল নজরুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মুক্তবুদ্ধির লেখক ডা. লুৎফর রহমান। বিষয়ের গুরুত্ব, বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতার বিচারে প্রতিটি সংখ্যাই গুভানুধ্যায়ী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সিদীপের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলনও রয়েছে সংখ্যাগুলোয়।

নতুন বই

বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে 'গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষ' শিরোনামে একটি বই জুন ২০২৩এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে লিখেছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম ও অন্যান্য।

বইটি সিদীপ ও প্রকৃতি প্রকাশনীর একটি যৌথ প্রকাশনা।



সাফল্যগাথা

কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়ে এক সময় চারিদিক অন্ধকার দেখছিলেন রাখি খাতুন। স্বামী মো. শহিদুল ইসলাম একার আয়ে সংসার চালাতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। শহিদুল ইসলাম নিজ জমিতে চাষ করেও তেমন আয় করতে পারতেন না। সামাজিক দিক দিয়েও রাখি খাতুন অনেকাংশেই পিছিয়ে ছিলেন। কিন্ত যতদিন যায় ততই রাখি খাতুনের সংসারে চাহিদা বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় রাখি খাতুন স্বামীর পাশাপাশি নিজে সংসারটাকে স্বচ্ছল রাখার জন্য হাঁস-মুরগি এবং ছাগল পালন শুরু করেন। রাখি খাতুন পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় দাশুড়িয়া ইউনিয়নে কালিকাপুর গ্রামের অধিবাসী।

রাখি খাতুনের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে। তার ছেলে হৃদয় নবম শ্রেণিতে পড়ে ও মেয়ে সুমাইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটছিল। রাখি খাতুন ভাবতে থাকেন কি করবেন। তখন তার প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন সিদীপ নামে একটি এনজিওতে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং এসএমএপি ক্ষিঋণ প্রদান করা হয়। রাখি খাতুন তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন এবং ঠিক করেন সিদীপের দেবোত্তর শাখায় কালিকাপুর মহিলা সমিতিতে ভর্তি হবেন। সমিতির সদস্য হওয়ার পর কয়েক মাস তিনি কেবল সাপ্তাহিকভাবে সঞ্চয় করতে থাকেন। ২০২০এর ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৬.০০০ টাকা সাপ্তাহিক ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর রাখি খাতুন প্রথম বারের মত এসএমএপি কৃষি ঋণ নেন ২০,০০০ টাকা ২০২০এর ২০ নভেম্বর। আবারও তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং ২০.০০০ টাকা সাপ্তাহিক ঋণ নেন। এবার তিনি ৩৩ শতাংশ জমিতে শিম চাষ করেছেন। কিন্তু শিম চাষ করে রাখি খাতুন মাত্র ১৫,০০০ টাকা আয় করেন।

এছাড়াও রাখি খাতুনের ২টি গাভী এবং ১টি ষাঁড় গরু আছে। দুইটি গাভী থেকে প্রতিদিন ৩০-৩৫ লিটার দুধ পান। যার বাজার মূল্য হিসেবে প্রতি লিটার ৫৫-৬০ টাকা করে প্রতিদিন তিনি ১৬৫০ থেকে ২১০০ টাকা আয় করেন। এভাবে প্রতি মাসে তার শুধু দুধ বিক্রয় করে ৪৯,৫০০ থেকে ৬৩,০০০ টাকা আয় হয়। তন্মধ্যে তার মাসিক খরচ গড়ে আনুমানিক ২০,০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা। অর্থাৎ রাখি খাতুনের মাসিক আয় বর্তমানে ২৯,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা প্রায়। রাখি খাতুন আরও বলেন তার পোষা যাঁড গরুটি আগামী রমজান মাসে আনুমানিক ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় হতে পারে, লাভ হবে প্রায় ১,০০,০০০ টাকা।

রাখি খাতুন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কাজকে কোন সময় ছোট করে না দেখলে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সফলতা একদিন আসবেই।



রাখি খাতুনের সফলতার গল্প



মালেকা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানো

সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত মালেকা বেগম ও আমির হোসেনের। যদিও ৭০ শতাংশ জমি আমির হোসেনের আছে কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হত না। তাই তিনি সারা বছরই অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করেন। এভাবেই চলে মালেকা বেগম ও আমির হোসেনের সংসার।

মালেকা বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ও ২ জন ছেলে এবং ১ জন মেয়ে। দারিদ্যের কারণে দিনরাত স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না মালেকা বেগমের। পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট থেকে মালেকা বেগম জানতে পারেন যে. সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাডা আরও এক ধরনের ঋণ দেয়া হয় যার কিন্তি এককালীন অর্থাৎ ৬ মাসে এবং মেয়াদ অনুযায়ী পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি মালেকা বেগমের খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই এ ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি মালেকা বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মালেকা বেগম তার স্বামীকে জানান। মালেকা বেগমের চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে আমির হোসেন রাজি হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর মালেকা বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর টমেটো চাষ প্রকল্পে মুন্সিগঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ৬ মাসে মালেকা বেগম সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ২০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ৩০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন এবং মালেকা বেগমের স্বামী আমির হোসেন শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। মালেকা বেগম এসএমএপি ঋণ গ্রহণের পূর্বে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় মুঙ্গিগঞ্জ ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে তার পরিচয় হয়। এই ১০০ শতাংশ জমির মধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে তিনি চক্রাকার পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন যেন সব সময় তার সবজি খেত থেকে সবজি বিক্রয় করতে পারেন এবং বাকি ৩০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ করেন। বর্তমানে মালেকা বেগম তার সবজি খেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন। এছাড়া তার ধান ফসলের অবস্থাও ভাল এবং এই ফসলের কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা দেখতে সিদীপের ও মুঙ্গিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

মালেকা বেগম বলেন, এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার , জমিচাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা খরচ। এ ফসল বিক্রয় করে প্রায় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। মালেকা বেগম ও তার স্বামী আমির হোসেন জানান, ধান চাষ করে এক মৌসুমে প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। মালেকা বেগম সবজি চাম্বের পাশাপাশি গাভী পালনেও আগ্রহী হন এবং একটি গাভী ক্রয় করেন। এক বছর পর প্রগাভী থেকে দৈনিক ১৫ লিটার দুধ পান এবং তা বাজারে বিক্রয় করে প্রায় ৮০০ টাকা পান। সেই টাকা থেকে কিছু জমিয়ে আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। মালেকা বেগম বলেন যে, প্রতি বছর তারা পর্যায়ক্রমে আরও বেশি জমিতে সবজি ও ধান চাষ করবেন। মালেকা বেগমের কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য লোকজনও কৃষি কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়েছেন এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। মালেকা বেগমও পরামর্শ দিতে পেরে অনেক খুশি এবং সর্বোপরি সিদীপের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ।

জীবনযুদ্ধে সফল এক কৃষক পরিবার



কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার বরকইট ইউনিয়নের পিহর গ্রামের বাসিন্দা মোসা. রহিমা বেগম, তার স্বামী মো. আলী আহমদ। পৈতৃকভাবেই পাওয়া জমিতে আলী আহমদ ও তার স্ত্রী রহিমা বেগম কৃষিকাজ করেন এবং কৃষিই তাদের একমাত্র আয়ের পথ। কিন্তু এই কৃষি থেকে তাদের যে পরিমাণ আয় হত তা দিয়ে অনেক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলত। তার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন; ১ মেয়ে, ২ ছেলে ও তারা ২ জন।

রহিমা বেগম ২০১৪ সালে নিমসার শাখায় সিদীপের সদস্য হয়ে সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালে কৃষিঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। প্রথম ধাপে তিনি ২০,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে ধানচাষ করেন। এই ধান চাষ করার ক্ষেত্রে সিদীপ নানাধরনের পরামর্শ প্রদান করে। তিনি ঐ সময়ে লোগো ও পার্চিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান চাষ করেন । যার ফলে তার ধানের উৎপাদনও বেশ ভালো হয়। পরবর্তীতে ২য় ধাপে ৩০,০০০ টাকা ও তৃতীয় ধাপে ৪০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ টাকায় তিনি সিদীপ কর্মকর্তাদের পরামর্শে প্রায় ১.৫ বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ও 🕽 বিঘা জমিতে মরিচ চাষ করেন। এ ক্ষিপণ্য উৎপাদনে সিদীপ থেকে তাকে প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও সহযোগিতা করা হয়। এই গ্রীষ্মকালীন টমেটো থেকে তিনি প্রায় ৮০,০০০ টাকা ও মরিচ থেকে ৫০,০০০ টাকা লাভ করেন।

পরবর্তীতে সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে চান্দিনা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং বর্তমানে তিনি কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তার সাথে কুমিল্লা হর্টিকালচার সেন্টার কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ হয় এবং এ সমস্ত মাধ্যম দিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কৃষি সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি সিদীপ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন কৃষি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তিনি এখন এক পরিচিত মুখ ।

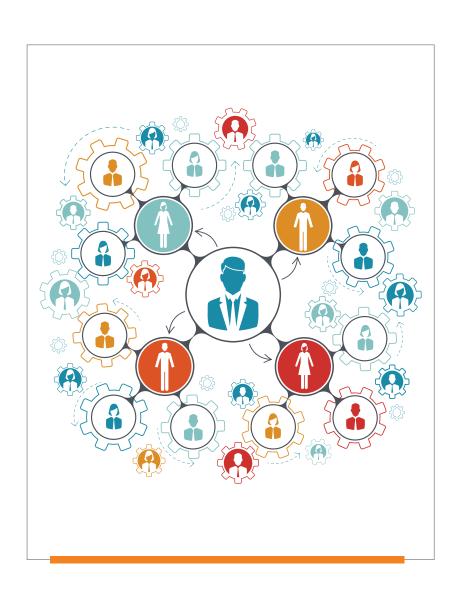
সিদীপের পরামর্শে ২০১৯ সালে তিনি বিরি ধান-৭৪ অর্থাৎ জিংকসমৃদ্ধ ধানের বীজ রোপণ করেন। পাশাপাশি তার এখন একটি মিশ্র ফলের বাগান রয়েছে যেখানে খাটো জাতের নারিকেল, আম, পেয়ারা, কলা ও আখ রয়েছে। পাশাপাশি কৃষক আলী আহমদ কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে বিভিন্ন জৈবসার ব্যবহার করে থাকেন যেমন ট্রাইকোকম্পোস্ট, সিদীপ থেকে দেয়া কেঁচোসার, গোবরসার ইত্যাদি। তার দেখাদেখি গ্রামের অন্যান্য কৃষক উৎসাহিত হচ্ছেন ।

২০১৯ সালে রহিমা বেগম সিদীপ থেকে ৫০.০০০ টাকা গাভীপালনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে তার ৪টি গাভী রয়েছে। প্রতিবছর এখান থেকেও কৃষক আলী আহমদ বেশ ভালো টাকা উপার্জন করছেন। পাশাপাশি তার একটি মাছের ঘের রয়েছে. এখান থেকেও তিনি কিছু টাকা উপার্জন করতে পারছেন।

বর্তমানে তিনি শ্যালোমেশিন প্রকল্পে সিদীপ থেকে ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং এই মেশিন তিনি কৃষিতে সেচের কাজে ও মাছ চাষে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে নিমসার শাখার কর্মকর্তারা বুডিচং উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে সেখান থেকে চমক হাইব্রিড জাতের ধান সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন। কৃষক আলী আহমদ তা লোগো পদ্ধতিতে ও পার্চিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোপণ করছেন এবং এখান থেকে ভালো ফসল পাবেন বলে আশা করেছেন। সিদীপ নিমসার শাখা থেকে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় এবং তিনি এসব পরামর্শ পেয়ে খুশি বলে আমাদেরকে জানান।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কৃষক আলী আহমদ বছরে প্রায় ৩,৫০,০০০ টাকা আয় করতে পারছেন। রহিমা বেগমের বড় ছেলে মো. ফয়সাল আহমেদ বেশ মেধাবী। শুধুমাত্র এ কৃষিকাজ থেকে আয়ের টাকা দিয়ে কৃষক আলী আহমদ তার বড় ছেলেকে চীনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাচ্ছেন। রহিমা বেগম ও আলী আহমদ কৃষিকাজে এক সফল দম্পতি।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা



একটি সংস্থার উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানব-সম্পদ বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোনো উন্নয়ন সংস্থার সার্বিক উন্নতি ও গতিশীলতার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা, কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, পদোন্নতি, বেতনভাতা নির্ধারণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, চাকরি শেষে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মীবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদান করাই হচ্ছে মানব-সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ। সিদীপে বিভিন্ন কর্মসূচি/বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, অন্যান্য/স্পেশাল কর্মসূচি/প্রজেক্ট, এইচআর এভ ওডি এভ এডমিনিস্ট্রেশন, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, ডিজিটাইজেশন বিভাগ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগ।

এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের আওতায় বিভিন্ন ইউনিট রয়েছে, যারা সংস্থার মানোনুয়নে এবং কর্মীদের সেবা প্রদানে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ইউনিটগুলো হলো: ১। প্রশাসন, ২। লজিস্টিক, ৩। পার্সোনেল, ৪। প্রকিউরমেন্ট, ৫। লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স এবং ৬। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট।

সিদীপ তার কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে সিদীপের ব্রাঞ্চসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর পরিধি বা কর্ম-এলাকা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচেছ।

জেলা/উপজেলা/ব্রাঞ্চ/সদস্য সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর	বৃদ্ধি
জেলা	২৭টি	୭୦ିଡ	৩টি
উপজেলা	১৪ ৭টি	১৬৬টি	১৯টি
ব্ৰাঞ্চ	ত্তীধেধ	২০১টি	২০টি
সদস্য সংখ্যা	২,৮৮,৫৭৪ জন	২,৯৮,৫৬৫ জন	৯,৯৯১ জন

মোট জনবল

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	এসএলডিপি	নিরীক্ষা বিভাগ	কৈশোর কর্মসূচি	ভ্যালু চেইন প্রকল্প	এসএমএপি (জাইকা)	বিডি রুরাল ওয়াশ	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
২০৯৮	২৭৭৭	৩০২	778	•	৩৯	٥	৬	৯	۶	220	৫ 8৬৫

নারী ও পুরুষ কর্মীর সংখ্যা





মোট ৫৪৬৫ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৪৭৫৬ জন। মোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০৯ জন। এই অর্থবছরে জনবল বৃদ্ধির হার ১৩%।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, গ্রেড উন্নয়ন/পদোন্নতি

নিয়োগ	৫৪৭ জন	স্থায়ীকরণ	৪৬১ জন	গ্রেড উন্নয়ন/পদোন্নতি	২৯৪ জন
--------	--------	------------	--------	------------------------	--------

কর্মী প্রণোদনা

কর্মীদের প্রণোদনা প্রদানে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক। কাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী তা দেয়া হয়ে থাকে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য কমিশন, উৎসাহ বোনাস, বিভিন্ন ঋণ সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হয়। সিদীপে কর্মরত কর্মীদের সন্তান এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস অর্জন করলে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এসএসসি শিক্ষার্থীর জন্য ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা এবং এইচএসসি শিক্ষার্থীর জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা।

তাছাড়া 'মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল' হতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে কর্মীদের বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়। পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের অতিদরিদ্র্ পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পিকেএসএফ থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশনায় অসচ্ছল সদস্যগণের সন্তানদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বহাল রয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে প্রদান করা হয়েছে:

উদ্দেশ্য	কর্মীসংখ্যা	টাকার পরিমাণ
চিকিৎসার (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) জন্য	১ ৪ জন	৫,৩০,৫০৫ (পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত পাঁচ)

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও এক্সপোজার ভিজিট

চলতি অর্থবছরে মোট ৬৩,৭৮৯ জনকে ৭৮টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন এবং রিফ্রেশার প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সমিতির সদস্য (উপকারভোগী) এবং সিদীপের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীসহ মাঠপর্যায় হতে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃদ। এর মধ্যে সিদীপের নিজস্ব আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ে ৩৪টি বিষয়ের উপর ৪,৮৯৫ জনকে এবং মাঠপর্যায়ে ১৩টি বিষয়ের উপর ৫৮,৩৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও এ অর্থবছরে কর্মক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বাইরেও ৫৫ জনকে পিকেএসএফসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে আছে পিকেএসএফ, বিআইজিএম, সিডিএফ, এমআরএ, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি। স্টাফ মোটিভেশন এবং কর্মী-উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রতি বছর এক্সপোজার ভিজিট, বিভিন্ন ফোরাম, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে বিদেশে পাঠানো হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিটে ১০ জনকে দুবাই, ১৯ জনকে থাইল্যান্ডে এবং এশিয়া ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ফোরামে ১ জনকে থাইল্যান্ড পাঠানো হয়।



১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২এ ৫ দিনের ভ্রমণে সংস্থার ১০ জন কর্মী দুবাইয়ে

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ এবং অর্জন

- কর্মীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য Hello Call প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কর্মীরা সরাসরি তাদের যেকোন বিষয়ে মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীদের সাথে কথা বলার/শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছেন। সে অনুযায়ী মানবসম্পদ বিভাগ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গত অর্থবছরে সর্বমোট ৬৬৭৮টি Hello Call-এর মাধ্যমে কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়. যার ফলে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে।
- Employee Engagement Program-এর আওতায় বছরব্যাপি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা হয়েছে যা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।
- প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু ও কর্ম-বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য কর্মীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিমালা হালনাগাদ, বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, ওয়ার্কশপ, লিফলেট তৈরি ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে যা চলমান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন



৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে সিদীপ তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করেছে। ৫ মার্চ সকালে সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে 'মুক্তকথন' নামে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে সংস্থার নারীকর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক তা নিরসনের আশ্বাস দেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' বিষয়ে ৬ মার্চ নারী সহকর্মীদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের নারীকর্মীদের জন্য দুটি ব্যাচে জুমে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

৭ মার্চ সিদীপের মাঠ পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপকগণ নারী সহকর্মীদের উদ্দেশে দিবসটির প্রতিপাদ্য এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংস্থা-নির্ধারিত পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষাসুপারভাইজারগণ শিক্ষিকাগণকে সমবেত করে দিবসটির প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করেন।

এ দিন বিকেলে সংস্থার গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীর এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক এতে জুমে অংশ নেন। স্লাইড শো-এর মাধ্যমে নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করে এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

এরপর 'সেরা কর্মী' ও 'জাগো নারী' শীর্ষক দুটি নাটিকার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে উত্যক্তকরণ ও নারীকর্মীগণকে নিগ্রহের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। সিদীপের সকল নারী ও পুরুষকর্মী মিলে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন. সর্বক্ষেত্রে নারীপুরুষ সাম্যতা সৃষ্টির জন্য সবাই একত্রে কাজ করব।

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা



১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ সিদীপের সভাকক্ষে সংস্থার কর্মীর সন্তানদের জন্য কৃতী শিক্ষার্থী সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সংস্থার মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও সনদ প্রদান করা হয়। কৃতী শিক্ষার্থী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি। এতে মুল বক্তব্য রাখেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সিদীপ কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, জাতীয় দিবস পালন ও অন্যান্য

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক নিবেদন, দোয়া ও আলোচনাসভা

৮ অক্টোবর ২০২২এ ছিল বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। এদিন বিকেলে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা ও দোয়ায় সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, সিদীপের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (ফিন্যাঙ্গ আ্যান্ড অপারেশঙ্গ), পরিচালক (মাইক্রোফিন্যাঙ্গ প্রোগ্রাম) এবং প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী অংশ নেন। প্রথমে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। সংস্থার প্রতিটি শাখার কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেন এবং শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ ছাড়া সিদীপের সব শাখা অফিসে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোচনা ও দোয়া পরিচালিত হয়।



বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস

সংস্থা ১৭ মার্চ ২০২৩এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে ১৬ মার্চ বিকেলে প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজন করা হয় এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ এবং জাতীয় শিশুদিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সিদীপ সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীরা। পরদিন ১৭ মার্চ প্রধান কার্যালয় এবং মাঠপর্যায়ের সব শাখা অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সূর্যান্তের সময় তা নামানো হয়। সকালে প্রধান কার্যালয় থেকে সিদীপের একটি





প্রতিনিধি দল শোভাযাত্রা করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক নিবেদন করে। সিদীপের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মী স্থানীয় প্রশাসন নির্দেশিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশ নেন। সংস্থার সব শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন ও রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বিজয়োৎসব-২০২২

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে উদযাপিত হলো "সাবাশ! বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়" শিরোনামে বিজয়োৎসব ২০২২। অনুষ্ঠানে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান ভুঁইয়া তার মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ করেন। নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা বিজয় দিবসে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নকর্মী হিসাবে দেশগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যে সকলকে আহ্বান जानान। এদিনে প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত বিজয় দিবস টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেয়া হয়।











জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা

২০২২এর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে সিদীপের সকল শাখায় বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এছাড়াও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে সংস্থায় মাসব্যাপী পালিত হয় ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। যার অংশ হিসেবে পাবনা জেলায় সরকারি ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কুটি অটলবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কসবা উপজেলায় রাবেয়া মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়ে, নাটোরে সিংড়া উপজেলায় দমদমা পাইলট স্কুল এণ্ড কলেজে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে রোকনউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সর্বমোট প্রায় ৫০০টি ফলজ ও ঔষধিবৃক্ষ বিতরণ ও রোপণ করা হয়।

ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ভাঙ্গুরা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান সিদীপের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি সুন্দর মনমানসিকতা গড়নে ছাত্রজীবনে বাগান করা, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন এবং সকলকে গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে মাসব্যাপী সিদীপের কর্ম-এলাকায় সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য উপকরণ এবং চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করা হয়।



গণহত্যা দিবস ও স্বাধীনতা দিবস

সিদীপ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করেছে। ২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শাখাসমূহের সিদীপ কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত আলোচনাসভায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনাসভা আয়োজন করা হয়। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা আলোচনাকালে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। জনাব ভূঁইয়া ১৯৭১ সালের এই দিনগুলোতে স্বাধীনতা অর্জনের নানা কর্মকাণ্ডে তার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনাপর্ব শেষে স্বাধীনতার ওপর কবিতা আবৃত্তি করা হয়।





শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সিদীপ যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে ২০২৩এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সিদীপের নির্বাহী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী এতে অংশ নেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি ভোরে নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে সিদীপের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় শহিদ মিনারে পুস্পার্ঘ্য





অর্পণ করে। এদিন সূর্যোদয়ের সময় সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং সব শাখা অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করা হয়। সিদীপের সব শাখা অফিসের কর্মীগণ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নেতৃত্বে স্থানীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন। শাখাগুলোতে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সিদীপের কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব এবং এমআরএ-র ইভিসি কর্তৃক সিদীপের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন



সকালে তারা সিদীপের আশুলিয়া শাখায় এসে পৌছলে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিশুরা অতিথিদের তাদের আঁকা বাঁধাইকৃত চিত্রকর্ম উপহার দেন। প্রথমে অতিথিগণ সিদীপের ভ্যালু চেইন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁরা কাঁঠালের তৈরি বার্গার, কাবাব, রোলসহ বিভিন্ন ধরনের শুকনো ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন এবং এগুলো সুস্বাদু বলে প্রশংসা করেন। এরপর তাঁরা সিদীপের সদস্য ফারজানা আক্তার বৃষ্টি ও আব্দুল হান্নান রাজুর গ্রিন অ্যাগ্রো ফিশারিজ দেখতে যান। জনাব রাজু তার ফিসারিজের ডিম উৎপাদন থেকে শুরু করে মৎস্য পালনের প্রতিটি ধাপ ঘুরিয়ে দেখান এবং তার দ্বিতীয় প্রকল্প বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্পর্কেও

৩ জুন ২০২৩ অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এবং এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: ফসিউল্লাহ সিদীপের আশুলিয়া শাখার বিভিন্ন প্রকল্প, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন। এমআরএ-র নির্বাহী পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) মুহাম্মদ মাজেদুল হক. এমআরএ-র পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ এবং সিআইবি ম্যানেজমেন্ট শাখা) মো. নূরে আলম মেহেদী এবং এমআরএ-র সিনিয়র সহকারী পরিচালক (পিএস টু ইভিসি) সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা তাদের প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখান এবং এগুলোর সার্বিক দিক তুলে ধরেন।





বিস্তারিত আলোকপাত করেন, পরে তারা শাখা অফিসে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের কার্যক্রম দেখতে যান। তাদের পরিবেশিত মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। ও শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে তাঁরা দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং এর প্রশংসা করেন।

পিকেএসএফ-এর এমডি ড. নমিতা হালদার এনডিসি কর্তৃক সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিদর্শন



নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সঙ্গে থেকে তাঁকে সমিতি এবং প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেন। সমিতি থেকে ড. নমিতা হালদার গ্রিন অ্যাগ্রো ফিশারিজ দেখতে যান। সেখান থেকে যান বায়োফ্লক প্রকল্প দেখতে। এরপর তিনি সিদীপের আগুলিয়া শাখায় গিয়ে পৌঁছলে সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রের দশজন শিশু তাঁকে নিজেদের আঁকা ছবি উপহার দেয়। শাখায় গিয়ে তিনি সিদীপের ভ্যালু চেইন প্রকল্প দেখেন এবং এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এরপর তিনি শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং মুগ্ধ হয়ে নিজের শৈশবের

১৪ জুন ২০২৩ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ঢাকার আগুলিয়ায় সিদীপের কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিশুদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এই সফরকালে পিকেএসএফ-এর দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে ছিলেন সকালে তিনি সিদীপের আগুলিয়া শাখার কর্ম-এলাকায় বেলমা গ্রামের বেলমা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার সমিতি সদস্যদের নানামুখী কর্মতৎপরতার খোঁজখবর নেন। সিদীপের





স্থৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। পরে তিনি শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর এ দিনব্যাপী পরিদর্শন কর্মসূচি শেষ হয়।

ডিজিটাইজেশন



ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়তই এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কাজকে সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডিজিটাইজেশন ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিয়ত কাজ করে আসছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংস্থার সকল ধরনের তথ্য একটি নির্দিষ্ট সার্ভারে প্রতিনিয়ত সংরক্ষণ করা হয়। ফলে সংস্থার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সংস্থার প্রান্তিক সদস্যদের লেনদেনের সুবিধার্থে সিদীপ তার মাসিক সদস্যদের জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" ব্যবহার করে মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের কিন্তি প্রদানের সুবিধা চালু করে যা সদস্যদের জন্য চার্জবিহীন। সেবাটি চালু হওয়ার পর থেকেই সদস্যদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে মাসিক আদায়যোগ্য ঋণ ও সঞ্চয়ের প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ"-এর মাধ্যমে আদায় হচ্ছে। "নগদ"-এ লেনদেনের ক্ষেত্রে সদস্যদের আর ঘরের বাহিরে যেতে হয় না। যার ফলে একদিকে সময় অপচয় হয় না এবং অন্যদিকে যাওয়া-আসার জন্য কোন ধরনের খরচও লাগে না। পর্যায়ক্রমে 'বিকাশ' এবং 'উপায়'সহ অন্যান্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও এসব কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সদস্যের লেনদেনের নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চলতি বছর থেকে সিদীপ তার সকল মাসিক সদস্যদের ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় ও কিস্তি আদায়ের পর সদস্যের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে বাংলায় লেনদেনের খুদে বার্তা বা এসএমএস প্রদান করছে। এর জন্য সদস্যকে কোন প্রকার অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হচ্ছে না। যা একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে সদস্যদের কাছে তার লেনদেনের একটি প্রমাণ সংরক্ষিত থাকছে।

কাগজবিহীন অফিসের ধারণাকে বহন করে ডিজিটাইজেশন বিভাগ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমাধান তৈরি করছে। যার মাধ্যমে সংস্থায় কাগজের ব্যবহার অনেকাংশে ব্রাস পেয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সংস্থার সকল কর্মীর ঋণ এবং ছুটির আবেদনের জন্য একটি অনলাইন প্র্যাটফর্ম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার পাশাপাশি এতে করে সময়ের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ের সকল স্থায়ী সম্পদগুলোকে সঠিকভাবে ট্র্যাকিং, স্থানান্তর ও বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য ফিক্সড অ্যাসেট মডিউল যুক্ত করা হয়েছে। এই মডিউল একটি সিস্টেম্যাটিক পদ্ধতিতে সম্পদের সকল তথ্য সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্থায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসাবে কাজ করছে।



সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পৃক্ততা মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের মূল স্তম্ভ এবং মাঠকর্মীগণ তার মূল চালিকা শক্তি। সদস্য বাছাই, ঋণ প্রদান ও আদায়—এই সম্পূর্ণ কাজটি নির্ভর করে মাঠকর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর। কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই চলমান কার্যক্রমের সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (Decision Support System—DSS)। বিগত এক বছরে সিদীপের আওতা ও পরিধি দুটোই বেড়েছে। বিগত বছরের তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ডিজিটাইজেশন বিভাগ একটি Analytics মডিউল চালু করেছে। যার মাধ্যমে মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের বিগত বছরগুলোর তথ্যসমূহ বিভাগ, এরিয়া ও শাখাভিত্তিক বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এটি ব্যবহারের মধ্যমে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

ডিজিটাইজেশন বিভাগ প্রতিনিয়ত সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের হাতে-কলমে অথবা অনলাইনে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরে ৩৪ জন এরিয়া ম্যানেজারকে Basic ICT-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে শাখা পর্যায়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছেন। এই প্রশিক্ষণ সিদীপের তথ্যপ্রযুক্তি যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অন্যান্য কার্যক্রম



গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ

সিদীপ নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নে বিভিন্নভাবে জরিপ করে প্রকৃত গৃহহীনদের মাঝে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে গৃহ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়া হয়।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য ৩৬,০০,০০০ (ছত্রিশ লক্ষ) টাকা বাজেট অনুমোদন হলেও করোনার জন্য মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। চলতি অর্থবছরেও ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য মোট ৪১,০০,০০০ (একচল্লিশ লক্ষ) টাকা বাজেট অনুমোদন করা হয়। নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গত অর্থবছরের তালিকা অনুযায়ী ৪০টি ঘর ও ৪০টি ল্যাট্রিন এবং এই অর্থবছরে ৪৫টি



ঘর ও ৪৫টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয় এবং যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গৃহহীনদের মাঝে ঘর ও ল্যাট্রিনগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত কাজের জন্য সর্বমোট ৫৭,৩০,৩৯৬ (সাতান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই) টাকা সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়।

সোশ্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএলডিপি)

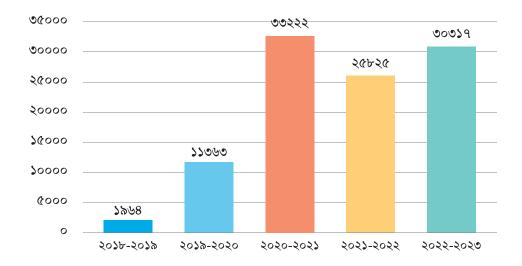
ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনার ফলে সিদীপের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাছে । সংস্থা বিশ্বায়নে সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে পণ্য ক্রয় করার সুবিধার্থে সোশ্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএলিডিপি) পরিচালনা করে আসছে । জুলাই ২০১৮ থেকে সিঙ্গার বাংলাদেশ লি. ও পরবর্তীতে মার্চ ২০২০ থেকে ওয়ালটন বাংলাদেশ লি.-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে সিঙ্গার ও ওয়ালটনের বিভিন্ন ধরনের পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে । প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সদস্যদের মাঝে মোবাইল ফোনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ ২০২২ থেকে OPPO Bangladesh Communication Equipment Co. Ltd. ও নভেম্বর ২০২২ থেকে Haicheng Mobile Company (BD) Ltd.-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে OPPO এবং VIVO মোবাইল ফোন ব্রাঞ্চে সরবরাহ

করা হচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, সেলাই মেশিন, ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন, মোবাইল ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করা হয়। এসএলিডিপির মাধ্যমে এ অর্থবছর পর্যন্ত ১,০২,৬৯১টি পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩০,৩১৭ টি পণ্য বিক্রয় হয়। এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে সিঙ্গার, ওয়ালটন, OPPO এবং VIVO আমাদের সাথে পার্টনার হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সদস্যরা স্বল্প পরিমাণ ডাউন পেমেন্ট প্রদান ও সহজ কিস্তিতে হাতের কাছে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ এবং বিক্রয়-পরবর্তী সেবার নিশ্চয়তা পাওয়ায় তাদের কাছে কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিম্নে গত অর্থবছরগুলোর বিক্রয়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

📕 এসএলডিপির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের সংখ্যা



কৈশোর কর্মসূচি

সিদীপ ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অংশগ্রহণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় কৈশোর কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই তিন উপজেলার সব ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৯টি করে কিশোর এবং ৯টি করে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবের জন্য দুজন করে মেন্টর নির্বাচন করা হয়েছে, যারা ক্লাবের সার্বিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছেন। এই তিন উপজেলায় দুইজন উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার এবং একজন উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার (ইনচার্জ) কর্মরত রয়েছেন। প্রতিটি উপজেলায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করে ইউনিয়ন ও উপজেলাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৩৯৬টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে, যার ভেতরে কসবা উপজেলায় ১০৮টি, বন্দর উপজেলায় ৯০টি এবং সিংগাইর উপজেলায় ১৯৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব। প্রতিটি ক্লাবে



সদস্যসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ জন এবং প্রতিটি ক্লাবে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। ৩৯৬টি ক্লাবের মোট সদস্য ৮,৫৫৩ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ও একটি পৌরসভায়; মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে সিদীপের কৈশোর কর্মসূচি চলমান ছিল।

কৈশোর কর্মসূচি

- সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড (প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন)
- শুদ্ধ উচ্চারণ ও সফ্ট স্কিল প্রশিক্ষণ
- নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ম্যারাথন দৌড়/সাইকেল র্যালি
- উঠান বৈঠক
- কবিতা লেখা/গল্প ও প্রবন্ধ রচনা/ চিত্রাঙ্কন

- শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি/বক্তৃতা/সঙ্গীত/নাটক
- উপজেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন
- ইউনিয়ন পর্যায়ে আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন
- ইউনিয়ন কমিটির সভা
- উপজেলা সমন্বয় সভা



প্রধান কার্যালয়ে পিঠা উৎসব

৫ ফব্রেয়ারি ২০২৩এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পিঠা উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সিদীপ সাংস্কৃতিক দলের নানান পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।





নগদ-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

মাঠপর্যায়ে সঞ্চয় ও ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম আরো সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সিদীপ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠান নগদ-এর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২৩এ নগদ-এর সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিদীপের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক। এ সময় এই দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ২০টি ব্রাঞ্চ নিয়ে সিদীপের এখন ২০১টি ব্রাঞ্চ

১৯ ফ্রেক্রয়ারি ২০২৩এ আরো ২০টি নতুন শাখার কার্যক্রম শুরু করে সিদীপ তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি আরো বাডিয়ে নিয়েছে। সারাদেশে সিদীপের এখন ২০১টি শাখা।

সিদীপের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ এই ২০টি নতুন শাখা উদ্বোধন করেন। এই ২০টি নতুন শাখা হচ্ছে: মাদারীপুর জোনের ঘরিষার বাজার. জাঁজিরা, ভাঙ্গা, সালথা, সাহেবরামপুর ও কালকিনি; পাবনা জোনের এনায়েতপুর, কড্ডা, ঈশ্বরদী, আতাইকুলা, ধানুয়াঘাটা; রাজশাহী জোনের আত্রাই, আবাদপুকুর, দুর্গাপুর, বানেশ্বর, রহনপুর; কুমিল্লা জোনের রামমোহন; ব্রাহ্মণবাডিয়া জোনের আখাউডা ও আশুগঞ্জ এবং সোনারগাঁও জোনের ডেমরা।



ঢাকা জোনের ডেমরা শাখার উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

সিদীপ ও কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



গত ১২ মার্চে যুক্তরাজ্যের কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে সিদীপ। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিদীপ এবং কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (ইউ.কে.) সিদীপের কষি ও পশুসম্পদ খাতের সদস্যদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বীমা পলিসি তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে সিদীপের এই সদস্যগণ খুব অল্প খরচে তার সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার অফিস ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম প্রতি অর্থবৎসরে কমপক্ষে দুই বার 'সার্বিক' ও 'সাধারণ' নিরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণকালে সংস্থার সকল প্রকার নীতিমালার বাস্তবায়ন ও পরিপালন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ অতি গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও সকল কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ' ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা করে থাকে বলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের 'তৃতীয় চক্ষু' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন রকম ভুলভ্রান্তি হয় কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য জুন ২৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৩৮ জন এবং প্রধান কার্যালয়ে ১ জন 'ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিসহ' ৬ জন নিরীক্ষক কর্মরত রয়েছে। অর্থাৎ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে সর্বমোট (৬+৩৮) = 88 জন নিরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চলতি অর্থবৎসরে 'নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত' ব্রাপ্ত ম্যানেজারগণ নিরীক্ষণ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নভেম্বর ২২ মাসে ৪০ জন এবং মে ২৩ মাসে ৩৬ জনসহ মোট (৪০+৩৬) = ৭৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ঋণ কর্মসূচির বকেয়া আদায়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি 'অধিক বকেয়া রয়েছে এমন ব্রাঞ্চের' বকেয়া আদায়েও নিরীক্ষকগণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। সংস্থার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' কার্যক্রম দুভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন: ১) সার্বিক ও ২) সাধারণ নিরীক্ষা।

এ ছাড়াও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরীক্ষকগণ 'বিশেষ নিরীক্ষা'সহ 'তদন্ত' কাজ করে থাকেন।

নিরীক্ষকদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুই বার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সময়ে সময়ে নিরীক্ষকগণের সাথে 'জুম' মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কাজের সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা বিভাগ থেকে নিরীক্ষণ কাজের আলোকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিমাসে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

- ১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে অডিট আপত্তি, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনীমূলক প্রতিবেদন।
- ২. প্রতিমাসের শাখার নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'অডিট সামারী' প্রতিবেদন।
- ৩. গুরুত্বপূর্ণ অডিট ফাইন্ডিংস নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ চলতি অর্থবৎসরে সংস্থার ২২৬টি (যৌথ শাখাসহ) শাখায় ২৪২টি সার্বিক ও ২১৭টি সাধারণ নিরীক্ষাসহ সর্বমোট (২৪২+২১৭) = ৪৫৯টি 'নিরীক্ষা' কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

নিম্নে শাখা পর্যায়ে 'সার্বিক' ও 'সাধারণ' উভয় প্রকার নিরীক্ষার পরিকল্পনা ও অর্জন তথ্য দেয়া হলো:

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		সাধারণ	নিরীক্ষা পরিক	ল্পনা ও অর্জন	মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
২১৫	২ 8২	۵۵%	২০৬	২১৭	\$ 0&%	852	8৫৯	১০৯%

নোট: নভেম্বর '২২এ ৪০ জন এবং মে '২৩এ ৩৬ জনসহ মোট ৭৬ জন 'পদোন্ধতিপ্রাপ্ত' ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে অডিটে সম্পৃক্ত করায় 'অডিট পরিকল্পনার' চেয়ে 'অডিট অর্জন' সংখ্যা বেশি হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষণ: চলতি অর্থ বৎসরে প্রধান কার্যালয়ের 'সকল বিভাগে'র কার্যক্রম ২ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচি: এছাড়াও চলতি অর্থবৎসরে 'সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচি' ২ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে। নিম্নে 'প্রধান কার্যালয় এবং সমৃদ্ধি ও কৈশোর কর্মসূচি' নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন তথ্য দেয়া হলো:

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা সমৃদ্ধি কর্মসূচির পরিকল্পনা ও অর্জন নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন						ণার কর্মসূচির পরিকল্পনা ও		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
०২	०२	\$00%	०२	०২	> 00%	०२	०२	300%

Annual Report 2022-2023

on the path of inclusive development





Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)

Vision

Our Vision is to be the Trend-setter of innovation and change for sustainable human development.

Mission

Our Mission is to provide environmentally sustainable innovative development services and goods for empowering the excluded and the disadvantaged in order to integrate them into the mainstream of the society in Bangladesh and beyond along with supporting and empowering micro and small entrepreneurs in our overall development endeavors.

Our being is being for others and for ourselves.

VALUES

Innovative thinking
Sustainability
Inclusiveness
Fair to all
Honesty and Integrity
Team spirit
Transparency and Accountability
Human dignity

General Body

General Body

CDIP has a general body consisting of 29 members who are reputed as leading persons in their respective fields in society. They are:

Nama	Designation
Name Fortul Pari	Designation
Fazlul Bari	Chairman
Shajahan Bhuiya	Vice- Chairman
Md. Abdullah	Member
Dr. Abbas Bhuiyan	Member
G.M. Salehuddin Ahmed	Member
Prof. Ahmed Kamal	Member
Sayed Fakhrul Hasan Murad	Member
Syed Sayeeduddin Ahmed	Member
Salehuddin Ahmed	Member
Dr. ATM Farid	Member
Nargis Islam	Member
Shama Rukh Alam	Member
Majeda Husain Choudhury	Member
Masuda Banu Farouk Ratna	Member
M Khairul Kabir	Member
Mahmudul Kabir	Member
Shafiqul Islam	Member
Saleha Begum	Member
Dr. Nargis Akhtar	Member
Fahmida Karim	Member
Melveen F. Alam	Member
Syed Saqiful Hassan	Member
Zubayer M. Shoeb	Member
Mohammed Rasel Amin	Member
Dr. Munir Ahmed	Member
Md. Abdus Satter Sarkar	Member
Dr. Sadia A Chowdhury	Member
Nazmus Saleheen	Member
Sohelia Naznin Haque	Member



Chairman's words

A new annual report of CDIP, a microfinance organization, has been published, which summarizes their achievements and activities over the past year. Those who have put in hard work and dedication to create this beautiful annual report, I extend my heartfelt gratitude to them.

Over the past year, CDIP's operations and coverage have expanded significantly. In the current year, they have also launched new branches in three districts (Naogaon, Bogura, and Gopalganj), increasing their membership and borrowers. The total loan disbursed among their members has reached 23,638 million taka. Among these, a significant portion, 1,371,116 members (52%), are low-income and poor members receiving 7,258.4 million taka. 82,031 (31%) members are entrepreneurs receiving 14,341.6 million taka, and 44,639 (16.9%) members from other project categories receiving 2,038 million taka. CDIP has been actively providing assistance to its members in times of emergencies, such as death, accidents, illness, and natural disasters, with an allocation of 500 million taka this year. This helps safeguard the welfare of its members in times of crisis.

We are proud of having two activities, the Education Support Program (SHISOK) for the students and the Shikkhalok, an education bulletin. Additionally, this year, CDIP initiated another significant project, the establishment of the Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar, which was inaugurated last year. It is primarily aimed at providing books to school students from local area. The organization collects books from local

donors and arranges them neatly in a book shelf. Any student can borrow their desired book from there, read it, and return it without any barrier, encouraging reading habits and nurturing creativity.

In the last year, CDIP opened Education Support Program in 10 more branches with 200 learning centers, increasing the number of student beneficiaries to approximately 60 thousand. Despite the challenges posed by COVID-19, this program has resumed successfully and is operating actively in remote areas.

Our health program has deployed medical teams and health assistants to reach out to the rural population in remote and underserved areas. The IT department has streamlined the process of disbursement and other services, making it easier and faster.

Over the past year, our educational supervisors initiated palm and moringa tree plantation in the SHISOK area for environmental preservation and nutritional security of the rural people. Additionally, they have published a book on the palm and moringa cultivation, focusing on the methods of planting, nurturing, and harvesting these trees. This book also contains nutritional information and various recipes related to palm and moringa. We hope that this book will help improve nutrition in our community.

In the last year, preparations have begun to establish new office spaces on Babar Road, including two buildings and land registration. We hope that by the end of this year, the office relocation will be completed smoothly.

In the past year, we have conducted five board meetings. In all these meetings, discussions have been held on CDIP's operations and progress, and board members have provided valuable feedback and guidance. I would like to extend my gratitude to all the respected members for their internal cooperation.

Furthermore, those who have supported us with their help, cooperation, and advice in CDIP, especially organizations like MRA, PKSF, various commercial banks, and other institutions, I express heartfelt gratitude to all of them. Thanks to all the employees and staff at every level of the organization for their dedicated efforts. May their relentless endeavors continue unharmed. Let CDIP progress towards its desired goal.



Fazlul Bari Chairman



Foreword

The Centre for Development Innovation and Practices has successfully completed 28 years of operations. 2022-23 continued to be an exceptionally testing year and I congratulate my team for rising above all challenges unconditionally. Health shocks with covid still lurking around and Dengue cases rising, changes in economic dynamics, changes in member dynamics, a younger learning work force have contributed to pacing our progress. Despite the challenges that have been measured, we have delivered a strong financial performance for the year taking by optimizing our operations as well as taking several cost-saving measures.

We have still grown conservatively closing with a borrower growth of 3.5%, a portfolio growth of 15.5%, and a savings growth of 19.3%. 20 new branches have been cautiously inaugurated while further branch openings have been parked aside until further improvements in the operational trends. I continue to take pride in the organization's practice of internal growth and am happy to share our new branch managers have been selected internally.

Following up on our plans for add to our Microfinance leadership team, we have onboarded a new Head of Microfinance having 30 years of experience. The former Head of Microfinance has also

taken on a more elaborate role as Head of Programs in the organization. HR has been actively engaging with field officers directly to better understand their needs with the intention to gradually attend to them. Our automation has been driven by the digitization team by phases, finance has been working round the clock, while audit has been on their toes. I must mention the research and publication team have done a commendable performance documenting our work as well as forming a small team preparing project proposals to international entities. During the year, we have also updated our organogram to better address our specific agendas.

I am grateful for the exceptional support of the Microcredit Regulatory Authority (MRA), Palli Karma-Shahayak Foundation (PKSF), networking bodies, banking and non-banking institution partners, sectoral representatives as well as our general body members. This year we were honored with the Secretary of the Financial Institutions Division (FID), EVC of MRA and MD of PKSF visiting our field operations on separate occasions. We greatly valued their time and suggestions which we look to implement in the future.

As we come to the end the current board's 3-year term, I am very thankful to the board members for their active participation and guidance during their term. We carry the spirit of our Late Founder Executive Director Mr. Muhammad Yahiya in all our activities. Our open libraries are gaining ground and popularity, and we look to expand its footprint in honor of our founder.

The upcoming year will be much more challenging than the previous years. We are taking an even more cautious, yet defined approach and Team CDIP is ready to embrace and overcome the trials ahead.

Mifta Naim Huda
Executive Director

83

Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar

To increase the thirst for knowledge among children and adolescents, to promote education, to encourage creativity, and to keep them free from various harmful addictions like mobile phones, CDIP initiated an innovative library program named Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar.

Before initiating the Muktopathagar program, an essay competition was organized involving the Education Supervisors of CDIP Education Support Program (ESP) to highlight the importance and necessity of reading books and to describe their own plans for establishing a library. Based on the interest of the Education Supervisors, an initiative was taken to collect books from 21 branches initially, and a list of locally collected books was sent to the Head Office for budget approval to proceed with Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar program.

The Education Supervisors of CDIP collected books from the book-loving people of their respective areas with the help of ESP teachers and talked to the authorities of a local school or college and proposed to set up a Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar'. Subject to the consent of the selected school or college authority, a bookshelf was constructed by the organization and placed on the wall of the chosen school or college. And this is CDIP's 'Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar'. From here students can take books without any hindrance for reading at home and return them as they wish. So far, these open libraries have been established in 25 schools in 11 districts.

Visiting CDIP Open Library by Secretary of FID, EVC of MRA and MD of PKSF

On June 3rd of the current year, the respected Secretary of the Economic Institutions Division of the Ministry of Finance, Mr. Sheikh Mohammad Salim Ullah, and the Executive Vice Chairman of MRA, Mr. Md. Fasiullah, visited various projects, Education Support Program activities and the Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar at Ashulia Branch of CDIP. At that time, Mr. Mohammad Mazedul Haque, the Managing Director of MRA, Md. Noor Alam Mehdi, the Director of MRA and Mr. Syed Ashik Imtiaz, the Senior Assistant Director of MRA, were also present. They visited the Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar, established at the premises of Doshaid A. K. School & College and praised CDIP's innovative initiative of the open library movement.

On June 14th, Dr. Nomita Halder, the Managing Director of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), visited several projects at the same branch of CDIP. Finally, she visited the Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar established at the premises of Doshaid A. K. School & College and praised the innovative and creative initiative.





Secretary, Financial Institutions Department, Ministry of Finance, EVC of MRA and Managing Director of PKSF visited the "Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar"

Opening a new chapter through a local library conference

Exposing children to the vast world of knowledge through books is extremely necessary nowadays when they are in danger of being victims of mobile phone addiction. Consuming matters unsuitable for their age on the Internet and spending long time on games are doing harm to their body and mind. So, Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar, a CDIP initiative, has started setting up book shelves containing 40 to 60 books on the outside wall of the classroom in a local school and keeping it open during the day.

On 17 June 2023, jointly with local Proyas Library, a conference of local libraries was organized at Kashinathpur, Pabna. With representatives of around 20 libraries attending the conference, it started with a debate competition on the need of the library among school students in which two reached the final out of six groups (schools), which started a half month ago. Mofidul Hossain Shahin, President of Proyas, chaired the debate session.

On this day in the Kashinathpur Union Parishad Hall Room, distinguished persons like Professor Shibjit Nag, Writer Akhtar Zaman, Poet Saikat Habib and Abdus Sattar Khan, a leader of the national library movement, were present in the discussion program. A certificate of honor was awarded to M L Nazrul Islam, a senior person who dedicated his life to running a library and inspiring local children and youths in this program. Union Parishad Chairman Mir Monzur Elahi handed over the certificate of honor to him after Poet Alaul Hossain read out it. Mr. M L Nazrul Islam was given a standing ovation by the audience in recognition of his contribution to society. Later Mr. Islam expressed his feelings in passionate words.

Among others, Golam Rasul, a senior teacher, Humayun Kabir, a theater activist, and Omar Sarkar, talked in the program. Associate Professor Mahbub Hossain and Mahbub UI Alam, a cultural activist, moderated various sessions of the program.

This is the first time such a program of library conference has been organized here. The daylong program ended with rendering music and reciting poems by local artistes. This library conference has opened a new chapter of cooperation and strong communication among book-lovers and library activists in the history of Kashinathpur, Pabna.



Summary of the Report 2022-2023

In the fiscal year 2022-2023, CDIP has taken another step forward on the path of inclusive development, completing twenty eight years of dedicated progress. Notable aspects of the organization's work with economically disadvantaged people in rural areas are briefly highlighted here.

Financial Inclusion and Services

By the end of the fiscal year 2022-23, CDIP has expanded its presence to 8,095 villages in 1,748 unions across 166 upazilas in 30 districts. Simultaneously, through 226 branches (201 are main branches, out of which 25 have been so enlarged that they are divided into Barnch I and II, thus making the total 226), the organization's membership has grown from 288,574 members in the previous fiscal year to 298,565 in the current year.

In the current fiscal year, loans amounting to 23,638 million taka have been distributed, compared to 19,612 million taka in the previous fiscal year. This means that loan distribution has increased by 20.53% this year. The loan recovery rate this year is 98.19%.

The total loan portfolio in the previous fiscal year was 12,567.9 million taka, which has increased to 14,515.6 million taka in the current fiscal year. This means that the loan portfolio has grown by 15.50% compared to the previous year.

In the previous fiscal year, the total savings amounted to 4,693.4 million taka. In the current fiscal year, an additional 905.6 million taka has been added to the savings, bringing the total savings to 5,599 million taka.

In the previous fiscal year, the amount of default loans was 601.5 million taka. At the end of this fiscal year, the total default loan amount has risen to 631.3 million taka, which is 4.35% of the total loan portfolio.

As of June 2023, the organization has accounted for 700.5 million taka in the bad debt reserve account, which is 90.12% of the current default loan amount.

In the branches, along with the quantitative growth of activities, the quality of work by employees has also improved.

At the end of this fiscal year, the branch-wise loan portfolio has reached 64.2 million taka. Similarly, the savings portfolio per branch has reached 24.8 million taka. On the other hand, this year, the loan status for each field worker has reached 11.4 million taka, and the savings status for each field worker has reached 4.848 million taka.

Education Support Program

Currently, through 138 branches, CDIP provides educational support to approximately 58,000 children from disadvantaged families in the 1st, 2nd, and pre-primary classes through 2,711 learning centers. Alongside supporting these children's education in formal school through helping them prepare their home-works, CDIP also works for the mental, physical, moral, and intellectual development of children.

Healthcare Support Program

In this fiscal year, through 119 branches in 19 districts, CDIP has provided various primary healthcare services to a total of 226,879 patients including 4,806 children.

ENRICH Program

Under the guidance of PKSF, CDIP has implemented the ENRICH program with the central focus on the wellbeing of humans in two unions in the district of Brahmanbaria this year.

Information Technology and Expansion

CDIP has introduced the use of Nagad, a Bangladeshi digital financial service, for its monthly members providing them with the convenience of monthly savings and loan installments free of charge. The Digitization Department regularly develops new solutions to bring the paperless office concept into reality.

Human Resource and Training

By the end of this fiscal year, the total workforce has reached 5,465 individuals. 547 people were hired in various areas, 294 people were promoted, and 461 people were made permanent. In total 63,789 individuals received various types of training.

Research and Publication

During this fiscal year, a research article was published in an international newsletter. CDIP's regular publication 'Shikkhalok' has brought out four issues. For ensuring nutrition security from farm to table, environmental protection and saving people from thunderstorms a book on the cultivation of palm and moringa trees in rural areas has been published.

Muhammad Yahiya Open Library

CDIP has started to set up open libraries in school/colleges in rural areas. It has established a total of 25 'Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar' in 25 schools/colleges in the working areas of 25 branches, including last year's two. Through competitions, the best readers are selected and awarded with books. To make children interested in the reading of books and popularize the use of libraries, a local library conference has been organized in Pabna.

Program for Adolescents

With the assistance of PKSF, CDIP is actively involved in implementing the program for adolescents in Brahmanbaria, Narayanganj and Manikganj districts, aiming to cultivate moral and cultural awareness among members of the young generation.

Audit Activities

At the annual general meeting of CDIP, external auditors have audited the organization throughout the year. Furthermore, CDIP has audited itself with the help of internal and externally recruited auditors. Internally, 242 regular audits and 217 comprehensive audits have been completed in CDIP's branches.

Financial Situation

In this fiscal year, CDIP has achieved financial self-sufficiency with a growth rate of 123.95%. This was 132.17% in the previous year.

At the end of this year, CDIP's total income has been 3,646.7 million taka, and the total expenditure 2,797.5 million taka. As a result, a surplus of 849.2 million taka has been created. In addition, CDIP has invested 14,515.7 million taka in microcredit. Total investment in this fiscal year is 15,681.5 million taka with fixed deposit in the bank, govt. treasury bond and STD amounting to Tk.1,165.8 million.

As of June 2023, CDIP has liabilities of 13,111.4 million taka, while the organization's assets have reached 17,368.9 million taka. In this context, the liability-to-asset ratio is 75.49%, which was 76.16% in the previous year. Capital Adequacy Ratio is 28.57% which was 27.90% in June 2022.

CDIP Contribution to SDGs







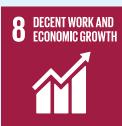
























Financial Services



Financial Inclusion

Since its inception, CDIP has been providing various types of credit services basing on the financial capability of the targeted population and the self-initiative/activities micro-entrepreneurs. For example: Jagoron Loan, Agroshor Loan, Buniad Loan, Enrich Ioan income-generating activities, Livelihood Development Loan, Enrich-Asset Creation (AC) Loan, Shufolon Loan, Solar Loan, Livelihood Development Ioan, SMAP Loan, Micro Entreprise Development Loan, Sanitation Development loan, 'Biborton Loan' for increasing the financial capability of members, and 'BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan' with a view to improving and revitalizing public health.

Besides, to ensure good health, CDIP has launched Water and Sanitation (WCAD Model) loan program with its own financing. In order to improve the health and rehabilitation of the targeted communities and to combat poverty, 3,315 latrines have been erected disbursing loan of Tk 26,66,54,000.

Loans are given to experienced entrepreneurs scattered in different work areas of CDIP based on their own investment amount and loan

demand in the project to make them self-reliant.

However, the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war have created an unusual global economic crisis. Bangladesh was not spared from its adverse effects. As a result, the income of many members has decreased due to inflation and, in many cases, a slowdown in business. This has affected the acceptance and implementation of projects by members. Those whose projects have failed have lost the financial capability to start new projects. Those who were active in agriculture faced financial deficiency to make investments in their projects. Many Bangladeshi diaspora workers have lost their employment due to economic downturn and are living a precarious life. CDIP helped them to rehabilitate with three loan products: Livelihood Restoration Loan (LRL), Revolving Refinancing Scheme Loan (RRSL) in collaboration with PKSF and Bangladesh Bank and MDP-AF in collaboration with PKSF. They are attempting to overcome their deficiencies through these loans by beginning new projects, and as a result of the beginning of these projects, employment has also been created for some disadvantaged people.

Ratio analysis of various indicators of the loan program

CDIP puts unequivocal stress on the quality of microfinance activities as well as their scope and volume. Following are the quantitative and qualitative comparisons of various credit performance metrics between the current financial year and the previous one.

				Decrease/	
SI. No	Description	Financial Year 2021-2022	Financial Year 2022-2023	Increase in current financial year	Comments
1	OTR (On Time Recovery Rate)	99.09	98.19	-0.9	The global pandemic Covid-19 and the conflict between Russia and Ukraine caused a number of problems during the current fiscal year, but due to the sincere efforts of all, productivity was not adversely affected.
2	CRR (Cumulative Recovery Rate)	99.36	99.45	0.09	-
3	PAR (Portfolio at Risk)	5.36	5.26	-0.1	Same
4	Total Staff : FO (%)	60.69	51.33	-9.36	Same
5	Member: Borrower (%)	82.36	83.70	1.34	-
6	Staff: Member	239.28	258.50	19.22	In opening 20 new branches during FY 2022–2023, staff and member ratio has made considerably less progress.
7	Staff: Borrower	197.08	216.35	19.27	In opening 20 new branches during FY 2022–2023, staff and borrower ratio has progressed comparatively less.
8	Staff: Savings (in lakh)	38.92	47.95	9.03	-
9	Staff: Outstanding (in crore)	1.04	1.26	0.22	-
10	Savings: Outstanding (%)	37.34	38.16	0.82	In opening 20 new branches during FY 2022–2023, savings and outstanding ratio has progressed comparatively less.
11	Doubtful Borrower (%)	10.85	9.98	-0.87	-

Note: The ratio analysis of indicators has been derived with a total of 2,250 microcredit program staff, 1,273 total field staff and 1,155 assistant field staff.

Progress of Loan Program

Following is a comparison of the advancement made in FY 2022-23 and FY 2021-22:

SI. No	Description	Status: June 2022	Status: June 2023	Decrease/ Increase	Decrease/ Increase ratio
1	Branch	206	226	20	9.71%
2	Total Staff	1,987	2250	263	13.24%
3	Total Field Staff (F0)	1,206	1,273	67	5.56%
4	Member Count	2,88,574	2,98,565	9,992	3.46%
5	Borrower Count	2,37,674	2,49,889	12,215	5.14%
6	Total Savings Outstanding (in million)	4693.4	5599	905.6	19.29%
7	Total Loan outstanding (in million)	1,2567.9	1,4515.6	1947.7	15.50%
8	Overdue (count)	25,791	24,942	(849)	-3.29%
9	Overdue Amount (in million)	601.5	631.3	29.8	4.95%
10	Total Loan Disbursement (in million)	1,9612	2,3638	4026	20.53%
11	Cost of Loan Disbursement for per tk.	00.6	0.06	-	0.00%
12	Activity Autonomy	123.69%	136.54	12.85	10.39%

Note: In this financial year, the number of Branches of CDIP has increased by 20 Branches from the previous 206 (main Branch 181 and extended Branch 25). As some branche's structures and activities have grown, each of these branches has been split into two for the sake of efficiency, and the branch as a whole has been taken into consideration. If two of the divided branches (Branch-1 and 2) are taken as 1, the main branch of CDIP is 201 in total and Branch-2 is 25 (total 226).

Different types of Financial Services

CDIP takes into account the members' financial requirements and disburses several forms of loans to fulfil their specific demands. Various sector-specific loan distribution data has been presented below:

SI.		Lo	an Disbursemen July '21 to June		Lo	oan Disburseme July '22 to Jun	
No	Description	Count	Loan Disbursement (in million)	Loan Outstanding (in million)	Count	Loan Disbursement (in million)	Loan Outstanding (in million)
1	Jagoron (Primary)	1,30,534	6,044.8	3,653.2	1,35,294	7,230.3	3,986.6
2	Agroshor (Enterprise)	75,830	11,747.3	7,690.8	82,031	14,341.6	9,109.1
3	Buniad (Ultra poor)	1,301	22.9	13.9	1,822	28.1	15.2
4	Shufolon (Seasonal)	5,209	140	63.1	5,379	160.0	139.4
5	SMAP (Agriculture)	13,862	417.5	251.5	7,187	417.1	277.4
6	Enrich-IGA	1,380	83.7	51.6	1,302	82.2	47.4
7	Solar	0	-	0.1	-	-	-
8	Social Livelihood Development Program (SLDP)	11,439	249.7	168.6	17,930	398.7	238.1
9	Micro Enterprise Development Project-Additional Financing (MDP-AF)	1,050	312.5	200.9	1,200	385.9	273.3
10	Sanitation Development Ioan (SDL)	0	-	0	0	-	0
11	Livelihood Restoration Ioan (LRL)	1,273	73.4	36.4	1,444	91.2	42.4
12	Revolving Refinance Scheme Loan (RRSL)	60	02.8	7.6	5,610	300	240.4
13	WS-WCAD	10,286	266.7	192.1	0	-	13.9
14	BD Rural WASH for HCD project	39	1	1	3,613	77.2	51.7
15	Biborton Loan	1,999	250	237.3	973	125.7	80.6
16	Super Loan	-	-	-	1	0.1	0.1
	Total	2,54,262	19,612	12,567.9	2,63,786	23,638	14,515.6

Sectorwise analysis of various types of financial services shows that the number of borrowers, amount of loan disbursement and loan outstanding have increased in FY 2022-'23 as compared to FY 2021-'22, Jagoron loan disbursement number 4,760, loan disbursement Tk.1185.5 million, and loan outstanding Tk.333.4 million, respectively. Agrosor loans have been disbursed in total 6,201 for a disbursed sum of Tk.2594.3 million and an outstanding amount of Tk.1434.1 million. There have been 521 Buniad loans disbursed totaling Tk.5.2 million and outstanding Tk.1.3 million. 150 Microenterprise Development Project-Additional (MDP-AF) loans have been disbursed totaling Tk.73.4 million and Tk.72.4 million outstanding. The number of Enrich-IGA loans disbursed is 78, the amount disbursed Tk.1.5 million and loan outstanding Tk.4.2 million. The total number of SLDP loans disbursed is 6,491, the total amount disbursed is Tk.149 (in million), and the outstanding is Tk.69.5 (in million). There have been 171 LRL loans disbursed with the total amount of Tk.17.8 million and loan outstanding of Tk.6 million. The total number of RRSL loans disbursed is 5,550 with the total amount of Tk.297.1 million and outstanding amount Tk.232.8 million. At the same time, the demand for Sufolon and SMAP loan has also increased. The observation of all sectors reveals that there have been increase of 9,524 in disbursement this year with the amount of Tk.4026 million and loan outstanding Tk.1947.7 million.

	Total		Savings	Monthly Loan Disbursement	Outstanding	Default (Outstanding
Month	Member	Loanee	Outstanding (in million)	(Principal) (in million)	(Principal) (in million)	Person	Amount (in million)
July '22	2,89,354	2,37,271	4702.8	1,238	12,224.8	25,491	599.3
August '22	2,92,212	2,38,384	4771.5	2,028.3	12,532.6	25,114	594.5
September'22	2,94,401	2,38,721	4829	1,995	12,769.6	24,921	594.2
October '22	2,97,350	2,40,131	4887	1,968.9	12,992.6	24,683	596.3
November '22	2,97,210	2,42,337	4943.8	2,167.1	13,327.3	24,393	599.1
December '22	2,97,646	2,42,711	4999.1	1,826.4	13,354.5	24,267	603.7
January ′23	2,99,060	2,45,083	5055.1	2,178.9	13,665	24,411	614.6
February ′23	3,00,728	2,46,845	5138	1,984.9	13,840.5	24,204	624.4
March '23	3,01,752	2,46,951	5220.3	2,034.1	14,004.9	24,037	634.2
April '23	3,01,737	2,46,973	5260	1,818.5	14,021.9	24,408	650.3
May '23	2,97,222	2,47,981	5304.7	2,043.6	14,068.3	24,476	639.6
June '23	2,98,565	2,49,889	5538.5	2,354.3	14,515.6	24,942	631.3

Progress and Evaluation of New Loan Products

SDG (Sustainable Development Goal) 6 is to ensure sustainable management and access to water and sanitation for everyone. Its two main objectives are: (1) to provide everyone fair access to clean, affordable and universal access to drinking water by 2030; and (2) by 2030, to ensure access to adequate and equitable sanitation and hygienic lifestyles for all and end open defecation with special attention to the needs of vulnerable populations, including

women and girls. Keeping these goals in mind, CDIP has decided to launch the loan program. Through this loan, help is given with the intention of enhancing the target population's health and reviving them in order to reduce poverty. Under BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan, Tk.78,000,000 has been disbursed to 3,652 people till June 2023 with an outstanding balance of Tk.51,671,762.

Default Outstanding (Principal)

As compared to last year, the number of defaulters decreased by 849 persons and the amount increased slightly to Tk.29.8 million. CDIP has taken various initiatives over the years to recover defaulted loans which are ongoing. In

this fiscal year too, strong action from all levels has allowed defaults to be substantially under control. The overall number of defaulters at the end of the fiscal year was 24,942 totaling Tk.631.3 million.

Savings Program

CDIP has created five different types of savings products with the purpose of aggregating small savings and developing the capital of the members through depositing their savings, additionally encouraging the disadvantaged people to save.

Compulsory Savings (Primary): Weekly and monthly members pay their compulsory savings with installments on a monthly and weekly basis respectively.

Voluntary Savings: Members can deposit savings as per their wish and financial capacity with weekly and monthly installments, also, in addition to the one installment amount, member can deposit any amount as savings at any time and withdraw money as needed by visiting the branch office during office hours.

Monthly Term Savings: Members can open a savings account for a fixed term at multiples of Tk.100. These savings are deposited by weekly

members between the 1st-15th of the month and by monthly members at the time of monthly installments.

Fixed Deposit Rate: Members can open a fixed-term one-time deposit account. Even if the account is opened for a fixed period, the member can withdraw money by closing the account at any time due to urgent needs. In this scenario, the profit will be paid out in accordance with the organization's guidelines.

Double Benefit Scheme (DBS) and Monthly Benefit Scheme (MBS): In order to strengthen and organize the loan fund management of the organization, two additional categories of savings have been added with organization's traditional four types of savings. They are: 1. Double Benefit Scheme (DBS), and 2. Monthly Benefit Scheme (MBS). Below is a list of the increased product-specific savings.

Savings Product wise progress information for FY 2022-23

SI.		Cumulative Pro	ogress Position	Increase/ Decrease	Progress Rate	
No	Description	June 2022 (in million)	June2023 (in million)	in current year (in million)	(%)	
1	Compulsory Savings (Primary)	2745.7	3102.7	357	13.01%	
2	Voluntary Savings	683.5	785.2	101.7	14.88%	
3	Monthly Term Savings (MTS)	1074.9	133.12	256.3	23.85%	
4	Fixed Deposit Rate (FDR)	145.4	127.1	-18.3	-12.59%	
5	Double Benefit Scheme (DBS)	-	127.7	127.7	0	
6	Monthly Benefit Scheme (MBS)	-	64.6	64.6	0	
	Total	4649.5	5538.5	889	19.12%	

Protective security of CDIP members

On the incident of the passing of a member, member's spouse, or the legal quardian of his/her family, 5,000 taka in cash is paid from "CDIP Member Welfare Fund" for burial or cremation. As per the policy of the member welfare fund of the organization, in case of death of the member or his spouse or legal guardian for his/her loan, the remaining unpaid loan amount is waived from this fund. After taking a loan, if someone experiences a natural disaster, flood, pandemic, fire accident, physical disability, mental illness, amputation, incurable disease (like cancer, kidney dialysis or transplantation, surgery heart rina replacement, gallbladder stone operation, liver cirrhosis, and brain tumor), leprosy, long-term illness (paralysis), or if they lack the financial means to repay the loan, the remaining loan amount is frequently waived except savings.

A financial grant of Tk. 5,000 is provided for medical treatment, such as uterine operation or caesarean operation, for the borrower. Additionally, there is a grant of Tk.3,000 for hospital treatment in case of accidental death of the borrower, borrower's spouse, or borrower's legal guardian. Furthermore, a financial grant of Tk.10,000 is given to cover the expenses of COVID-19 testing and hospitalization.

If a member takes 8 term loans simultaneously and makes regular installment payments, they are given a retirement allowance of Tk.10,000.

Information regarding this is given below:

Information regarding protective benefits against death from "CDIP member welfare fund" (July 2022 to June 2023)

SI.	Sectors of Facilitation	Burial		Loan Adj	ustment/waiver	Total	
No		Count	Amount	Count	Amount	Count	Amount
1	Death of a member	573	28,65,000	588	3,18,01,690	1,161	3,46,66,690
2	Death of a member's husband	1,360	68,00,000	1,406	7,45,03,209	2,766	8,13,03,209
3	Death of a member's guardian	9	45,000	12	7,35,824	21	7,80,824
	Total	1,942	97,10,000	2,006	10,70,40,723	3,948	11,67,50,723

Information regarding the other benefits from "CDIP member welfare fund" (July 2022 to June 2023)

SI. No	Subject of Grant	Sectors of Facilitation	Count	Total (taka)
1		Chronic disease	10	3,71,692
2		Uterine operation	43	2,15,000
3		Cesarean operation	536	26,80,000
4	Medical expenses	Physical disability	19	5,72,195
5		Hospitalization due to accident	3	83,723
6		Prolonged illness (paralysis)	9	2,20,011
7		Mental Disorder	3	1,10,018
		Total regarding Medical Expense	623	42,52,639
8	Fire Burn	House	9	5,83,789
		Total Fire Burn	9	5,83,789
9	Covid-19	Covid-19 expense	-	-
		Total regarding Covid-19	-	-
10	Natural calamities	Floods, droughts, animal deaths	6	2,69,423
		Total regarding Natural Calamities	6	2,69,423
		Grand Total	638	51,05,851

Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)

In order to increase production and income in agriculture, the use of advanced modern and sustainable agricultural technologies essential. In continuation of which, with the financing of JICA and Bangladesh Bank, CDIP has been implementing the SMAP (Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project) since 2015. Under SMAP loan scheme, CDIP offers a range of technical assistance services, including financing programs, to small and marginal farmers to help them increase agricultural output, use contemporary farming equipment, and develop their livestock. CDIP conducts various activities to provide technical

providing support services, for example; orientation through upazila technical agriculture or animal resources officer, yard meeting, formal training, staff training, providing technical assistance to members according to project life cycle, providing service through WhatsApp or IMO group, offering direct assistance to farmers going to field or samity, connecting farmers to upazila agriculture or animal resources office, creation demonstration plots, crop production through diversification, field days etc activities. The following information is provided on several loan programs and technical support programs for the FY 2022-2023:

a. Services under SMAP loan scheme

SI. No	Information related to SMAP Loan	Amount
1	Ongoing SMAP activities	145 branches
2	Number of technical persons involved in technical support	10 persons
3	Amount of funds received in FY 2022-2023 (in million)	417 taka
4	Amount of funds received so far (in million)	2,510.9 taka
5	Amount of funds returned in this FY 2022-2023 (in million)	417 taka
6	Amount of fund refunded so far (in million)	2,093.9 taka
7	Remaining Fund Refund Amount (in million)	417 taka

Technical Assistance Service Program under SMAP Scheme in FY 2022-2023 b.

SI. No	Information related to SMAP Loan		Amount		
1	Technical Orientation (person)	13,035			
2	Staff Training (Number)	647			
3	Yard Meeting (Number)			626	
4	Number of Farmers Added on WhatsApp or Emo group (Person)			872	
5	TSS Paid (Person)	SMAP	Non-SMAP	Total	
		3896	8214	670	
6	Demonstration Plot (Number)			40	
7	Contacts made with Upazila Agriculture and Livestock Office (Number)			740	
8	Number of Farmers Assisted in Market Linkage (Person)			145	
9	Adduction of training needs (Person)			2964	
10	Polynomial demonstration plot (Number)			26	
11	Public Relations Activities (Number)			102	
12	Contributors to the development of successful farmers (Persons)			1170	
13	Interview with Farmer (Person)			1950	
14	Dissemination of various meteorological information to farmers (Person)			1342	
15	Field day (Number)			13	

Education Support Program

• 2,711 learning centers in the working areas of 138 CDIP Branches



139

2,711

57,581

30,923

26,658

518

10,666

Education Supervisors Teachers 1

Total Learners

Girls

Boys

Special Needs Children Children of CDIP Members' Family

Education Support Program (ESP) of CDIP is a novel addition to child education in Bangladesh. If the parents of primary school students are nonliterate, they do not get any help from home to prepare their class lessons as well as home works. As a result, they lose interest in their studies and eventually drop out from school. Founder Executive Director of CDIP Muhammad Yahiya observed the matter with an absolute human perspective and found a way to solve this national crisis through a dramatic experience. In continuation of that event, Education Support Program was initiated at Salimgonj Branch in 2005 to help these deprived kids. Five learning centers were inaugurated on 1st April, 2005 with the help of five college girls as teachers. Five more learning centers were also started next week in the adjacent Bholachong Branch. Along with college girls, educated housewives also joined this program as teachers. Basically these teachers are the mainstay of this program. These learning centers sat on courtyards belonging to the village people. In the same year, 12 more learning centers were established in Maona Branch and 20 more in Chargach Branch totaling 42. After a few years, this program was expanded to all Branches of CDIP. At one point the program caught the attention of the Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF). They started the same program in 2011 through their 35 Partner Organizations. Currently, PKSF is running more than 6,000 learning centers across the country through its partner organizations

under the ENRICH Program. In the same year, renowned Non-Government Organization 'ASA' took over this education program of CDIP and started 900 learning centers. ASA is currently running more than 8,000 learning centers across the country. So far, about 250 partner organizations of PKSF are conducting this program across the country.

Initially children of these CDIP learning centres were only helped to prepare their class lessons in order to prevent dropout of students from primary schools. Later, some more initiatives were taken for the mental, physical, moral and intellectual development of children. These include personal hygiene and cleanliness, cultural programs with felicitations to elderly persons, paying respect to parents, and Nature Study. Students with special needs are taught with special care in CDIP learning centers.

In addition to the education program, CDIP teachers and education supervisors formed Shikkhika Samity on 1st December of 2018. Even in the financial year 2019-20, teachers and education supervisors were saving through this association and many of them have become successful entrepreneurs taking loans from Shikkhika Samity. They enrich themselves by taking various initiatives. Till June 30, 2023, the amount of savings of members of CDIP Shikkhika Samity was Tk. 1 crore 97 lakh 91 thousand and 617. Here is the story of a teacher-entrepreneur of Shikkhika Samity.



Entrepreneur ESP teacher Nusrat Akhtar Sima

Nasrin Aktar Sima, a teacher from CDIP Education Support Program from the village of Barera, Debidar Upazila, Comilla district, has been conducting a learning center since 2012. Her husband was serving in the marketing department of a small company. But his salary was not sufficient to address their family needs. So Sima was striving to overcome their financial deficiency. To add a supplement to their family income, she enrolled her name as a teacher of CDIP ESP under Barera Branch and started to conduct a learning center in her courtyard. She

also joined their village CDIP Mohila Samity and drew a loan from there. She repaid that loan timely and then learned tailoring and started to earn from dress making which was not enough to address their needs. When the CDIP Shikkhika Samity was formed, Sima joined and opened a savings account at the samity. Later on she drew a loan amounting Tk.20,000 in August 2022 from Barera Shikkhika Samity and invested that money in her dress making as well as wholesale clothes selling business. Her expertise attracted customers and she gained their credibility which took her onto the profit track. She then planned to expand her business and incorporate boutique work. She is now a self-dependent woman and able to inspire many others in her village.

Healthcare Support Program

• In the Financial Year 2022-2023, total 2,26,879 patients (including children) from the work areas of CDIP received healthcare services from CDIP Healthcare Support Program

206,803

20,076

4,806

Female

Male

Child

116

8,911

6,503

1,546

8,911

Mobile Health Camp Patient Registration

Eye Patients

Sale of Glasses

Diabetic Test

Since 2013, CDIP has been implementing various primary healthcare programs. Currently, there are 119 Branches operating primary healthcare services in 19 districts. The program is being implemented at the grassroots level with 123 Sub-Assistant Community Medical Officers (SACMO) including 2 optometrists and 187 Health Volunteers.

CDIP Healthcare Support Program aims to contribute to the promotion of health awareness, early disease detection, disease prevention, control, and poverty alleviation.



134,875

83,042

2,4059

Field Mobile Clinic

Branch Static Clinic

Satellite Clinic

195,529

25,220

6,130

CDIP member

Member of CDIPmember's family Non-member

Through various CDIP Samities and Branches, the organization provides healthcare services using Static Clinics as its primary means. The services include health awareness promotion, primary health screening (weight measurement, blood pressure monitoring, diabetes testing, pregnancy identification, rav-therapy, nebulization, telemedicine), dressing, adherence to BMDC (Bangladesh Medical & Dental Clinic) guidelines for primary healthcare and counseling, and the establishment of vision corners for visual acuity measurement using visual acuity charts. Under the leadership of registered MBBS doctors, the program establishes a central office-based health team and conducts mobile health camps to provide primary medical care to patients with common diseases. Health volunteers appointed in CDIP Healthcare Support Program provide health awareness advices to the local people through home visits in their respective Additionally, they monitor weight, blood pressure, perform diabetes and pregnancy test, identify the type of illness, and refer patients to assistant community medical officers for treatment. The assistant community medical officers supervise and monitor the work of health volunteers in the field and provide reports to their supervisor at Head Office.

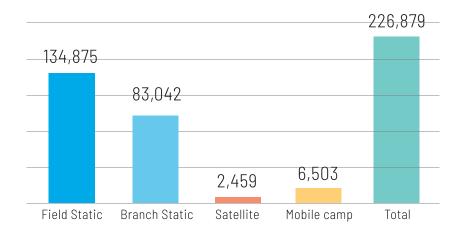
In commemoration of the 47th martyrdom anniversary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the program organized a health camp in which 911 patients received free medical treatments, 60 individuals were provided with free eyeglasses, and 131 individuals underwent diabetes screening.

On the occasion of World Diabetes Day 2022, various branches of the Healthcare Support Program set up camps in different locations in their work areas. A total of 1,738 individuals were screened for diabetes through comprehensive analysis. Among them, 1,053 individuals were identified as healthy (diabetes free), 369 individuals were classified as pre-diabetic, and 316 individuals were diagnosed with diabetes.

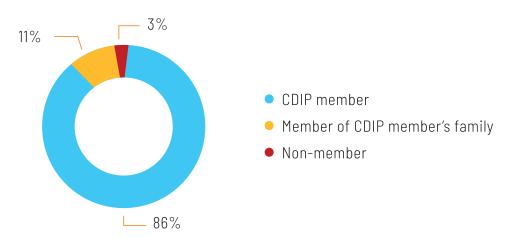
On April 7, 2023, on the occasion of World Health Day, SACMOs conducted health check-ups at CDIP leraning centres. They also provided primary medical services to the attending children and offered healthcare assistance to their parents.

To extend healthcare services to remote and economically disadvantaged communities, CDIP operates OTC (Over-the-Counter) Drug sales programs in the work areas of 34 Branches in different parts of the country. With the aim of making healthcare more accessible, the organization plans to include several OTC Drugs in all Branches to improve the quality of the service. During the 2022-2023 Fiscal Year, 15 OTC Drugs were selected for sale. Within that period, medication worth of Tk.5,75,715 was sold through the OTC Drug sales program.

Number of patients on clinic basis



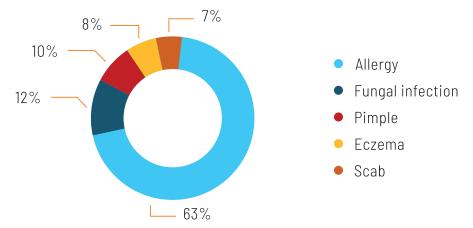
Patients on the basis of connection with CDIP



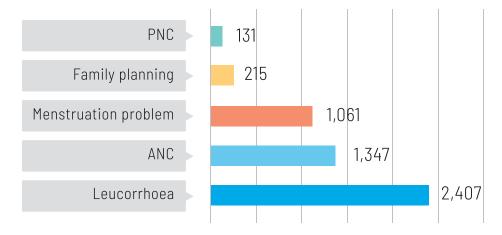
Patients with non-communicable diseases



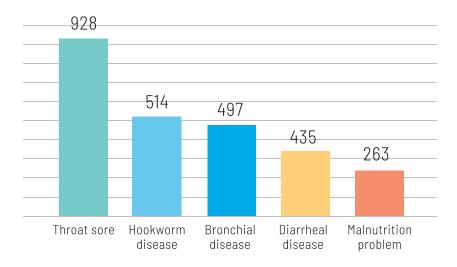
Patients with skin diseases



Services for mothers



Diseases suffered by child patients



Health Camp Achivements						
Financial Year 2022-23	Number of Patients	Glasses Sold	Diabetic Test			
August ′22	1327	155	214			
September '22	744	160	134			
October '22	880	144	151			
November '22	901	165	246			
December '22	775	115	194			
January ′23	983	181	223			
February ′23	1001	224	226			
March '23	501	98	107			
April '23	1178	200	164			
May '23	621	104	85			
Total	8,911	1,546	1,744			

ENRICH PROGRAM

ENRICH (Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty) is a human-centered program of PKSF with the aim of addressing the multidimensionality of poverty and creating an enabling environment for the poor people so that they can live a dignified life and enjoy universal human rights. CDIP is in implementation of this program in two unions in the district of Brahmanbaria:

Mulgram under Kasba Upazila and Ratanpur under Nabinagar Upazila. It is a multidimensional effort through which healthcare, nutrition, educational support, social development, easy loans, and awareness-building programs are being implemented in these areas.

Putting people at the center of development, the following programs were implemented in 2022-2023 FY.

Education

In order to bring down the number of dropouts from primary schools and promote overall education, the Enrich Program is focusing on assisting underprivileged and impoverished families' children who study from pre-primary to second grade. Under this program, a total of 1,479 students (722 boys and 757 girls) were being provided with educational support through 30 learning centers in each of the unions mentioned above.



Through development of the physical environment, good management of educational centers, and encouraging creative activities, the students' classroom experience is made engaging and lively. On 17-18 May 2023 in Mulgram Union and 28-29 May 2023 in Ratanpur Union, a two-day "Subject-based Fundamental Training" was organized for teachers. The

master trainers of the relevant subjects (Bangla, English and Mathematics) from the respective government primary schools of the concerned upazilas along with the organization's relevant staff, conducted these training sessions. Additionally, monthly refresher sessions are organized for teachers.

Healthcare Program

Through the Health Service Program, a total of 9,025 families in 17 villages of Mulgram Union and 6,811 families in 14 villages of Ratanpur Union are receiving health services. In Mulgram



Union, 18 health volunteers and in Ratanpur Union, 14 health volunteers adhering to health regulations necessary to prevent COVID-19 infection, conducted daily visits to 20-25 families each. With the initiative of two health assistants in each union, regular meetings are held to promote cleanliness and hygiene, create health awareness, address maternal and child health, promote vaccination, discourage child marriage and dowry, provide family planning support, antenatal care, child nutrition, child education, and discuss measures to protect against COVID-19 and other health-related topics.

Conducting Diabetes Camps on the Occasion of Bangabandhu's Martyrdom Anniversary

On the occasion of the 47th martyrdom anniversary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, free diabetes camps were organized in Mulgram Union on 15th and 24th August 2022 and in Ratanpur Union on 15th and 25th August 2022. In the said camps, 100 individuals in Mulgram Union and 150 individuals in Ratanpur Union were provided with free diabetes tests and primary health services.

To enhance the skills of health inspectors, a two-day "Health Service and Nutrition Training" was conducted on 13th and 14th June 2023 in Mulgram Union and on 12th and 13th June 2023 in Ratanpur Union.

The following tasks were carried out through the Health Service Program:

SI. No	Description	Mulgram Union	Ratanpur Union	Total
1	Satellite Clinic (Number)	96	96	192
2	Beneficiaries at Satellite Clinics (Person)	2,523	2,410	4,933
3	Static Clinic (Number)	444	386	830
4	Beneficiaries at Static Clinic (Person)	3,702	3,597	7,299
5	Diabetic Program (Person)	3,441	3,200	6,641
6	Deworming Medicine Distribution (Person)	6,056	8,700	14,756
7	Nutritional Support (Person)	124	204	328
8	Iron Folic Acid Tablet Distribution (Person)	1,942	1,056	2,998
9	Calcium Tablet Distribution(Person)	2,050	925	2,975

Health Camps

Under the 'Take care, stay healthy' initiative, within the scope of the CDIP ENRICH Program, general health camps are organized on a daily basis in Mulgram Union on 22 September 2022, 25 November 2022, 20 February 2023 and 20 June 2023, as well as in Ratanpur Union on 27 September 2022, 15 December 2022, 14 February

2023 and 11 June 2023. In these camps, general health services are provided to a total of 585 patients in Mulgram Union and 707 patients in Ratanpur Union. Each camp is facilitated by three specialist doctors, offering free medical treatment and distributing medications at no cost.

Special Eye Camp

Under the "Health Service and Nutrition Program" special eye camps were organized in Mulgram Union on 8th May 2023 and in Ratanpur Union on 11th May 2023. In these eye camps, advanced equipment was used to determine visual acuity, conduct various eye examinations, select appropriate eyeglasses, and provide free eyeglasses and eye drops at reasonable prices. Additionally, cataract patients were selected for further surgical intervention. Selected cataract patients underwent free surgeries.



In total, 130 patients in Mulgram Union and 239 patients in Ratanpur Union received medical services for eye-related issues. In addition, 15 patients in Mulgram Union and 25 patients in Ratanpur Union underwent cataract surgeries.

Loan program

Under the scope of ENRICH, various programs related to education assistance, health service, nutrition, and social awareness are being conducted along with the provision of loans on easy terms. During this Fiscal Year, a total of 1,033 members (379 in Mulgram Union and 654 in Ratanpur Union) received loans amounting to a total of 76,768,000 BDT (31,642,000 BDT in Mulgram Union and 45,126,000 BDT in Ratanpur Union) under the income-generating loan program. The current outstanding loan balance under this program is 44,577,281 BDT (18,355,242 BDT in Mulgram Union) and 26,222,039 BDT in Ratanpur Union).

Through the income-generating loan program of ENRICH, various training facilities had been provided to the members to enhance their skills effective management. The subjects covered in the training include improved methods of cow rearing, cattle fattening, modern methods of paddy cultivation, organic vegetable farming, fish farming in ponds, poultry and duck farming, vegetable farming, and more. The training is conducted by respective Union's Assistant Agriculture Officers. During this Fiscal Year, a total of 100 selected members in Mulgram Union and 100 members in Ratanpur Union received training.

Youth in Development

One of the program under ENRICH is 'Youth Development for Empowerment.' The main objectives of this program development of the youth, fostering leadership skills, and providing assistance for skill development and secure employment. With the aim of creating an organized and dignified social structure through self-employment, a video-based training titled 'My Dream, I Will Be an Entrepreneur' is provided to the youth of the Union. In each Union, a total of 100 youths participate in this training, divided into 4 batches. The 2-day video-based training is organized using training schedules and videos supplied by PKSF. After completing the training, each participant was awarded a certificate.

Additionally, monthly meetings are organized at the ward and union levels, involving the youths



of the Union. During these meetings, they are made aware of their social responsibilities, the importance of social values, environmental conservation, tree plantation and assistance to the disadvantaged.

Celebration of Various Occasions

Within the scope of the ENRICH Program, various educational assistance, healthcare, and nutrition-related programs are organized alongside the celebration of different national and international days to promote social awareness. On all these occasions, persons connected with the rural development program, youths, freedom fighters, teachers, Union Council chairpersons and members, organization staff, prominent local figures, and the ordinary people participate in various activities. During this Fiscal Year, following notable days were observed:

- October 01, 2022 International Day of Older Persons
- October 18, 2022 Sheikh Rasel Day
- November 01, 2022 National Youth Day
- December 09, 2022 International Anti-Corruption Day
- January 02, 2023 National Social Service Day
- February 21, 2023 Shaheed Dibosh and International Mother Language Day
- May 14, 2023 Mother's Day
- March 17, 2023 Birth Anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day
- June 05, 2023 World Environment Day





Organizing Sports, Cultural Events and Art Competitions

This year on March 19 and on March 21, sports and cultural events as well as drawing competitions were organized respectively in Mulgram Union and in Ratanpur Union. Various games like cockfighting, math race, tug of war, race, biscuit race, etc., were arranged. At the end of the event, prizes were distributed among the winners.



Latrines and tube wells have been installed for impoverished families and their monitoring is being carried out. Additionally, to aid agricultural production growth, 50 vermi-compost plants have been established and are being regularly inspected in two unions.

Alongside, an "Inter-Ward Youth Football Tournament" was organized involving the youth of the Union. The final match of the month-long tournament was held in Mulgram Union on May 26 and in Ratanpur Union on June 20. Prizes were awarded to the winners during the event. Union Parishad Chairmen and members, and Presidents and members of Youth Committees, school and college faculties, renowned individuals from the community, representatives of participating organizations were present at the event.

With the aim of integrating beggars into society freeing them from their begging habit, 12 individuals in Mulgram Union and 4 individuals in Ratanpur Union were rehabilitated. Regular communication is maintained with the rehabilitated families who previously depended on begging.

Elderly Welfare Program

The "Livelihood Improvement of Elderly People" program is being implemented in these two unions. Each union has one "Elderly Social Center" that remains open every day from 3 PM to 5 PM. In these centers, older persons engage in activities like reading newspapers, watching TV, playing board games, and various entertainment programs, including storytelling sessions.

In each union, 100 elderly people receive a monthly allowance of 500 taka. For the burial or last rites of deceased elderly individuals, 10 individuals in Mulgram Union received 20,000 taka and 15 individuals in Ratanpur Union received 30,000 taka.



Honoring the Best Elderly and Best Children and Distribution of Wheelchairs

In 2023, on June 22 in Mulgram Union and on June 25 in Ratanpur Union, a total of 10 best elderly and 10 best offspring from the elderly community honored are through a program to promote the quality of life. During the ceremony, all recipients are provided with certificates and crests as a mark of honor. Additionally, 4 older persons from each union totalling 8 elderly individuals are awarded wheelchairs.



Organizing Sports and Cultural Events with the Participation of the Elderly

On June 22 in Mulgram Union and on June 25 in Ratanpur Union, the 'Sports and Cultural Event' was organized with the participation of the elderly. The event includes various sports activities, including football matches. At the end of the event, prizes were distributed among the elderly winners.



Human Resource Management

Aiming to achieve the goals and objectives of an organization, Human Resource Department is of paramount importance. There is no alternative to human resource development for any developmental organization's overall growth and dynamism.

Increasing employees' interest towards the organization, employee selection, appropriate recruitment, proper job evaluation, promotion, salary determination, financial incentives, enhancing employee skills through various training programs, adhering to policies at the end of employment, maintaining a working environment, and providing timely services to employees are the main tasks of the Human Resource Department. In CDIP, there are various programs/departments through which employees receive various services. These programs/departments include Small Loans Program, Other/Special Programs/Projects, HR and OD (Human Resources and Organizational Development), Finance & Accounts Department, Digitization Department, Research Publication Department and Audit Department.

The HR Department encompasses various units that diligently work towards the organization's development and providing dedicated services to the employees. These units include:

- 1. Administration
- 2. Logistics
- 3. Personnel
- 4. Procurement
- 5. Legal Affairs
- 6. Capacity Building and Organizational Development

CDIP always maintains a forward-looking role in providing various opportunities and benefits to its employees. Currently, CDIP is expanding its branches, which has led to the expansion of its work area, resulting in regular growth in various programs as well.

District/Sub-district/Branch/Number of Member	2021-2022 FY	2022-2023 FY	Growth
District	27	30	3
Sub-district	147	166	19
Branch	181	201	20
Number of Member	2,88,574	2,98,565	9,991

Total Employees

finance			ENRICH Program		Audit Department	Adolescent Program				Head Office	Total Employee
2098	2777	302	114	3	39	3	6	9	1	113	5465

Number of Male and Female Employees



A total of 5465 employees of CDIP are working diligently in various programs, departments, and projects. Last fiscal year, this number was 4756. There has been a net growth of 709 employees. The growth rate of the workforce in this fiscal year is 13%.

Significant activities

• Recruitment, regularization, grade improvement/promotion

Recruitment	547 Persons	Perpetuation/ Regularization	461 Persons	Grade Improvement/ Promotion	294 Persons
		Negularization		TTOTHOUGHT	

Death-related compensation and employee welfare fund

Financial compensation is provided to employees and their families affected by illness, accidents, and death while working in the organization. In this fiscal year, the following compensation has been provided:

Objective	Number of Employee	Financial Amount (Tk.)
For Medical Treatment (Illness, Accident etc.).	14	5,30,505 Five Hundred Thirty Thousand, Five Hundred and Five

Research and Publication

Research

Moringa and Palm Cultivation as an Action Research Program at Field Level for Environmental Protection, Safety from Thunderstorm and Ensuring Food Security

In order to face the challenges of environmental pollution, global warming, lack of adequate nutrition, etc. an action research program of cultivating moringa and palm has been taken for implementation in rural areas. After a workshop and sharing meeting with Education Supervisors under the Education Support Programme of CDIP, this initiative was been launched initially in the work-areas of 17 Branches adjacent to the capital city of Dhaka.

Under the guidance of Prof. Md. Amin Uddin Mridha, Ph.D., this experimental initiative started in July last year. As Education Supervisors are directly connected with the local people, they raised the multiple health and environmental benefits to the rural people to

start planting moringa and palm trees on the free spaces of their homestead. They with the assistance of teachers of the learning centres motivated guardians of little learners as well as other village persons to plant moringa and palm trees and as a result nearly 3 thousand moringa trees and 2 hundred palm trees were newly planted in their villages.

This initiative is being monitored and after some time will be evaluated in order for the organization to play the role of a motivator so that rural people can run the cultivation on their own for making the environment and human lives safe and their economic and nutritional level enhanced.



An organization grown up on its own without foreign donation

Research and Development Collective (RDC), a leading research organization in the country, has been conducting a study on CDIP on how it was born and grew up as one of the leading organizations dedicated to rural development depending on the native resources without relying on foreign donation. The study entitled "Institutional Development of Centre Development Innovation and Practices (CDIP): An Investigative Research" led by Dr. Mesbah Kamal, Professor of history at Dhaka University, started in February 2023. An 11-member committee has been formed by MRA, the government-run authority for regulation microfinance organizations, to monitor the proper progress of the study.



Prof. Mesbah Kamal at a CDIP member's home in the village of Tarapalla, Chandpur.

Study Paper Published in an International Newsletter and the SHIKKHALOK as Publication Partner in a Social Work Conference



A study paper entitled 'Matching Child Development Facing the Volatile Shocking Future' on early childhood development jointly written by Shajahan Bhuiya and Alamgir Khan has been published in the Community Talks, a newsletter of international standard, published by CSWPD, a social work organization.

Shikkhalok, a CDIP education bulletin on education, participated as publication partner in the sixth international conference on social work, WSWD2023, from 11 to 13 May at KIB in Dhaka.

Discussion on JC Bose's Abyakta and Rokeya's Sultana's Dream

Shikkhalok, a CDIP education bulletin, and Biggan O Sangskriti, a Bengali little mag on science and culture, organized a discussion programme as part of celebration of birth anniversaries of Jagadish Chandra Bose, a world famous Bengali scientist and Rokeya Sakhawat Hossain, an author and activist for freeing women from social oppression. On 23 December 2022, Professor Abul Kashem Fazlul Haq, a prominent writer, was present as Chief Guest. Renowned journalist Syed Badrul Ahsan chaired the discussion program on Abykta written by Jagadish Chandra Bose a century ago.



Professor Shahidul Islam, a renowned educationist, chaired the discussion program on Sultana's Dream by world famous feminist and science fiction writer Rokeya Sakhawat Hossain.

Fifth Shikkhalok Get-together of Writers and Artists

Shikkhalok organized a get-together of writers and artists who are well-wishers and connected with it in many ways on 18 March in 2023 in CDIP conference room in Dhaka. Professor Abul Kashem Fazlul Haq, a prominent writer, was present as Chief Guest and Professor Shahidul Islam, a renowned educationist, was present as honorable guest in the program. Dr. Qudrate Khoda, Associate Professor at Independent University, Elias Uddin Palash, Editor of Shampratik Deshkal, Communication expert Khan Md. Rabiul Alam, writer Arshad Siddigui, poet Saikat Habib, Janabiggan editor Ayub Hossain and others from the development and education fields were also present and talked in the program. Writer Saleha Begum presided over it.

This year's get-together put three broad issues under discussion: Language, open library and



morality. Shikkhalok questions the legitimacy of dominance of a foreign language in our national life. It regards all languages in the world as equal in honor and thinks mother tongue is the best means of acquiring knowledge for everyone.

Professor Abul Kashem Fazlul Haq in his long speech dealt with the question of ethics and morality in our education and society. He touched on various social and developmental issues surrounding language movement, its historical course and then moving away from the original spirit. He gave emphasis on building a sense of ethics and morality as an independent subject from school life of our children, not in the way it is being done nowadays.

Professor Shahidul Islam questioned the current direction of society and hoped for a better future under leadership of the present young generation. Shajahan Bhuiya, a writer-researcher and Vice-Chairman of CDIP, put forward the ideals and objectives of CDIP and the dream of its founder executive director late Muhammad Yahiya in spreading the light of education across the country.

Shikkhalok wants to be in the journey of progress with the light of education in its hand.

Publication

CDIP Education Bulletin: Shikkhalok

Four issues of the Shikkhalok have been published this FY. The key stories of these issues were on Muhammad Yahiya Mukto-Pathagar, Jamal Nazrul Islam, an internationally renowned scientist of Bangladesh, the historical background of the language movement and Dr. Lutfar Rahman, a Bengali essayist for free

progressive thinking in the early twentieth century.

In Shikkhalok there were other issues including education, environment etc. besides reflection of the organizational ctivities.



A Book on Moringa and Palm cultivation in rural areas

With the aim of long-term environmental protection, increased supply of food with ample nutritional and medicinal values and preventing death by thunderstorm, Gaye Gaye Tal O Sajne Chash, a Bengali book on moringa and palm cultivation has been published. It has been written by Dr. Amin Uddin Mridha, Ms. Fahmida Karim, a nutritionist, and others. This is a joint publication by CDIP and Prokriti.





Success Story of

Rakhi Khatun

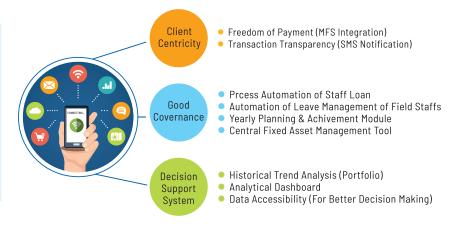
Facing the harsh reality, Rakhi Khatun was struggling to survive, but darkness engulfed her life. Her husband could not earn much cultivating his own land. It was very difficult to run the family on his single income. Rakhi's family demands were increasing as time went by. Considering the family income her social status was very low. In such a situation, Rakhi Khatun started rearing poultry and goats in order to add to her family income. She always stood by her husband in bad times.

Rakhi Khatun is a resident of Kalikapur village of Dashuria union of Ishwardi Upazila in the district of Pabna. Rakhi has got one son and one daughter. Her son Hridoy reads in class nine and daughter Sumaiya in class three. Her family was living in poverty. Rakhi Khatun kept on thinking what to do to solve the financial problems of her family. At one point, she came to know from her neighbours that an NGO called CDIP provides weekly, monthly and SMAP agriculture loans. Rakhi consulted with her husband regarding this matter. Her husband agreed with her to avail themselves of that opportunity. Then she had decided to join the Kalikapur Mohila Samity of CDIP Debottor Branch. Being a member of that Samity, she was putting money in a savings account on the weekly basis for a few months.

On February 27, 2020 she took a weekly loan of Tk.16,000. Then she took Tk.20,000 SMAP agriculture loan for the first time on November 20 in 2020. Again she took weekly loans of Tk.50,000 and Tk.20,000. Then she cultivated beans on 33 percent of her land, and earned Tk.15,000. In addition, Rakhi Khatun has two cows and a bull. She gets 30-35 liters of milk per day from two cows, whose market price is 55-60 taka per liter and she was earning Tk.1,650 to 2,100 per day.

In this way Ms. Rakhi earns from Tk.49,500 to Tk.63,000 by selling milk every month. Out of that, her monthly expenses are approximately Tk.20,000 to Tk.2,50,000. That means Rakhi's monthly income is currently around Tk.29,000 to Tk 40,000. Ms. Rakhi also said that her bull can be sold for Tk.1,50,000 to Tk.2,00,000 in the coming month of Ramadan bringing her a profit of Tk.1,00,000. While highlighting her experience, Rakhi Khatun says that if one works diligently and values her or his work, success will come one day.

Milestones and Achievement of Digitization



The modern world is advancing constantly towards development using the information technology. In this continuation, Digitization Department has been making efforts to streamline and accelerate the organization's overall work process. All of the organization's information is being saved on a single server. As a result, this plays a helpful role for decision-making in the organization.

CDIP offered the monthly savings and loan installment facility for its monthly members utilizing the mobile banking service "Nagad," which is free of charge to the members, to simplify the transactions of the organization's marginal members. Since the launch of the service, there has been a huge response from the members. Currently around 2% to 3% of loans and savings of monthly receivables are being recovered through the mobile financial service "Nagad". Through cashless transactions, members experience saving of time and cost as they no longer need to step out for financial transactions. The process of launching these operations with other mobile financial service providers, such as "bKash" and "Upay," is also in progress.

To ensure the security and accountability of the members' transactions, from this year CDIP has been providing transaction SMS in Bengali to the members' registered mobile number after disbursement of loans, savings and installments to all its monthly members. The member does not have to bear any additional fee for this, which on the one hand assures the organization's accountability and on the other

hand provides members with a record of those transactions.

Digitization department is constantly developing new solutions to carry the concept of paperless office. For this, the use of paper in the organization has been reduced to a great extent. In continuation of this, an online platform has been successfully implemented for loan and leave applications of all employees. Apart from reducing the use of paper, it ensures proper use of time, transparency and accountability.

Fixed Assets module has been added for accurate tracking, transfer and annual depreciation of all fixed assets at head office and branch level of the organization. This module stores and controls all the information of the asset in a systematic manner. It is a crucial instrument for regulating and managing fixed assets as well as for overseeing financial activities.

Selection of members, disbursement and collection of loans—this entire work depends on the individual skills of the field workers. Decision support system (DSS) has added a new dimension to this ongoing process in the post-Covid era. An Analytics module has been launched by Digitization Department to quickly and precisely review data from the previous year. Through which there is an opportunity to analyze the data of the previous years of microfinance activities by distrit, area and branch. All Branch Managers, Area Managers and concerned management can make quick and correct decisions by using it.

Financial Statement & Audit Report



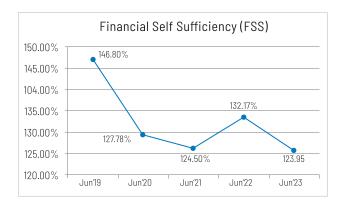
Operational performance trend

Performance Area	Jun'19	Jun'20	Jun'21	Jun'22	Jun'23
Financial Self Sufficiency (FSS)	146.80%	127.78%	124.50%	132.17%	123.95%
Debt to Capital Ratio	1.84	2.00	2.35	3.03	2.94
Capital Adequacy Ratio	39.50%	38.98%	33.50%	27.90%	28.57%
Current Ratio	1.69	1.65	1.60	1.41	1.34
Liquidity to Savings Ratio	16.35%	25.58%	19.26%	21.62%	19.69%
Rate of Return on Capital	18.06%	9.82%	10.78%	15.19%	22.00%
Debt Service Cover Ratio	1.17	1.10	1.11	1.10	1.11

The data from the above table is represented by the graph below:

Financial Self Sufficiency (FSS):

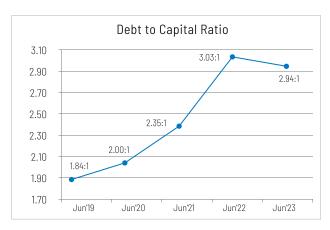
(Total Income -Grant Income) / (operation cost + Fund cost + Provision + Imputted cost of Capital)



Last year's surplus was Tk.490 million while the current year's surplus is Tk.850 million. Current year's Financial Self-Sufficiency rate is decreased due to increased inflation rate from 6.15% (last year) to 9.02% (current year).

Debt to Capital Ratio

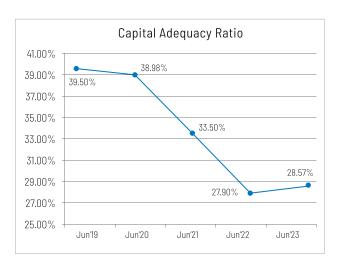
Debt/Total Capital (Net worth)



Last year's capital fund increased by Tk.450 million and the liability increased by Tk.3580 million, while in the current financial year, the capital fund increased by Tk.810 million and the liability increased by Tk.2120 million; the current year's ratio stood at 2.94:1, whereas last year's ratio was 3.03%. The PKSF standard for this ratio is a maximum of 9:1.

Capital Adequacy Ratio:

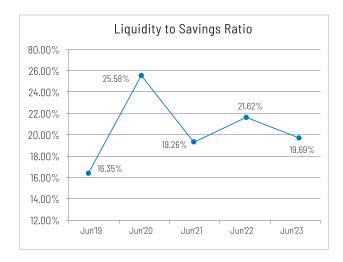
Total Capital/Total Asset- (Cash+Bank+STD+Govt. Securities)



In this financial year own capital increased by 22.94% along with long term asset increase by 19.83%. Current year Capital adequacy ratio is 28.57% which is increased compared to last year by 0.67%. In this case the standard of PKSF is minimum 10%.

Liquidity to Savings Ratio:

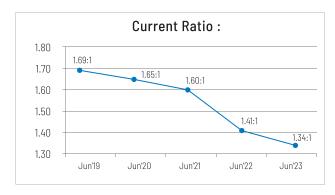
Savings FDR/Total Savings Fund (Members savings deposits)



Members' Savings is increased by 19.29% during this fiscal year, while liquidity increased by 44.51%. Current year liquidity to savings ratio is 19.69%, which is decreased by 1.93% compared to last year member's saving ratio. The MRA guideline in this case is a minimum of 10%.

Current Ratio:

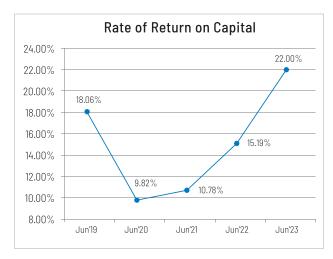
Current Asset/Current Liability



In this financial year, current assets increased by 15.82% while current liabilities increased by 20.39%. As a result, current ratio is decreased compared to last year's by 0.07. The current year current ratio is 1.34:1, in this case, the minimum PKSF standard is 2:1.

Rate of Return on Capital:

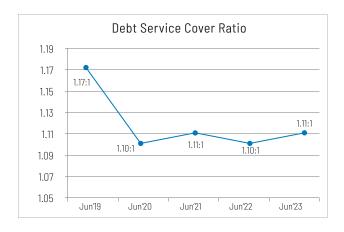
Surplus for the year/Average Capital Fund



Current year Rate of return on capital is 22.00%, which is increased by 6.81% comparing to last year. The minimum PKSF threshold in this case is 15%.

Debt Service Cover Ratio:

Surplus+Pr.& Service charge Paid/Pr. & service charge paid



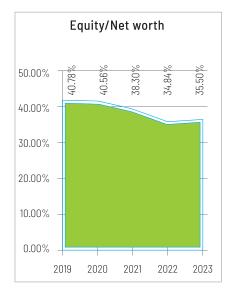
In this financial year our debt servicing capacity has increased to 1.11:1. In this case, the standard of PKSF is 1.25:1.

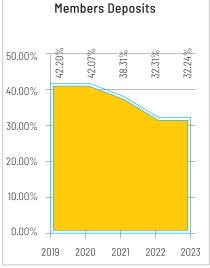
Financial Source

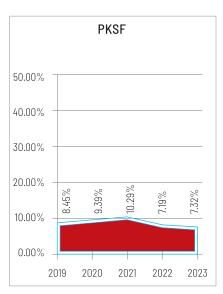
(Tk. in Million)

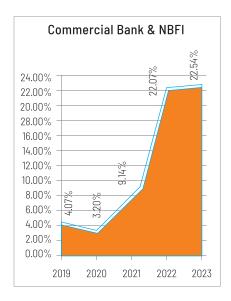
Particulars	2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019	
raiticulais	Taka		Taka		Taka		Taka		Taka	%
Equity/Net worth	6,166	35.50%	5,060	34.84%	3,980	38.30%	3,423	40.56%	3,027	40.78%
Members Deposits	5,599	32.24%	4,693	32.31%	3,983	38.31%	3,551	42.07%	3,133	42.20%
PKSF	1,271	7.32%	1,149	7.91%	1,070	10.29%	792	9.39%	627	8.45%
IDCOL	-	0.00%	-	0.00%	5	0.05%	8	0.09%	11	0.14%
Commercial Bank & NBFI	3,915	22.54%	3,205	22.07%	951	9.14%	270	3.20%	302	4.07%
Bangladesh Bank	417	2.40%	417	2.87%	407	3.91%	396	4.69%	324	4.36%
Total	17,369	100%	14,524	100%	10,395	100%	8,441	100%	7,424	100%

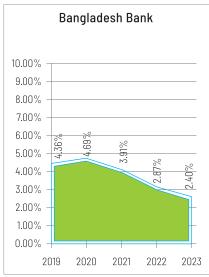
5 years graph is shown based on above financial source information:

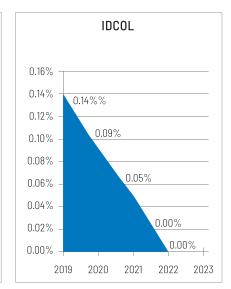


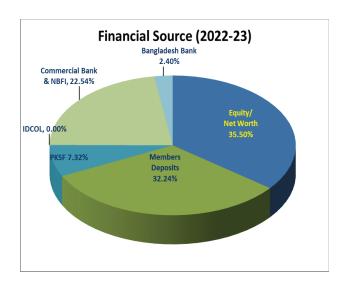


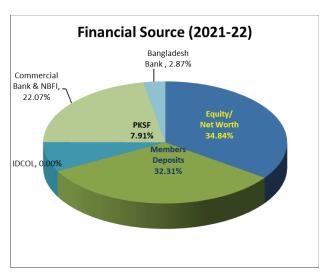






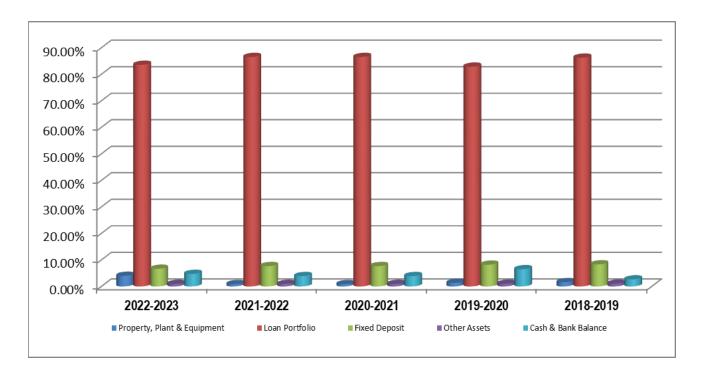






From the above facts and graphs, it can be seen that in the last year (2021-2022), our total financial assets of Tk 14,524 million are 34.84% equity, 32.31% member savings, 7.91% PKSF loan, 0.00% IDCOL Loans, 22.07% Commercial Bank Loans and 2.87% Bangladesh Bank Loans, In the current financial year (2022-2023) total financial assets of Tk 17,369 million are respectively 35.50% Equity, 32.24% Members Savings, 7.32% PKSF Loans, 0.00% IDCOL loans, 22.54% commercial banks and 2.40% Bangladesh Bank loans.

Doutionland	2022	22-2023 202		2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019	
Particulars	Taka		Taka		Taka		Taka		Taka	%	
Property, Plant & Equipment	699.79	4.03%	129.15	0.89%	128.35	1.23%	115.30	1.37%	121.02	1.63%	
Loan Portfolio	14515.72	83.57%	12567.93	86.53%	8988.71	86.47%	6996.57	82.89%	6405.58	86.29%	
Fixed Deposit	1161.04	6.68%	1116.69	7.69%	778.95	7.49%	692.77	8.21%	619.39	8.34%	
Other Assets	168.07	0.97%	140.33	0.97%	110.98	1.07%	87.08	1.03%	79.36	1.07%	
Cash & Bank Balance	824.29	4.75%	570.40	3.93%	388.07	3.73%	549.35	6.51%	198.31	2.67%	
Total	17368.91	100%	14524.49	100%	10395.06	100%	8441.07	100%	7423.66	100%	
Growth	2844.41	19.58%	4129.43	39.72%	1954.00	23.15%	1017.41	13.70%	910.36	17.15%	



From the above facts and graphs, it can be seen that in the last year (2021-2022) 0.89% was property, 86.53% loan portfolio, 7.69% fixed deposit and 0.97% other assets and 3.93% cash and cash equivalent respectively. In the current financial year, these are 4.03% of assets, 83.57% of loan portfolio, 6.68% of fixed deposits and 0.97% of other assets and 4.75% of cash and cash equivalent respectively.



Audit Report 2022-2023



Exh bit life shistory or flows mainly driven by non-retail/corporate System deposits and change over reference period (April 2012), € bn %

System deposits and	THE PARTY OF THE P			
Households			1. 10. 1	





Independent Auditor's Report To The Governing Body of

Centre for Development Innovation and Practices

CDIP Bhaban, House#17, Road#13, PC Culture Housing Society Ltd., Shekhertek, Adabor, Dhaka-1207

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of "Centre for Development Innovation and Practices" which comprise the consolidated statement of financial position as at 30 June 2023 and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity/fund, consolidated statement of cash flows for the year ended 30 June 2023 and the consolidated statement of receipts & payments for the period from 01 July 2022 to 30 June 2023 and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects of the consolidated financial position of "Centre for Development Innovation and Practices", as at June 30, 2023 and its financial performance for the year ended in accordance with applicable International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Practices.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountant (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to note no. 5.08 of notes to the financial statements with regard to events after the reporting period. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements and Internal controls

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the organization's duration, disclosing, as applicable, matters related to reporting period and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so those charged with governance are responsible for overseeing the organization financial reporting process.

Estd.-1985

House # 184 (Ground Floor); Road # 02; New DOH5, Mohakhali, Dhaka-1206. Telephone +88 02 22 22 84 390 Cell: +88 01824 567 996, E-mail: skb@skbarua.com, skbarua_123@yahoo.com. Website: skbarua.com

nielallee 113, 14195 Berlin, Germany Phone: +49 177 722 79 06 E-mail: sg@empacta.org



Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) would always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on these bases of financial statements. As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
 or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
 is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
 misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
 collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
 are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
 effectiveness of the organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the organization's ability to the continue in organization's activities. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, further events or conditions may cause the organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
 disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
 manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the organization's or activities within the institute to express an opinion on the financial statements. We are responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.







From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

We also report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made do verification thereof;
- b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the organization so far as it appeared from our examination of these books; and
- c) The consolidated statement of financial position, consolidated statement of comprehensive income and consolidated statement of receipts & payments dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrollment No. 1458 S. K. Barua & Co.

Chartered Accountants DVC 2309201458AS322017

Dated: Dhaka September 20, 2023







Centre for Development Innovation and Practices Consolidated Statement of Financial Position As at June 30, 2023

Particulars	Notes	Amount i	n Taka
Farticulars	Notes	30.06.2023	30.06.2022
ASSETS			
Non-current assets		778,247,174	200,780,203
Property, plant and equipment	6.00	696,510,725	128,412,978
Capital Work-in-Progress	7.00	2,530,000	-
Intangible assets	8.00	748,838	732,476
Long term investment	9.00	78,457,611	71,634,749
Current Assets		16,590,664,244	14,323,718,037
Short term loan to members & Customers	10.00	14,515,719,255	12,567,927,108
Short term investment	11.00	1,082,583,750	1,045,058,750
Staff loan outstanding	12.00	18,950,840	19,352,863
Accounts receivables	13.00	21,747,529	16,841,505
Advance, deposits and prepayments	14.00	47,807,936	31,655,669
Inventory	15.00	75,141,679	69,594,362
Financial Receivable	29.02	4,427,919	2,889,480
Cash & Cash equivalents	16.00	824,285,336	570,398,300
Total Assets		17,368,911,418	14,524,498,240
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund		4,257,505,999	3,463,169,322
Cumulative surplus	17.00	3,810,031,454	3,097,478,826
Reserve fund	18.00	447,474,546	365,690,496
Other funds	19.00	577,939,121	455,761,507
Non-Current Liabilities		616,863,801	585,552,705
Loan from PKSF	20.00	511,341,668	515,554,167
Loan from Commercial Bank & NBFI	21.00	105,522,133	69,998,538



a member firm of o empacta

Total Capital Fund and Liabilities	-	17,368,911,418	14,524,498,240
Заррнег	50.00	2,300,074	3,014,727
Supplier	30.00	2,380,074	3,014,727
Advance from PKSF & Commodity Product		- 11	
Financial Payable	29.01	33,432,381	205,725,684
Loan loss provision	28.00	700,546,391	417,649,843
Accounts payable	27.00	575,368,854	497,254,246
Staff security deposit	26.00	19,235,223	16,746,119
Members savings deposits	25.00	5,598,963,301	4,693,415,454
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	24.00	3,809,680,439	3,135,304,466
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	23.00	417,000,000	417,000,000
Loan from PKSF	22.00	759,995,833	633,904,167
Current Liabilities	_	11,916,602,496	10,020,014,706

The annexed notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts)

Dated: Dhaka

17 SEP 2023

Director (Finance & Digitization) Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrolment No.1458 S. K. Barua & Co.

Chartered Accountants

DVC 2309201468AS322017



Centre for Development Innovation and Practices Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the year ended June 30, 2023

	Nutur	Amount	in Taka
Particulars	Notes	2022-2023	2021-2022
Revenue		3,092,994,684	2,172,051,951
Service charges income	31.00	3,034,664,869	2,123,487,923
Bank Interest on FDR	32.00	53,252,664	42,535,290
Sale of Pass book, form & other	33.00	4,219,965	4,235,396
Grant Income	34.00	120,000	1,200,737
Others Income	35.00	737,186	592,605
Net Sale		69,213,228	52,692,277
Sale	36.00	543,508,951	392,704,864
Less: Cost of Good Sold	37.00	474,295,723	340,012,587
Gross Profit		3,162,207,912	2,224,744,228
Non Operating Income			
Bank Interest	38.00	10,206,849	4,806,983
		3,172,414,761	2,229,551,211
Operating Expenses		2,291,098,164	1,714,544,723
Personnel Expenses	39.00	1,044,097,798	843,512,836
General & Administrative Expenses	40.00	156,936,246	128,697,802
Selling & Distribution Expenses	41.00	6,272,214	6,417,793
Financial Expenses	42.00	765,537,173	540,431,613
Depreciation & Amortization	43.00	11,011,390	11,113,822
Loan Loss Provision Expense (LLPE)		307,243,343	184,370,857
Net Profit /(Loss) Before Tax		881,316,597	515,006,488
Income Tax Expenses	44.00	32,115,882	22,916,717
Net Profit/(Loss) After Tax		849,200,715	492,089,771

The annexed notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts) Director (Finance & Digitization) Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Estd.-1985

Mered Acco

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrolment No.1458

S. K. Barua & Co. **Chartered Accountants**

Dated: Dhaka 1 7 SEP 2023 6

DVC: 2309201458 AS 322017





Centre for Development Innovation and Practices Consolidated Statement of Receipts and Payments For the year ended June 30, 2023

Particulars	Amount in Taka				
1 at ticutars	2022-2023	2021-2022			
Opening Balance	570,398,300	388,074,525			
Cash in hand	20,612,067	9,040,681			
Cash at bank (Operating Account)	537,534,394	351,246,305			
Cash at Bank (Investment Account)	12,251,839	27,787,539			
Receipts	36,249,285,797	26,506,520,677			
Loan realized from beneficiaries	19,439,199,140	14,473,207,625			
Loan received from PKSF	751,500,000	707,875,000			
Loan received from Bank & NBFI	5,894,700,000	4,777,000,000			
Service Charge Income	2,759,637,153	1,945,873,903			
Bank Interest	13,025,793	8,704,154			
Receipt from members	4,225,450	4,235,346			
Members Savings	4,464,812,577	3,406,943,421			
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	236,328,315	196,201,931			
Staff Security Deposits	481,000	467,066			
Fixed Deposits Encashment	649,144,833	254,958,157			
Interest	34,655,311	29,106,490			
Advance Received	2,554,276	2,669,795			
Received from Various program	3,881,066	41,846,809			
Others Income	1,192,633,729	14,323,232			
Staff loan realized	1,476,108	2,122,011			
Balance Payable with Others Fund	237,456,415	243,003,327			
Loan Loss Provision (LLP)	121,878	209,170			
Advance from PKSF	5,112,000	5,048,000			
Sale	558,340,753	392,725,240			
<u>Total</u>	36,819,684,097	26,894,595,202			
Payments	25 005 209 761	26 224 106 001			
General and Administrative Expenses	35,995,398,761 2,696,900,049	26,324,196,901			
Selling & Distribution Expenses	1 1 1	1,109,968,727			
Personel Expenses	920,676	4,571,455			
Loan Disbursement to Beneficieries	97,656,202	73,641,741			
Loan Refund to PKSF, Bank & NBFI	23,638,017,500	19,819,113,923			
Financial Expenses	6,364,901,427 436,942,692	3,234,509,729 280,711,456			
Savings and Security Refund	1,384,636,153	1,063,027,566			
Capital Investment	700,289,017	600,721,209			
Capital investment	/00,289,01/	000,721,209			





a member firm of o empacta

Total	36,819,684,097	26,894,595,202
Cash at banks (Investment account)	8,275,515	12,251,839
Cash at banks (Operating account)	812,697,393	537,534,395
Cash in hand	3,312,428	20,612,067
Closing Balance	824,285,336	570,398,301
Staff Loan Paid	-	5,942,838
Prior Year Adjustment	10,428,156	12,937,930
Advance paid to PKSF	660,000	396,000
Balance Payable with Others Fund	22,014,117	43,480,157
Inventory	222,895	21,221,873
Advances, Deposits and Prepayments	641,809,877	53,952,297

The annexed notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts)

Dated: Dhaka

1 7 SEP 2023

Director (Finance & Digitization) Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrolment No.1458

S. K. Barua & Co.

Chartered Accountants

DVC 2309201458AS 322017





Centre for Development Innovation and Practices Consolidated Statement of Cash Flows For the year ended June 30, 2023

Particulars	Amount in Taka		
rarticulars	2022-2023	2021-2022	
A. Cash Flow from Operating Activities:			
Profit for the year	849,200,715	492,089,771	
Adjustment for:			
Prior year adjustment	(10,278,666)	(11,820,471)	
Reserve Fund	81,784,050	46,774,717	
Loan Loss Provision	282,896,548	184,259,513	
Other Funds	122,177,614	100,304,061	
Adjustment with surplus fund	(126,369,418)	(81,021,741)	
Donation and Subscription	-	11,880	
Depreciation and amortization for the year	9,281,334	9,454,374	
(i) Operating profit before working capital changes	1,208,692,177	740,052,104	
Non-cash items			
Loan disbursed to members	(23,638,017,500)	(19,612,020,000)	
Loan realized from members	19,439,199,140	14,473,207,625	
Loan adjustment with members	2,250,726,213	1,559,594,556	
Fund Received	13,838,802	62,169,870	
Fund Payment	(22,014,117)	(43,480,157)	
Fund Adjustment	8,770,298	16,350,663	
Increase/decrease in inventories	(5,416,749)	(29,358,027)	
Increase/decrease in current assets	(25,561,229)	(33,382,619)	
Increase/decrease in current liabilities	57,234,127	264,426,383	
(ii) Adjustment per changes in working capital	(1,921,241,015)	(3,342,491,706)	
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	(712,548,838)	(2,602,439,602)	
	(12,010,000)	(=,00=,10>,00=)	
B. Cash flow from Investing Activities:			
Acquisition of Property, plant and equipment	(731,615,813)	(10,251,844)	
Investment	(40,647,862)	(337,744,550)	
Net cash used in Investing Activities	(772,263,675)	(347,996,394)	
C. Cash Flow from Financing Activities:			
Loan received from PKSF	751,500,000	707,875,000	
Loan received from JICA for SMAP	417,000,000	417,000,000	
Loan received from Bank & NBFI	5,477,700,000	4,360,000,000	
Members Savings Collection	4,464,809,077	3,406,942,251	
Members Savings Refund	(1,383,706,161)	(1,062,436,678)	



Members Savings Adjustment	(2,175,533,544)	(1,457,547,866)
Loan Repayment to PKSF	(629,620,833)	(613,183,332)
Loan Repayment to IDCOL	- 1	(4,563,207)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(417,000,000)	(400,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(4,766,448,990)	(2,221,326,397)
Net Cash flows from financing activities	1,738,699,549	3,132,759,771
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	253,887,036	182,323,775
Add: Cash and bank balance at the beginning of the	570,398,300	388,074,525
Cash and bank balance at the end of the year	824,285,336	570,398,300

The annexed notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts)

Dated: Dhaka

1 7 SEP 2023

Director (Finance & Digitization) Executive Director

Signed in terms of our annexed report of even date

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrolment No.1458 S. K. Barua & Co.

Chartered Accountants

DVC 2309201458 AS 322017



Dated: Dhaka

1 7 SEP 2023

Centre for Development Innovation and Practices Consolidated Statement of Changes in Equity For the year ended June 30, 2023

Particulars	30.06.2023	30.06.2022
Balance as at July 01, 2022	3,463,169,320	3,017,135,166
Add: Surplus during the year	849,200,715	492,089,771
Add: Prior year's adjustment	(10,278,666)	(11,820,471)
Add/Less: Transferred to RF during the year	-	-
Add: Donation during the year	-	11,880
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	4,110,616	2,246,937
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(37,580,141)	(29,782,894)
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(458,283)	(494,500)
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(578,000)	(543,168)
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabilitation		
Program	(5,406,996)	(323,400)
Add/Less: Transferred to COVID-19	· -	(4,773,999)
Add/Less: Transferred to Bangabandhu Scholarship	(903,000)	(576,000)
Add/Less: Transferred to Relief and Rehabilitation Program	(1,721,048)	-
Add/Less: Transferred to Investigative Research	(2,048,516)	-
Balance as at June 30, 2023	4,257,506,001	3,463,169,322

The annexed notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts) Director (Finance & Digitization) Executive Director Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date

Mohammad Anwarul Hoque FCA

Partner

Enrolment No.1458

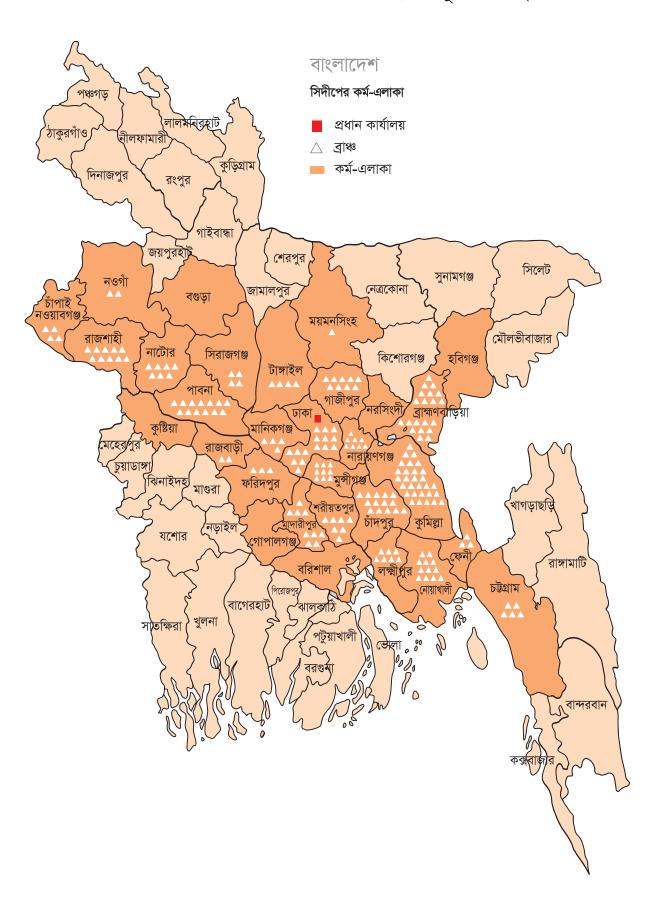
S. K. Barua & Co.

Chartered Accountants

DVC 2309201458 AS322017



মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি শেখেরটেক , আদাবর , ঢাকা। ফোনঃ ৪৮১১৮৬৩৩ , ৪৮১১৮৬৩৪ info@cdipbd.org www.cdipbd.org